

Bengali: Easy-to-Read Version

Language: বাংলা (Bengali)

Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy

Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.

PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.

9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d

ISBN: 978-1-5313-1309-8

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক

১ এটা আমোসের পুত্র যিশাইয়ের দর্শন। যিহূদা এবং জেরুশালেমে কি ঘটবে ঈশ্বরের যিশাইয়কে তা দেখিয়েছিলেন। উষিয়, *যোথাম, †আহস ‡ও হিক্কিয় †যখন যিহূদার রাজা ছিলেন তখন যিশাইয়ের এইসব দর্শন হয়েছিল।

তঁার লোকদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অনুযোগ

২ হে স্বর্গ ও মর্ত্য শোন! পুরভু কথা বলছেন, পুরভু বলেন,
“আমি আমার সন্তানদের জন্ম দিয়েছি। তাদের লালনপালন করেছি।

কিন্তু আমার সন্তানরাই আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে।

৩ একটা গরুও তার মনিবকে চেনে।

একটা গাধাও জানে তার মালিক তাকে কোথায় খাওয়ায়।

কিন্তু ইস্রায়েলের লোকরা আমাকে চেনে না।

আমার লোকরা আমাকে বোঝে না।”

৪ ওহে পাপিষ্ঠ জাতি, অপরধে ভারগরস্ত লোকরা! তারা দুষ্ট পরিবারের মন্দ সন্তানদের মতো। তারা তাদের পুরভুকে ত্যাগ করেছে। তারা ইস্রায়েলের পবিত্র জনটিকে বাতিল করেছে। তারা তঁার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

৫ ঈশ্বরের বলেন, “কেন আমি তোমাদের শান্তি দিতে যাব? আমি তোমাদের শান্তি দিয়েছি কিন্তু তোমাদের পরিবর্তন হয় নি। তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদেহা করছে। এখন তোমাদের পরতেষকের মন-পুরাণ অসুস্থ। ৬ তোমাদের আপাদমস্তক সারা শরীরময় শুধুই ক্ষত, দগদগে ঘা আর আঘাতের চিহ্ন। সেই ক্ষত সারাতে কোনও যত্ন নেওয়া হয় নি। ক্ষতগুলি না পটি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, না তেল দিয়ে কোমল করা হয়েছিল।”

৭ তোমাদের দেশ ধ্বংস হয়েছে। তোমাদের শহরগুলি অগ্নিদগ্ন। তোমাদের শত্রুরা তোমাদের দেশ দখল করে নিয়েছে। কোন দেশ বিদেশী আক্রমণকারীর সেনাবাহিনীর দ্বারা যে ভাবে ধ্বংস হয় তোমাদের দেশ সে ভাবেই ধ্বংসপুরাণ্ড হয়েছে।

৮ যেমন দুরাক্ষেতের একটি কুটিরকে, যেমন একটি শশাক্ষেতের চালাকে, যেমন একটি শহরকে শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ রাখা হয় তেমনি ভাবে সিয়োন (জেরুশালেম) কন্যাকে ফেলে রাখা হয়েছে। ৯ এটা সত্যি, কিন্তু পুরভু সর্বশক্তিমান গুটিকতক লোককে জীবনযাপনের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা সদোম এবং ঘমোরার এই নগর দুটির মত পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাই নি।

১০ সদোমের শাসনকর্তারা, তোমরা পুরভুর বার্তা শোন। ঘমোরার অধিবাসীগণ, তোমরা ঈশ্বরের শিক্ষামালা শোন। ১১ ঈশ্বরের বলেছেন, “তোমরা কেন আমার উদ্দেশ্যে এত বলিদান করে চলেছ? তোমাদের পাঁঠার বলিতে এবং ঘাঁড়, মেঘ এবং ছাগলের মেদে আমার অর্পণ ধরে গিয়েছে। আমি সন্তুষ্ট নই। ১২ লোকরা, তোমরা যখন আমার কাছে প্রার্থনা করতে আস তখন তোমরা আমার উপাসনালয় প্রাঙ্গণের সবকিছুকে পদদলিত কর। তোমাদের এসব কে করতে বলল?”

১৩ “এই অসার নৈবেদ্য আমি চাই না। আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধূপধূনোর পরঞ্জ্বলনকে আমি ঘৃণা করি। অমাবস্যার দিনে, বিশ্রামের দিনে তোমাদের বিশেষ ভোজ বা প্রার্থনা সভাকে আমি সহ্য করতে পারি না। তোমাদের পবিত্র সমাবেশের দিনে পাপ আচারকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। ১৪ আমি তোমাদের মাসিক (অমাবস্যায়) অনুষ্ঠানাদি ও উৎসবকে ঘৃণা করি। ওগুলো আমার কাছে ভারী বিরক্তিকর। আমি ওগুলো আর সহ্য করতে পারি না।

১৫ “তোমরা হাত তুলে আমার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালে আমি তোমাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব। তোমরা বারে বারে প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি তা শুনব না। কেন না তোমাদের হাত রক্তমাখা।

১৬ “তোমরা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর, শুদ্ধ কর এবং মন্দ কাজগুলি করা বন্ধ কর। আমি তোমাদের মন্দ কাজগুলি দেখতে চাই না। ১৭ ভালো কাজ করতে শেখো। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর, ন্যায়বিচারের অনুশীলন কর, অত্যাচারী, অনিষ্ঠকারী লোকদের শান্তি বিধান কর, অনাথ ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়াও, বিধবাদের সাহায্য কর।”

১৮ পুরভু বলেন, “এস, এইসব বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা, আলাপ আলোচনা করা যাক। যদিও তোমাদের পাপগুলো উজ্জ্বল লাল রঙের কাপড়ের মত, ওগুলো ধুয়ে ফেলা যায় এবং তোমরা তুষারের মতো সাদা হয়ে যেতে পারো। যদিও তোমাদের পাপ রক্তের মত লাল, তোমরা পশমের মতো শুভ্র হয়ে উঠতে পারো।

*১:১ উষিয় যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৭৬৭-৭৪০ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

†১:১ যোথাম যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৭৪০-৭৩৫ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

‡১:১ আহস যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৭৩৫-৭২৭ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

†১:১ হিক্কিয় যিহূদার এক রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৭২৬-৬৬৭ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

১৯ “আমাকে মেনে চললে, আমার কথা শুনলে তোমরা এই দেশ থেকে অনেক ভালো ভালো জিনিস পাবে। ২০ কিন্তু আমার কথা না শুনলে তোমরা আমার বিরুদ্ধাচারী হবে এবং তোমাদের শতরূরা তোমাদের ধ্বংস করবে।”

প্রভু স্বয়ং ঐ কথাগুলি বলেছেন।

জেরুশালেম ঈশ্বরের অনুগত নয়

২১ ঈশ্বর বলেন, “জেরুশালেমের দিকে তাকাও। এই শহর এক সময় আমার কথামত চলত, আমাকে অনুসরণ ও বিশ্বাস করত। কিন্তু এই বিশ্বস্ত এবং অনুগত শহরের পতিতার মত অবস্থা হওয়ার কারণ কি? এর একটাই কারণ হল এখানকার অধিবাসীরা এখন আর আমাকে মেনে চলে না। জেরুশালেমের ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ থাকা উচিত। এখানকার লোকদের ঈশ্বরের আকাজ্জিত পথেই চলা উচিত। কিন্তু এখন এখানে খুনীরা থাকে।

২২ “ধর্ম, সাধুতা, মহানুভবতা এই গুণগুলি রূপোর মতো। কিন্তু তোমাদের রূপো মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তোমাদের দরাস্কারসে (মহানুভবতায়) জল মিশে গিয়ে তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ২৩ তোমাদের শাসনকর্তারা বিদ্রোহী এবং চোরদের বন্ধু হয়ে উঠেছে। তারা ঘুষ নেয়, নোংরা কাজের জন্য টাকা নিতে ভালোবাসে। লোককে প্রতারিত করার জন্য তারা উৎকোচ নেয়। তারা অনাথ ছেলেমেয়েদের সাহায্য করে না, বিধবাদের অভাব অভিযোগে কান দেয় না। তাদের দেখাশোনা করে না।”

২৪ এই জন্য আমার গুরু, ইসরায়েলের প্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, “আমি আমার শত্রুদের শাস্তি দেব। তারা আর আমাকে বিরক্ত করবে না। ২৫ রূপোতে যেমন স্কার দিয়ে তার খাদ পরিষ্কার করা হয় তেমনি আমিও তোমাদের সব কুকর্ম, পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেব। তোমাদের কাছ থেকে সব অসার জিনিস আমি দূর করব। ২৬ তোমাদের জন্য আগের মতোই ন্যায় বিচারকগণ এবং উপদেষ্টাগণ নিয়োগ করা হবে। তখন তোমাদের শহরকে ‘ন্যায়ের শহর’, ‘বিশ্বস্ত নগরী’ নামে ডাকা হবে।”

২৭ ঈশ্বর মহান এবং তিনি সঠিক কাজই করেন। সুতরাং তিনি সিয়োন এবং তার যেসব লোকেরা তাঁর কাছে ফিরে আসবে তাদের তিনি উদ্ধার করবেন। ২৮ কিন্তু সমস্ত পাপী এবং দ্রুতকারীদের ধ্বংস করা হবে। এরা প্রভুকে মেনে চলে না।

২৯ তোমরা যে এলাবক্ষ এবং বিশেষ বাগানকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে, ভবিষ্যতে তার জন্য নিজেরাই লজ্জিত হবে। ৩০ কারণ ভবিষ্যতে তোমাদের অবস্থা এলা বৃক্ষের শুষ্ক পাতার মতো নির্জলা, মৃতপত্রায় বাগানের মতো হবে। ৩১ ক্ষমতাবান লোকদের অবস্থা শুকনো কাঠের টুকরোর মতো হবে এবং তাদের কৃতকর্ম আঙনের ফুলকির মতো হবে। উভয়েই এক সঙ্গে জ্বলতে থাকবে আর সেই আঙন কেউ নেভাতে পারবে না।

১ আমোসের পুত্র যিশাইয় যিহূদা ও জেরুশালেম সম্পর্কে এইসব বার্তার দর্শন পান।

২ শেষের দিনগুলিতে, প্রভুর মন্দিরের পর্বতকে

সকল পর্বতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় করা হবে

এবং ওটিকে সমস্ত পর্বত থেকে উচ্চতর করা হবে।

এবং সমস্ত দেশগুলি থেকে লোকেরা সেখানে নিয়মিতভাবে প্রবাহের মত যাবে।

৩ বহু দেশের লোক সেখানে যাবে। তারা বলবে,

“চল, আমরা সবাই প্রভুর পর্বতে,

যাকোবের ঈশ্বরের উপাসনাগৃহে উঠি।

তারপর তিনি আমাদের তাঁর জীবনযাপনের পথ শেখাবেন

এবং আমরা জীবনের সেই পথ অনুসরণ করব।”

ঈশ্বরের বিধি, প্রভুর বার্তাসমূহ জেরুশালেমের সিয়োন পর্বত থেকে শুরু হবে

এবং গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

৪ তারপর ঈশ্বরের সকল জাতির বিচারক হবেন।

এবং অনেক লোকের বাদানুবাদের নিষ্পত্তি করবেন।

তারা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের সময় অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করবে।

তারা তাদের তরবারি থেকে লাঙলের ফলা তৈরি করবে

এবং বর্শার ফলা দিয়ে কাটারি বানাবে।

এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে তরবারি ধরবে না।

প্ররম্পরের মধ্যে লড়াই বন্ধ হবে।

তারা কখনও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেবে না।

৫ যাকোবের পরিবার, এসো আমরা প্রভুর আলোকিত পথে চলি!

৬ আমি তোমাকে একথা বলছি কারণ তুমি তোমার লোকদের ত্যাগ করেছ। তোমার লোকেরা পূর্বদিকের লোকদের ধ্যান ধারণায় পরিপূর্ণ হয়েছে। তোমার লোকেরা পলেস্তীয়দের মতো ভবিষ্যৎ বক্তা হবার চেষ্টা করছে। তোমাদের লোকেরা বহিরাগতদের

সঙ্গে খুব বেশী জড়িয়ে পড়েছে।^৭ তোমাদের দেশ অন্য দেশের সোনা, রূপোয় পরিপূর্ণ। সেখানে ধনসম্পত্তির সীমা পরিসীমা নেই। তোমাদের দেশ ষোড়া এবং অসংখ্য রথে পরিপূর্ণ।^৮ তোমাদের দেশ মূর্তিতে পরিপূর্ণ। নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলির সামনে লোকেরা নতজানু হয়ে তাদের পূজো করে।^৯ লোকেরা খুব নীচ এবং হীন হয়ে গেছে। তাই ঈশ্বর, আপনি তাদের নিশ্চই ক্ষমা করবেন না।

^{১০} যাও, পাথরের পেছনে আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে থাকো। পরভূকে তোমাদের ভয় পাওয়া উচিত এবং তাঁর মহান পরাক্রম থেকে তোমাদের লুকিয়ে থাকা উচিত।

^{১১} দাস্তিক লোকেরা অহঙ্কার করবে না। এইসব লোকেরা লজ্জায় মাটিতে মাথা নত করবে। সেই সময় শুধুমাত্র পরভূ একা উন্নত মস্তকে বিরাজ করবেন।

^{১২} পরভুর একটি বিশেষ দিনের পরিকল্পনা আছে। সেই দিনে পরভূ উদ্ধত ও অহঙ্কারী লোকদের শাস্তি দেবেন। সেই দিনে ঐসব লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে না।^{১৩} ঐসব অহঙ্কারী লোকেরা লিবানোনের উচ্চ ও উন্নত এরস বৃক্ষের মতো। তারা বাশনের বৃহৎ এলা বৃক্ষের মতো। কিন্তু ঈশ্বর এইসব লোকদের শাস্তি দেবেন।^{১৪} এইসব অহঙ্কারী লোকেরা দীর্ঘ পর্বতমালা ও উচ্চ পাহাড়ের মতো।^{১৫} এইসব লোকেরা লম্বা দুর্গ, উচ্চ ও শক্তিশালী পুরাতীরের মতো। কিন্তু ঈশ্বর এইসব লোকদের শাস্তি দেবেন।^{১৬} এইসব লোকেরা তশীশের বড় জাহাজের মতো। (জাহাজগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে পরিপূর্ণ।) কিন্তু ঈশ্বর এইসব অহঙ্কারী লোকদের শাস্তি দেবেন।

^{১৭} সেই সময় লোকেরা অহঙ্কারী হওয়া বন্ধ করবে। অহঙ্কারী লোকেরা মাটিতে মাথা নত করবে। সেই সময় শুধুমাত্র পরভূ উন্নত মস্তকে বিরাজ করবেন।^{১৮} সমস্ত মূর্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে।^{১৯} লোকেরা পাথর এবং মাটির ফটলে লুকোবে। লোকে পরভূ এবং তাঁর মহান পরাক্রমকে ভয় পাবে। পৃথিবীকে কম্পিত করার জন্য যখন পরভূ উঠে দাঁড়াবেন তখনই এইসব ঘটবে।

^{২০} সেই সময় লোকেরা তাদের সর্ব ও রৌপ্যমূর্তি-গুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। (লোকেরা এইসব মূর্তিগুলিকে পূজো করার জন্য তৈরী করেছিল।) এইসব মূর্তিগুলিকে লোকেরা বাতুড় ও ছুঁচোর গর্তে নিক্ষেপ করবে।^{২১} তারপর লোকেরা পরভূ এবং তাঁর মহান পরাক্রমে ভীত হয়ে পাথরগুলোর ফটলে লুকোবে। এইসব ঘটবে যখন পরভূ পৃথিবীকে কম্পিত করবেন।

^{২২} নিজেদের রক্ষা করার জন্য লোকদের অন্য কারও ওপর আস্থা রাখা উচিত নয়। কারণ মানুষ মরণশীল এবং তারা মারা যাবে। তাই তোমাদের এটা ভাবা উচিত নয় যে তারা ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান।

^১ আমি যা বলছি তা অনুধাবন কর। যিহূদা এবং জেরুশালেম যে সমস্ত জিনিসের ওপর নির্ভরশীল, গুরু, পরভূ সর্বশক্তিমান সে সব জিনিসগুলির অবলুপ্তি ঘটাবেন। ঈশ্বর সমস্ত জল ও খাবার সরিয়ে নেবেন।^২ ঈশ্বর সকল বীর ও মহান যোদ্ধা, সকল বিচারক, ভাববাদী,^৩ যাদুকরণ, পূর্ববীণগণ, সামরিক নেতাসমূহ, সরকারি প্রধানগণ, দক্ষ উপদেষ্টাগণ, দক্ষ কারিগর এবং যারা তাবিজ ব্যবহার করতে জানে তাদের সবাইকে সরিয়ে দেবেন।

^৪ ঈশ্বর বলেন, “আমি বালকগণকে তোমাদের নেতা করব।^৫ পরত্যেক লোক একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করবে। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করবে না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাধারণ লোকদের কাছ থেকে সম্মান পাবে না।”

^৬ সেই সময় কেউ একজন তারই পরিবারভুক্ত ভাইয়ের হাত ধরে বলবে, “তোমার কোটবস্ত্র আছে, তাই তুমি আমাদের নেতা হবে। এইসব বিনাশ তোমার আয়ত্ত্ব থাকবে।”

^৭ কিন্তু সে চিৎকার করে বলবে, “আমি তোমাদের নেতা হব না। কারণ আমার বাড়িতে যথেষ্ট অন্ন-বস্ত্র নেই। তুমি আমাকে দিয়ে লোকদের নেতৃত্ব দেওয়া হবে না।”

^৮ এই সবই ঘটবে কারণ জেরুশালেম হেঁচট খেয়েছে এবং যিহূদার পতন হয়েছে। তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা সবই পরভুর বিরুদ্ধে যদিও তিনি সবই দেখেন।

^৯ লোকদের মুখই বলে দিচ্ছে যে তারা পাপ কাজের দোষে দুষ্ট। এবং তারা তাদের পাপের জন্য গর্বিত। তারা সদোমের লোকদের মতোই। কে তাদের পাপ দেখছে সেই ব্যাপারে তাদের কোন ভরক্ষেপ নেই। এটা তাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হবে। তারা নিজেদের ভয়ানক বিপদ নিজেরাই ডেকে আনছে।

^{১০} ভালো লোকদের বলে দাও যে তাদের জন্য ভালো কিছু ঘটবে। ভালো কাজের পুরস্কার তারা পাবে।^{১১} কিন্তু শয়তান লোকদের জন্য কঠিন সময় আসছে। তাদের ভীষণ কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত কুকর্মের শাস্তি তাদের পেতেই হবে।^{১২} বালকরা আমার লোকদের হারিয়ে দেবে। মেয়েরা তাদের শাসন করবে। তাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে।

আমার লোকেরা, তোমাদের পথ প্রদর্শনকরাই তোমাদের ভুল পথে চালিত করছে। তারা তোমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করছে।

ঈশ্বরের তাঁর লোকদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

১৩ পরভূ লোকদের বিচার করবার জন্য উত্থান করবেন।^{১৪} নেতা এবং পুরাচীনদের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর মতামত দেবেন।

পরভূ বলেন, “হে আমার লোকরা, তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত (যিহূদা) পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছ। তোমরা গরীব মানুষদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কেড়ে নিয়েছ। এবং সেই সব জিনিসপত্র এখনও তোমাদের বাড়িতেই আছে।^{১৫} আমার লোকদের আঘাত করার অধিকার কে তোমাদের দিয়েছে? গরীব, হতদরিদ্র মানুষদের নোংরা-আবজনার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার অধিকার কে তোমাদের দিয়েছে?” আমার গুরু, পরভূ সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বললেন।

১৬ পরভূ আরও বললেন, “সিয়োনের মেয়েরা খুবই অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে। তারা মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে যতরতর এমনভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন তারা অন্য লোকদের চেয়ে যথেষ্ট ভাল। এইসব মেয়েরা হাসি-মস্করা, ছেনালিগিরি করে ঘুরে বেড়ায়। এবং তারা পায়ে নূপুরের রন্বনু শব্দ করে, নেচে নেচে দিকবিদিক ঘুরে বেড়ায়।”

১৭ আমার গুরু সিয়োনের এই ধরণের মেয়েদের মাথায় দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি করবেন। ফলে তাদের মাথায় টাক পড়বে।^{১৮} সেই সময় তিনি তাদের গর্বের সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেবেন। তাদের পায়ের নূপুর, তাদের সূর্য ও চাঁদের আকারের গলার হার,^{১৯} নুমকো পাশা, চুড়ি, ঘোমটা, ললাটভূষণ, পায়ের মল,^{২০} ঘাঘরা, শাল, মসীনা বস্ত্র,^{২১} বিশেষ আংটি, নথ,^{২২} চিত্রবস্ত্র, গৌঁজে,^{২৩} আয়না, মসীনা বস্ত্র, উষীষ, লম্বা শালের মতো আবরক বস্ত্ররূপ বেশভূষা খুলে নেবেন।

২৪ এবং সুগন্ধির পরিবর্তে তাদের কাছে থাকবে দুর্গন্ধ তেল, কোমরবন্ধনীর বদলে থাকবে একটি ছেঁড়া পোশাক, সুবিন্যস্ত কেশ পরিচর্যার বদলে থাকবে মাথাজোড়া টাক, কেতাদুরস্ত কোমরবন্ধনীর পরিবর্তে থাকবে চটের তৈরী কোমরবন্ধনী কারণ সুন্দরী হওয়ার পরিবর্তে তারা হবে কুৎসিত দর্শন।

২৫ সেই সময় তোমাদের পুরুষদের তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে। তোমাদের বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে মারা যাবে।^{২৬} এবং তার নগর দবারগুলি কষ্ট পাবে এবং বিলাপ করবে এবং সে বিপর্যস্ত হয়ে মাটিতে বসে থাকবে।

৪ সেই সময় সাত জন মহিলা একজন পুরুষের হাত চেপে ধরে বলবে, “আমরা আমাদের রুটি-রুজি, বস্ত্র, বাসস্থান নিজেদের জন্য পরয়োজনীয় সব কিছু ব্যবস্থা নিজেরাই করব। তুমি শুধু আমাদের বিয়ে কর। তোমার নামে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দাও। আমাদের অবিবাহিত থাকার যন্ত্রণা, লজ্জা, অপমান দূর কর।”

২ সেই সময়, পরভুর গাছ (যিহূদা) বড় হবে এবং সুন্দর হয়ে উঠবে। এমনকি তখনও ইসরায়েলের উদ্ভাস্তরা তাদের দেশে উৎপন্ন শস্য নিয়ে গর্ব অনুভব করবে।^৩ এই সময় সিয়োন এবং জেরুশালেমে তখনও বসবাস করা লোকদের পবিত্র মানুষ বলে গণ্য করা হবে। যাদের নাম বিশেষ তালিকায় থাকবে তারাই ভাগ্যবান, পবিত্র মানুষ বলে বিবেচিত হবে। এবং এই তালিকাভুক্ত লোকদেরই বাস করে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

৪ পরভূ সিয়োনের মহিলাদের থেকে নোংরা ধুয়ে মুছে ফেলবেন। তিনি জেরুশালেম থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবেন। পরভূ ন্যায়ের নীতিটি ব্যবহার করবেন এবং ন্যায় বিচার করবেন। তিনি পরজ্বলিত করবার নীতিটি ব্যবহার করে পরতিটি জিনিসকে শুদ্ধ করে তুলবেন।^৫ তারপর পরভূ সিয়োন পর্বতের ভিত্তির ওপর আকাশে এবং তার সমাবেশ স্থানগুলিতে দিনে একটি খোঁয়ার মেঘ ও রাতেরও একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সৃষ্টি করবেন। সেখানে প্রতিটি সমাবেশের ওপর রক্ষার জন্য একটি আচ্ছাদন থাকবে।^৬ সমস্ত মানুষের জন্য এমন এক নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করা হবে যেখানে সূর্যের প্রখর তাপ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। সব ধরণের বাড়ি বাধা এবং প্রাণ থেকে তারা রক্ষা পাবে।

ইসরায়েল ঈশ্বরের বিশেষ বাগান

৫ এখন আমি আমার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করব। দ্রাক্ষাক্ষেতের (ইসরায়েলের) প্রতি ঈশ্বরের যে ভালোবাসা আছে এই গান সে সম্পর্কেই।

আমার ঈশ্বরের একটি দ্রাক্ষা ক্ষেত ছিল অতি উর্বর মাটিতে।

২ তিনি তার চারদিক খুঁড়ে মাঠটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করলেন।

তারপর সেখানে ভালো জাতের দ্রাক্ষা গাছ লাগালেন।

তিনি মাঠের মাঝখানে দেখাশোনার জন্য

একটি উঁচু বাড়ি তৈরি করলেন।

সেখানে তিনি ভাল দ্রাক্ষা ফলবার আশায় বসে রইলেন।

কিন্তু জন্মালো বুনো দ্রাক্ষা।

৩ তাই ঈশ্বর বললেন, “যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকরা, তোমরা আমার

এবং আমার দ্রাক্ষাক্ষেতের কথা চিন্তা কর।

৪ আমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতের জন্য সাধ্যমত সবকিছুই করেছি।

আমি তার জন্য আর কিই বা করতে পারতাম?

আমি ভালো দ্রাক্ষার আশা করেছিলাম।

কিন্তু শুধু বাজে দ্রাক্ষা ফলেছিল।

কেন এমনটা ঘটল?

৫ “আমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতের জন্য কি কি করব

এখন আমি তোমাদের সে কথাই শোনাব।

দ্রাক্ষা ক্ষেতের সুরক্ষার জন্য চারদিকে যে কাঁটার ঝোপগুলি আছে

তা আমি তুলে ফেলে পুড়িয়ে দেব।

আমি পাথরের পুরাচীর ভেঙে ফেলব

এবং পাথরগুলি ক্ষেতের ওপর ফেলে দেওয়া হবে।

৬ আমি আমার দ্রাক্ষা ক্ষেতকে খোলা মাঠে পরিণত করব।

ঐ ক্ষেতের গাছগুলির কেউ যত্ন নেবে না।

সেখানে আগাছা আর কাঁটা জন্মাবে।

আমি মেঘকে হুকুম দেব

যাতে ক্ষেতে একফোঁটা বৃষ্টি বর্ষিত না হয়।”

৭ ইসরায়েল জাতি হল প্রভু সর্বশক্তিমানের এই দ্রাক্ষাক্ষেত। আর যিহূদার লোকরা হল তাঁর এক কালের আদরের দ্রাক্ষার চারা।

প্রভু আশা করেছিলেন ন্যায়,

কিন্তু সেখানে ছিল শুধুই হত্যাকাণ্ড।

প্রভু আশা করেছিলেন সুন্দর জীবন,

কিন্তু সেখানে শোনা যাচ্ছে অত্যাচারীদের এন্দন রোল।

৮ তোমরা পাশাপাশি বাস করছ। ঘেঁসার্বেসি করে বাড়ি বানিয়েছ। তোমরা ক্ষেতের সঙ্গে ক্ষেতের সংযোগ এমনভাবে করেছ যে আর এতটুকু জায়গা অবশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রভু তোমাদের এমন শাস্তি দেবেন যে তোমাদের একাকী থাকতে হবে। সমস্ত ভূখণ্ডটিতে শুধু তোমরাই বাস করবে।^৯ প্রভু সর্বশক্তিমান আমাকে এই কথাগুলি বললেন এবং আমি তাঁর কথা শুনলাম: “এখানে অনেক বাড়ি আছে, কিন্তু আমি অঙ্গীকার করছি যে, সমস্ত ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা হবে। এখানে এখন অনেক সুন্দর মনোরম বাড়ি আছে। কিন্তু এইসব বাড়িগুলি খালি হয়ে যাবে।^{১০} সেই সময় দশ একর মাঠে যে দ্রাক্ষা হবে তা থেকে খুব সামান্য দ্রাক্ষারস তৈরি করা যাবে। বহু বস্তা বীজ থেকে খুবই অল্প শস্য উৎপন্ন হবে।”

১১ তোমরা সকালে উঠেই পানীয় হিসাবে দ্রাক্ষারসের খোঁজ কর। তোমরা দ্রাক্ষারস পান করার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাক।^{১২} তোমরা দ্রাক্ষারস, বাঁশ, ঢোলক এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ফূর্তি-আমোদ কর। কিন্তু তোমরা প্রভুর কর্মকাণ্ড দেখতে পাও না। প্রভু নিজ হাতে অনেক জিনিস তৈরি করেছেন। কিন্তু তোমরা এসব জিনিস দেখতে পাও না।

১৩ প্রভু বললেন, “আমার লোকদের বন্দী করে অন্যত্র নির্বাসনে দেওয়া হবে। কিন্তু কেন? কারণ তারা আমাকে প্রকৃতপক্ষে জানে না। ইসরায়েলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের অনায়াস জীবনযাপন নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু তাঁরা খুবই তুষার্ত এবং ক্ষুধার্ত হবেন।^{১৪} তারপর তাঁরা মারা যাবেন এবং পাতাল মৃতদেহে ভরে যাবে। পাতালের সীমাহীন খিদে ও চাহিদা মেটাতে নামী, সাধারণ সব মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং এইসব মানুষ কবরে যাবে।”

১৫ ঐসব লোকদের অবদমিত করা হবে। প্রত্যেককে বিনম্র করা হবে এবং তাদের গর্ব কমিয়ে আনা হবে।^{১৬} প্রভু সর্বশক্তিমান, ন্যায়বিচার করবেন এবং লোকেরা জানবে যে তিনি মহান। পবিত্রতম ঈশ্বর যেগুলি সঠিক ও ন্যায্য সেই সব কাজই করবেন এবং লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবে।^{১৭} ঈশ্বর ইসরায়েলের অধিবাসীদের দেশ ছাড়া করবেন। দেশ খালি হয়ে যাবে। মেঘরা ইচ্ছামতো যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতে পারবে। একদা ধনী লোকের মালিকানাধীন জমি-জায়গাতে মেঘ চরে বেড়াবে।

১৮ ঐ লোকগুলিকে দেখ! অপূরয়োজনীয় দড়ি নিয়ে লোকেরা যেমন ওয়াগন টানে তেমনি এই ধরণের লোকেরা নিজেদের পাপ, কুকর্ম এবং দোষকে পেছনে টেনে নিয়ে বেড়ায়।^{১৯} এই লোকেরা বলে, “আমাদের কামনা, ঈশ্বর যা যা করার পরিকল্পনা করেছেন তা তাড়াতাড়ি করবেন। তারপর আমরা জানব কি ঘটবে। আমাদের আশা প্রভুর পরিকল্পনা খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হবে। তারপরই আমরা জানতে পারব তাঁর পরিকল্পনা কি।”

২০ এই ধরণের লোকরা ভালো জিনিসকে খারাপ বলে আর খারাপ জিনিসকে ভালো বলে মনে করে। এরা আলোকে অন্ধকার আর অন্ধকারকে আলো বলে মনে করে। এরা টককে মিষ্টি এবং মিষ্টিকে টক ভাবে।^{২১} ঐসব লোকরা নিজেদের খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করে।^{২২} এই ধরণের লোকরা দ্রাক্ষারস পান করার জন্য বিখ্যাত। এরা দ্রাক্ষারসের মিশ্রণ তৈরীতে একেবারে সিদ্ধহস্ত।^{২৩} তারা ঘুষ নিয়ে অপরাধীদের নিরাপরাধ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু তারা ভালো লোককে ন্যায্য বিচার পেতে দেবে না।^{২৪} ঐসব লোকের কপালে খুবই দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। খড়কুটো এবং গাছের পাতাকে আঙুন যেমন অনায়াসে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় তেমনি এদের উত্তরপুরুষদেরও পুরোপুরি ধ্বংস করা হবে। মৃত শিকড় যেমন শুঁড়োতে পরিণত হয়, আঙুন যেমন ফুলকে পুড়িয়ে তার ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেয়, এদের উত্তরপুরুষরা সে ভাবেই ধ্বংস হবে।

ঐসব লোকরা প্রভু সর্বশক্তিমানের শিক্ষামালা মেনে চলেনি। তারা ইস্রায়েলের পবিত্রজনটির (ঈশ্বর) বার্তা ঘণা করত।^{২৫} তাই পরভু তাঁর লোকদের ওপর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। পরভু তাঁর হাত উত্তোলন করবেন এবং তাদের এমন কাঠিন্যে শাস্তি দেবেন যে পর্বত পর্যন্ত ভয়ে কাঁপবে। তাদের মৃতদেহগুলি জঞ্জালের মতো রাস্তায় পড়ে থাকবে। কিন্তু ভবুও ঈশ্বরের ক্রোধ পড়বে না। তাঁর হাত তাদের শাস্তি দেবার জন্য উত্তোলিত থেকে যাবে।

ইস্রায়েলকে শাস্তি দিতে ঈশ্বর সৈন্য আনবেন

২৬ দেখ! ঈশ্বর দূরবর্তী জাতিগণের প্রতি সন্তোষ দিচ্ছেন। তিনি তাদের ডাকার জন্য পতাকা তুলছেন এবং শিশু দিচ্ছেন। দেখ, শতরুর দূরদেশ থেকে আসছে। তারা অচিরে দেশে ঢুকে পড়বে। তারা খুব দ্রুত আসছে।^{২৭} এই শতরুরা কখনও ক্লান্ত হবে না, হৌঁচট খাবে না এবং ঘুমিয়ে পড়বে না। তাদের অস্ত্রের কটিবন্ধন খুলে যাবে না। তাদের জুতোর ফিতে কখনই ছিঁড়ে যাবে না।^{২৮} এই শতরুদের তীর ধারালো হবে। তাদের সব ধনুকগুলি তীর ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তাদের ঘোড়ার পায়ের পাতা হবে চক্কাকি পাথরের মতো শক্ত। তাদের রথের চাকায় ধূলিবাড় উঠবে।

২৯ শতরুরা সিংহের গর্জনের মতো চিৎকার করবে। তারা সিংহ শাবকের মতো গর্জন করবে। শতরুরা সকেরাধ গর্জন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদের ধরে ফেলবে। লোকরা লড়াই করে মুক্তি পেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না।^{৩০} তাই “সিংহ” গর্জন হবে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের মতো। এবং বন্দী অবরুদ্ধ লোকরা মাটির দিকে তাকাবে। কিন্তু দেখবে শুধুই অন্ধকার। ঘন মেঘে সমস্ত আলো অন্ধকারে ঢেকে যাবে।

যিশাইয়ের ভাববাদী পদে প্রতিষ্ঠা

১ যে বছর উষিয় রাজার মৃত্যু হল আমি পরভুকে এক উচ্চ ও মনোরম সিংহাসনে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁর লম্বা রাজপোশাক মন্দিরকে ভরে দিয়েছিল।^২ পরভুর বিশেষ দূত সরাফরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের পরত্বকের ছয়টি করে ডানা ছিল। তারা দুটি ডানা দিয়ে মুখ ঢাকে, দুটি ডানা দিয়ে পা ঢাকে এবং বাকি দুটি ডানা তারা ওড়ার কাজে ব্যবহার করে।^৩ এই দূতরা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল, “পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। পরভু সর্বশক্তিমান খুবই পবিত্র। তাঁর মহিমায় পৃথিবী পরিপূর্ণ।”^৪ তাদের চিৎকারে দরজার কাঠামো কেঁপে উঠলো। মন্দির খোঁয়ায় ভরে যেতে লাগল।^৫

৬ তখন আমি হঠাৎই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, “হায়! আমি ধ্বংস হয়ে যাব। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যথেষ্ট শুচি নই। এবং আমি এমন লোকদের মধ্যে বাস করি যারা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার মতো যথেষ্ট শুচি নয়। **কারণ আমি রাজাকে, পরভু সর্বশক্তিমানকে দেখেছি।”

৭ বেদীতে আঙুন জ্বলছিল। সরাফদের একজন ইউ আকারের একটি চিমটি দিয়ে আঙুন থেকে কয়লা তুলছিল। এই দূতটি একটি গরম কয়লার টুকরো হাতে নিয়ে আমার কাছে উড়ে এল।^৮ দূতটি গরম কয়লা আমার ঠোঁটে ছোঁয়াল। তারপর দূতটি বলল, “যে মুহূর্তে এই গরম কয়লা তোমার ঠোঁট স্পর্শ করল, তোমার সমস্ত অপরাধ মুছে গেল। তোমার সব পাপ মুছে গেল।”

৮ তারপর আমি আমার পরভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, “আমি কাকে পাঠাব? আমাদের পক্ষে কে যাবে?”

তখন আমি বললাম, “এই যে, আমি আছি, আমাকে পাঠান!”

৯ তখন পরভু আমাকে বললেন, “যাও এবং এই লোকদের বল: ‘তোমরা মন দিয়ে শোন কিন্তু বোঝো না! কাছ থেকে দেখ কিন্তু কোন কিছু শেখো না!’”^{১০} লোককে বিভ্রান্ত কর। লোকরা যে সব জিনিস দেখছে ও শুনছে তা তাদের বুঝতে দিও না। যদি তুমি এটা না কর তাহলে হয়তো তারা যে জিনিস কানে শুনবে তা সত্যি সত্যিই বুঝতে পারবে। তারা হয়তো সত্যিই তাদের মনে উপলব্ধি করতে পারবে। যদি তারা এটা করে তাহলে লোকরা হয়তো আমার কাছে ফিরে আসতে পারে এবং তারা আরোগ্য (ক্ষমা) লাভ করবে।”

১১ তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “পরভু এটা আমি কতদিন করব?”

৯:৪ মন্দির ... লাগল এটা মন্দিরে পরভুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল।

**৬:৫ আমি ... নয় আক্ষরিক অর্থে, “সেই লোকরা যাদের ওষ্ঠ শুচি নয়।”

পরভু বললেন, “যতদিন পর্যন্ত সকল নগর ধ্বংস না হয় এবং লোকে চলে না যায়। যতদিন না পর্যন্ত একটি মানুষও তাদের বাড়ীতে পড়ে থাকে এবং গোটা দেশ ধ্বংসস্থানে পরিণত হয় তত দিন এটা কর।”

১২ পরভু লোকদের অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবেন। দেশের একটা বিরাট অংশ খালি পড়ে থাকবে। ১৩ কিন্তু দশ ভাগের এক ভাগ লোককে দেশে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। এই লোকগুলি পরভুর কাছে ফিরে আসবে যদিও তাদের ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। তারা একটি ওক গাছের মতো। এই গাছকে কাটার পর গুঁড়ি পড়ে থাকে। এই গুঁড়ি (অবশিষ্ট লোকরা) একটি বিশেষ বীজ। অর্থাৎ পবিত্র লোকরাই দেশে থাকবে।

অরামকে নিয়ে সঙ্কট

৯ ১ আহস ছিলেন যোখমের পুত্র। যোখম ছিলেন উষিয়ের পুত্র। রৎসীন ছিলেন অরামের রাজা। আহসের রাজত্ব কালে সিরিয়ার রাজা রৎসীন এবং ইসরায়েলের রাজা, রমলিয়ের পুত্র পোকহ জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন নি।

২ যিহূদার রাজবাড়ি দায়ুদের পরিবারকে জানানো হল যে, “অরাম এবং ইফরয়িমের (ইসরায়েলের) সেনাদল জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা একসঙ্গে ঘাঁটি গেড়েছে।” এই খবর শুনে রাজা আহস এবং তাঁর প্রজারা খুব ভয় পেয়ে গেলো। বনের গাছপালা যেমন বাতাসে নড়ে তেমনি তারাও ভয়ে কাঁপতে লাগল।

৩ তখন পরভু যিশাইয়কে বললেন, “তুমি এবং তোমার পুত্র শার-যাশূব যাবে এবং আহসের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ধোপাদের মাঠের রাস্তার পাশে যেখানে জল উচ্চতর জলাশয়ের মধ্যে দিয়ে বইছে, সেখানে দেখা করবে।

৪ “আহসকে বল, ‘সাবধানে থেকো, কিন্তু শান্ত থেকো! রৎসীন ও রমলিয়ের পুত্রকে ভয় পেয়ো না, কারণ তারা দুটি পোড়া কাঠির মত। অতীতে তারা খুব গরম ছিল। কিন্তু এখন তারা শুধুই ধোঁয়া। রৎসীন, অরাম এবং রমলিয়ের পুত্র করুদ্ধ হয়ে রয়েছে। ৫ তারা তোমার বিরুদ্ধে নানা ফন্দি এঁটেছে। তারা বলছে: ৬ আমরা যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আমরা নিজেদের স্বার্থে যিহূদাকে ভাগ করে টাবেলের পুত্রকে যিহূদার নতুন রাজা বানাব।’”

৭ পরভু, আমার গুরু বললেন, “কিন্তু তাদের পরিকল্পনা সফল হবে না। ৮ রৎসীন যতদিন দমেশকের শাসক থাকবে, ততদিন তাদের অভিসন্ধি খাটবে না। এখন ইফরয়িম (ইসরায়েল) একটি দেশ, কিন্তু ভবিষ্যতে আজ থেকে ৬৫ বছর পরে সেটি আর একটি দেশ থাকবে না। ৯ যতদিন শমরিয়া ইফরয়িমের (ইসরায়েল) রাজধানী থাকবে এবং যতদিন রমলিয়ের পুত্র শমরিয়ার শাসক থাকবে ততদিন তাদের ফন্দি সফল হবে না। তুমি যদি একথা বিশ্বাস না কর তাহলে লোকরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না।”

ইম্মানুয়েল—ঈশ্বরের আমাদের সহায়

১০ তারপর পরভু যিহূদার রাজা আহসকে আরও বললেন, ১১ “পরভু, তোমার ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি সংকেত চিহ্ন চেয়ে নাও যাতে তুমি নিজের কাছে প্রমাণ করতে পারো যে এগুলি সব সত্য। তুমি তোমার ইচ্ছেমতো যে কোন সংকেত চিহ্ন চাইতে পারো। চিহ্নটি মৃতের আলমের মতো গভীর থেকে অথবা আকাশের মত উঁচু থেকে আসতে পারে।”

১২ কিন্তু আহস বললেন, “আমি প্রমাণ স্বরূপ কোন নিদর্শন চাই না। আমি প্রভুকে পরীক্ষাও করতে চাই না।”

১৩ যিশাইয় বললেন, “দায়ুদের পুত্র, আহস মন দিয়ে শোন। লোকের ধৈর্যের পরীক্ষা কি তোমাদের কাছে যথেষ্ট নয়? তোমরা কি আমার ঈশ্বরেরও ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাও? ১৪ ঈশ্বর, আমার পরভু, তোমাদের একটা চিহ্ন দেখাবেন:

ঐ যুবতী মহিলাটি গর্ভবতী হবে

এবং দেখ সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে।

তার নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল।

১৫ যতদিন না পর্যন্ত ইম্মানুয়েল খারাপ কাজ প্রত্যাখান করে ভালো কাজ বেছে নিতে শিখবে

ততদিন পর্যন্ত সে দই ও মধু খাবে।

১৬ কিন্তু ছেলেটি ভালো কাজ করবার মত এবং মন্দ কাজ প্রত্যাখান করবার মতো বোঝবার বয়সে এসে পৌঁছবার আগেই ইফরয়িম এবং অরাম দেশ জনমানব বর্জিত হয়ে যাবে।

১৭ “তোমাদের পরভুকে ভয় পাওয়া উচিত। কারণ তিনি তোমাদের জন্য দুঃসময় আনবেন। এই দুঃসময় তোমাদের কাছে, তোমাদের লোকদের কাছে এবং তোমাদের পিতৃকুলেও আসবে। ঈশ্বর কি করবেন? তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি অশুরের রাজাকে আমন্ত্রণ জানাবেন।

১৮ “সে সময় পরভু ‘মাছি’ (এখন ‘মাছিটি’ মিশরের নদীর কাছে আছে।) এবং ‘মৌমাছিকে’ (‘মৌমাছিটি’ এখন অশুর দেশে আছে।) ডাক দেবেন। তারা তোমার দেশে এসে পৌঁছবে। ১৯ তারা মরুভূমির জলস্রোতের পাশে, পাথুরে গভীর খাদে, ঝোপঝাড়ে এবং জলময় গর্তের কাছে চাক বাঁধবে। ২০ পরভু যিহূদাকে শান্তি দেবার জন্য অশুরকে ব্যবহার করবেন। পরভু

অশুরকে ভাড়া করবেন এবং সেটিকে একটি খুরের মতো ব্যবহার করা হবে। মনে হবে যেন প্রভু যিহূদার পা, মাথা এমনকি দাড়ি থেকেও চুল কামিয়ে নিচ্ছেন।

২১ “এই সময় একজন লোক একটি যুবতী গাভী ও দুটি মেঘকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। ২২ এরা সেই লোকটিকে যে দুধ দেবে তা মাখন খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হবে। দেশে যারা রয়েছে তারা দুই এবং মধু থাকবে। ২৩ দেশের মাঠে মাঠে যে ১০০০ দ্রাক্ষা গাছ আছে তার প্রত্যেকটির মূল্য হবে ১০০০ রূপের টুকরোর সমান। কিন্তু এই দ্রাক্ষা ক্ষেতগুলি আগাছা এবং কাঁটায় ভরে যাবে। ২৪ দেশ বন্য হয়ে উঠবে এবং শিকার ক্ষেত্রের পরিণত হবে। ২৫ যেখানে এক সময় লোকে পরিশ্রম করে খাদ্য উৎপন্ন করত, সেই পাহাড়গুলি আগাছা এবং কাঁটায় ভরে যাবে এবং সেখানে আর কেউ কখনও যাবে না। শুধুমাত্র মেঘ এবং ঝাঁড় সেখানে অব্যাহে বিচরণ করতে পারবে।”

অশুর শীঘ্র আসবে

১ প্রভু আমাকে বললেন, “বড় একটি পাকানো কাগজ নিয়ে এসো এবং তাতে একটি বিশেষ কলম দিয়ে লেখ: ‘এটা মহের-শালল-হাশ-বসের ††উদ্দেশ্যে।’”

২ আমি কিছু লোককে একত্রিত করলাম যাদের সাক্ষী হিসেবে বিশ্বাস করা যায়। (এরা হল উরিয় যাজক ও যিবেরিখিয়ের পুত্র সখরিয়।) আমি ঐ কথা লেখার সময় এরা লক্ষ্য রাখল। ৩ পরে আমি ভাববাদিনীর কাছে গেলাম। সে গর্ভবতী হয়ে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। তখন প্রভু আমাকে বললেন, “ওর নাম মহের-শালল-হাশ-বস রাখ।” ৪ কারণ ছেলেটি “বাবা”, “মা” বলতে শেখার আগেই ঈশ্বর দম্বেশক ও শমরিয়র সব ধনসম্পদ নিয়ে নেবেন এবং তা অশুর রাজার হাতে তুলে দেবেন।

৫ প্রভু আবার আমাকে বললেন, ৬ “এই লোকরা শীলোহের মূদ্র সেরাভকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তারা রৎসীন ও রমলিয়ের পুত্র পেকহকে নিয়ে খুশী হয়েছে। ৭ কিন্তু আমি, প্রভু অশুর রাজাকে আনব এবং তার সমস্ত ক্ষমতা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করব। তারা ফরাৎ নদীর শক্তিশালী বন্যার জলের মতো আসবে। জল ফুলে ফেঁপে যেমন নদীর ঢুকল ছাপিয়ে তেড়ে আসে সে ভাবে তারা আসবে। ৮ এই জল ঐ নদী উপচে যিহূদা দেশকে প্রাবিত করবে। এই জলে যিহূদা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হবে এবং পরায় গোটা দেশ ভেসে যাবে।

“হে ইমানুয়েল তোমার গোটা দেশকে গ্রাসা না করা পর্যন্ত, এই বন্যা তার তাণ্ডব চালিয়ে যাবে।”

৯ সমস্ত দেশসমূহ, তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

তোমরা পরাজিত হবে।

সকল দূরবর্তী দেশের লোকরা শোন!

তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

তোমরাও পরাজিত হবে।

১০ তোমরা যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী কর!

তোমাদের পরিকল্পনা পর্যুদন্ত হবে।

তোমাদের সেনাবাহিনীকে আদেশ দাও,

কিন্তু তোমাদের আদেশ নিষ্ফল হবে।

কেননা ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন!

মিশাইয়ের প্রতি সাবধান বাণী

১১ প্রভু শক্ত হাতে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। প্রভু আমাকে সতর্ক করে দিলেন এই লোকদের পথে না যেতে। প্রভু বললেন, ১২ “প্রত্যেক লোকই বলছে যে অন্য লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তুমি এইসব জিনিস বিশ্বাস কোরো না। এইসব লোকরা যেসব বিষয়কে ভয় পায় তুমি তাতে ভয় পেও না!”

১৩ একমাত্র প্রভু সর্বশক্তিমানকেই তোমাদের ভয় পাওয়া উচিত। তাঁকেই তোমাদের সম্মান জানানো উচিত। ১৪ যদি তোমরা প্রভুকে সম্মান কর, তাঁকে পবিত্র বলে মান্য কর, তাহলেই তিনি তোমাদের পক্ষে এক নিরাপদ আশ্রয় হবেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে সম্মান কর না। তাই ঈশ্বর একটা পাথরের মতো হবেন এবং তোমরা সেই পাথরের ওপর আছড়ে পড়বে। ইসরায়েলের দুটি পরিবার এই পাথরের ওপর হেঁচট খাবে এবং তারা আঘাত পাবে। জেরুশালেমের সমস্ত লোককে আটক করতে প্রভু একটা ফাঁদ স্বরূপ হবেন। ১৫ অনেক লোক এই পাথরের ওপর হেঁচট খাবে, তারা পড়ে যাবে এবং আহত হবে। অনেকে ফাঁদে পড়ে ধরা পড়বে।

††৮:১ মহের-শালল-হাশ-বস এর অর্থ হল, “খুব তাড়াতাড়ি চুরি ডাকাতি এবং লুণ্ঠপাট শুরু হবে।”

১৬ পরভু বললেন: “একটা চুক্তি কর এবং তাতে সীলমোহর দিয়ে রাখো। ভবিষ্যতের জন্য আমার শিক্ষামালাকে সঞ্চয় করে রাখো। আমার অনুগামীদের সামনে এই কাজটি কর।” চুক্তিটি হল:

১৭ আমি আমাদের রক্ষা করতে পরভুর জন্য অপেক্ষা করব।

তিনি যাকোবের পরিবারের থেকে মুখ লুকোচ্ছেন।

কিন্তু আমি পরভুর জন্য অপেক্ষা করব।

তিনি আমাদের রক্ষা করবেন।

১৮ আমি এবং আমার ছেলেমেয়েরা ইস্রায়েলের লোকের চিহ্ন এবং প্রমাণ স্বরূপ। সিয়োন পর্বতনিবাসী পরভু সর্বশক্তিমান আমাদের পাঠিয়েছেন।

১৯ এবং তারা যদি তোমাকে বলে, “মাধ্যমদের, জ্যোতিষীদের, গণ্যকার এবং বাজীকরদের পরশ্ন কর, লোকদের কি তাদের (নিজেদের) ঈশ্বরকে খোঁজা উচিত নয়? মৃতদের কাছে কি তারা জীবিতদের সম্পর্কে পরশ্ন করবে?” ২০ শিক্ষামালা এবং চুক্তি তোমাদের মেনে চলা উচিত। তোমরা এই আদেশগুলো না মানলে তোমাদের হয়তো ভুল আদেশ অনুসরণ করতে হবে। গুণীন এবং গণ্যকারদের কাছ থেকে যে আদেশ ও উপদেশ আসে সেগুলো ভুল। এর কোন মূল্য নেই। এই আদেশ মেনে চললে তোমাদের কিছু লাভ হবে না।

২১ তোমরা যদি ভুল, মিথ্যা আদেশ মেনে চল তাহলে দেশে বিপদ এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। ক্ষুধার্ত লোক ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের রাজা ও তাঁর দেবতাদের শাপ দেবে। তারপর তারা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের খোঁজ করবে। ২২ দেশের চারদিকে তাকিয়ে দেখলে তারা দেখতে পাবে শুধুই দুঃখ-দারিদ্র্য, হতাশাজনক অন্ধকার। তাদের জোর করে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে।

এক নতুন দিন আসছে

১ কিন্তু যে বিপদে পড়েছিল তার জন্য কোন অন্ধকার থাকবে না। লোকেরা অতীতে সবল দেশ ও নগরী দেশকে কোন গুরুত্বই দিত না। কিন্তু পরবর্তী-কালে সমুদ্রের নিকটবর্তী দেশ, যর্দন নদীর অপর পারের দেশ এবং অ-ইহুদীদের মহকুমাটিকে ঈশ্বর খুব মহান করবেন। ২ এইসব দেশের লোক অন্ধকারে বাস করত। কিন্তু তারা মহা-আলোকটি দেখতে পাবে। ঐসব লোক কবরের মত অন্ধকার জায়গায় বাস করত। কিন্তু “মহা-আলোক” তাদের ওপর কিরণ দেবে।

৩ হে ঈশ্বর, আপনিই জাতিটিকে বড় হতে দেবেন। আপনিই সেখানকার লোকদের সুখী করবেন। তারা আপনার উপস্থিতিতে যুদ্ধ জয়ের শেষে লুটের মাল ভাগের সময়কার আনন্দের মতো, ফসল তোলায় সময়ের আনন্দের মতো সুখ ভোগ করবে। ৪ কেননা আপনি তাদের ভারের বোঝা, তাদের কাঁধের বাঁক, শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের উপর ব্যবহৃত শতরুদের দণ্ড সরিয়ে নেবেন। যেমন মিদিয়নকে হারানোর পরে আপনি করেছিলেন।

৫ যুদ্ধে দুর্বীরভাবে এগিয়ে যাওয়া প্রতিটি বৃষ্টি, যুদ্ধে সজ্জিত ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত সাজ-পোশাক আঙুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হবে। ৬ একটি বিশেষ শিশু জন্মগ্রহণ করার পরই এটা ঘটবে। ঈশ্বর আমাদের একটি পুত্র দেবেন। লোকদের নেতৃত্ব দেওয়ার ভার তার ওপর থাকবে। তার নাম হবে “আশ্চর্য মন্ত্রী, ক্ষমতাবান ঈশ্বর, চিরজীবী পিতা, শান্তির রাজকুমার।” ৭ ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতা দিয়ে তার শাসন স্থাপন করে। এখন থেকে এবং চিরকালের জন্য দায়ুদ পরিবার উদ্ধৃত রাজার রাজত্ব শক্তি ও শান্তি বিরাজ করবে। তাঁর লোকদের জন্য পরভুর পরবল উদ্দীপনা তাঁকে এইসব কাজ করাবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শান্তি দেবেন

৮ আমার পরভু যাকোবের সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে এক আদেশ দেবেন। ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এই আদেশ পালন করা হবে।

৯ তখন ইস্রায়েলের লোক, এমনকি শমরিয়র প্রধানরাও জানতে পারবে যে ঈশ্বর তাদের শান্তি দিয়েছেন।

এখন তারা অহঙ্কারী এবং দান্তিক। তারা বলে, ১০ “এই ইটগুলো হয়তো ভেঙে পড়তে পারে, কিন্তু আমরা আবার শক্তিশালী পাথর দিয়ে সেটি গড়ে তুলব। এই সুকুমোর গাছগুলি হয়তো কাটা যেতে পারে, কিন্তু আমরা সেখানে নতুন গাছ লাগাব এবং এই নতুন গাছগুলি হবে বড় এবং শক্তিশালী এরস গাছ।”

১১ তাই পরভু ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোকের খোঁজ করবেন। পরভু তাদের বিরুদ্ধে রত্নসীনের শতরুদের কাছে লাগাবেন। ১২ পরভু পূর্ব থেকে অরাম এবং পশ্চিম থেকে পলেষ্টীয়দের আনবেন। ঐ শতরুরা তাদের সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে ইস্রায়েলকে পরাজিত করবেন। কিন্তু তবুও ইস্রায়েলের ওপর থেকে পরভুর ক্রোধ যাবে না। তবুও পরভু এখনকার লোকদের শান্তি দেওয়ার জন্য পরস্তুত থাকবেন।

১৩ ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকদের শান্তি দিলেও তারা পাপ কাজ করা বন্ধ করবে না। তারা পরভু সর্বশক্তিমানকে মেনে চলবে না। ১৪ তাই পরভু ইস্রায়েলের মাথা এবং লেজকে, বৃত্ত ও ডালপালাকে এক দিনেই কেটে ফেলবেন। ১৫ (এখানে মাথার মানে হল শহরের সম্মানীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা বা প্রধান। লেজ মানে হল মিথ্যা কথা বলে এমন ভাববাদী।)

১৬ যে সব নেতারা লোকদের ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ও তাদের অনুসরণকারীদের ধ্বংস করা হবে। ১৭ এসব লোকগুলো দুষ্ট। পরভু তরুণদের নিয়ে খুশী নন। তিনি তাদের বিধবা পত্নী ও অনাথ ছেলেমেয়েদের ওপর করুণা করবেন না। কারণ লোকরা দুষ্ট এবং এমন কাজ করে যা ঈশ্বর বিরুদ্ধ। তারা মিথ্যা কথা বলে।

তাই ঈশ্বর এদের ওপর করুণা থাকবেন এবং এদের শাস্তি চলতেই থাকবে।

১৮ দুষ্ট বস্তু হল ছোট্ট আঙনের মতো। পরথমে এই আঙন আগাছা এবং কাঁটাবোপকে গ্লাস করে। তারপর সেই আঙন বনের আর বড় বোপবাড়িকে ভস্মীভূত করে। অবশেষে এটা পরকাণ্ড আঙনের আকার ধারণ করে সব কিছুকে গ্লাস করে ফেলে।

১৯ পরভু সর্বশক্তিমান খুবই করুণা হয়েছেন। তাই গোটা দেশ পুড়ে ছারখার হবে। সেই আঙনে সমস্ত লোক দগ্ধ হবে। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে সমবেদনা জানাবে না, এমন কি নিজের ভাইকেও নয়। ২০ খিদের জ্বালায় লোকরা ডান দিক থেকে কিছু খাবার ছিনিয়ে নেবে, কিন্তু তবু তারা ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। তারা বাঁদিক থেকে কিছু খাবার ছিনিয়ে নেবে, কিন্তু তবু তাদের পেট ভরবে না। তারপর পরত্বেয়কটি লোক তাদের নিজের দেহের মাংস খেতে থাকবে। ২১ এর অর্থ হল মনঃশি ইফরিয়ামকে ও ইফরিয়াম মনঃশিকে এবং তারপর উভয়ে এক সঙ্গে যিহূদাকে আক্রমণ করবে।

তবুও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পরভুর ক্রোধ মিটবে না। তিনি সেখানকার লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তখনও প্রস্তুত থাকবেন।

১০ ১ বাজে, অসৎ বিধি পূরণকারীদের দেখ। এই বিধি পূরণকারীরা এমন সব বিধি রচনা করে যা সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্ভিষহ করে তোলে। ২ এই বিধি পূরণকারীরা গরীব মানুষের প্রতি ন্যায় সঙ্গত নয়। তারা গরীব মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। তারা বিধবা এবং অনাথ ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে জিনিসপত্র চুরি করে নেওয়া অনুমোদন করে।

৩ এই বিধি পূরণকারী, তোমরা যে সব কাজ করছ সেসব কাজের কৈফিয়ৎ যখন চাওয়া হবে তখন তোমরা কি করবে? তোমাদের দূরের একটা দেশ থেকে ধ্বংস আসছে। তোমরা তখন কোথায় সাহায্যের জন্য ছুটবে? তোমাদের টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। ৪ তোমাদের একজন বন্দীর পিছনে লুকাতে হবে অথবা তোমরা একজন মৃত দেহের নীচে পড়বে। ঈশ্বর তবুও করুণা থাকবেন। তিনি তোমাদের শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন।

ঈশ্বর অশূরের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন

৫ ঈশ্বর বলেছেন, “আমি অশুরকে একটা লাঠির মতো ব্যবহার করব। কেরাধের বশে, ইসরায়েলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি অশুরকে কাজে লাগাব। ৬ যে সব লোকরা অসৎ এবং নোংরা কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি অশুরকে পাঠাবো। আমি এইসব লোকের ওপর ভীষণ করুণা, তাই আমি অশুরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেব। সে তাদের পরাজিত করে তাদের সব সম্পদ লুণ্ঠ করে নেবে। অশুর ইসরায়েলকে রাস্তায় কাদার মতো মাড়াবে।

৭ “কিন্তু অশুর বুঝতে পারবে না যে আমি তাকে কাজে লাগিয়েছি। অশুর ভাবতে পারবে না যে সে আমার অস্ত্র। সে শুধু অন্য লোকদের হত্যা করতে চাইবে। অশুর বহু দেশকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে। ৮ অশুর মনে মনে বলে, ‘আমার সব নেতারা কি রাজাদের মত নয়? ৯ কল্শা কি ককর্মীশের মতো নয়? হমাৎ কি অর্পদের মতো নয়? শমরিয়্যা কি দমেশকের মতো নয়? ১০ আমি ঐ দুই রাজ্যগুলিকে পরাজিত করেছি এবং এখন আমি ওগুলি নিয়ন্ত্রণ করছি। এইসব দেশের লোকরা যেসব মূর্তির পূজা করে তা জেরুশালেম ও শমরিয়্যার থেকে বেশী। ১১ আমি শমরিয়্যা এবং তার মূর্তিগুলির যে দশা করেছি জেরুশালেম ও তার মূর্তিগুলির দশাও তাই করব।”

১২ সিয়োন পর্বত ও জেরুশালেমে পরভু নিজের পরিকল্পনা মতো সমস্ত কাজ শেষ করার পর তিনি অশুরকে শাস্তি দেবেন। অশুরের রাজা খুবই দান্তিক হয়ে উঠবেন আর এই অহঙ্কারের ফলে তিনি অনেক অর্থহীন কু-কাজ করবেন। তাই ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেবেন।

১৩ অশুরের রাজা বলেন, “আমি খুবই জ্ঞানী। আমি আমার জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়ে বহু বড় বড় কাজ করেছি। আমি বহু জাতিকে পরাজিত করে তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠ করেছি এবং তাদের ক্রীতদাস বানিয়েছি। আমি খুবই পরতাপশালী লোক। ১৪ কোন কোন লোক যেমন পাখির বাসা থেকে অনায়াসে তাদের ডিম নিয়ে নেয়, তেমনি আমিও নিজ হাতে সব দেশের ধনসম্পদ অনায়াসে লুণ্ঠ করেছি। একটা পাখি প্রায়ই তার ডিম এবং বাসাকে একলা রেখে পালায়। তাই বাসাকে আগল দেবার জন্য বা কিচির-মিচির করে ডানা, ঠোঁট দিয়ে লড়াই করে ডিমকে রক্ষা করার জন্য কোন পাখি না থাকায় লোকে অনায়াসেই সেই ডিম নিয়ে পালায়। তেমনি গোটা পৃথিবীকে নিজের অধীনে আনার সময় আমাকে নিরস্ত করার মতো সাহস ও শক্তি কারও ছিল না।”

১৫ যে লোক কুড়ল চালায় কুড়ল কি তার থেকে নিজেকে বেশী শেরষ্ঠ বলে মনে করে? একটা কব্রাত কি কব্রাত চালকের থেকে নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করে? কিন্তু অশুর মনে করে সে ঈশ্বরের চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন লোক লাঠি দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়ার পর লাঠি নিজেকে লোকটির চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান মনে করলে যেমন হয়, অশুরের ভাবনাও অনেকটা সে রকমই। ১৬ অশুর নিজেকে মহান মনে করে। তাই তার দস্তকে খর্ব করার জন্য পরভু সর্বশক্তিমান অশুরের বিরুদ্ধে ভয়ানক রোগ পাঠাবেন। একজন অসুস্থ যেমন করে তার ওজন হারায় ঠিক সেই ভাবে অশুরও তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি

হারাবেন। তখন অশুরের মহত্ব ধ্বংস হবে। যতক্ষণ না সবকিছু বিনষ্ট হয় ততক্ষণ এটা একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো থাকবে।^{১৭} ইসরায়েলের আলো (ঈশ্বর) হবে আগুনের মতো। পবিত্র একজনটি হবেন আগুনের শিখার মতো। তিনি ইসরায়েলের আগাছা ও কাঁটারোপকে এক দিনে পুড়িয়ে দেবেন।^{১৮} তারপর আগুন আরও ব্যাপক হয়ে দুরাক্ষেপ্ত এবং বড় বড় গাছকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। অবশেষে লোকজন সমেত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অশুর রাজ্য পুরায় ধ্বংসস্থাপে পরিণত হবে। অশুরের অবস্থা হবে পচা মোটা কাঠের টুকরোর মতো।^{১৯} বনের অবশিষ্ট গাছের সংখ্যা এত কমে যাবে যে একটা ছোট শিশুর পক্ষেও তা গুণতে অসুবিধা হবে না।

^{২০} সেই সময় ইসরায়েলের অবশিষ্টাংশ এবং যাকোব পরিবারের বেঁচে যাওয়া লোকরা তাদের অত্যাচারীদের ওপর আর নির্ভর করবে না। তারা ইসরায়েলের পবিত্রতম পুরভুর ওপর যথার্থভাবে নির্ভর করতে শিখবে।^{২১} যাকোব পরিবারের জীবিত লোকরা আবার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।

^{২২} হে ইসরায়েল, তোমার লোকের সংখ্যা বিশাল। অনেকটা সমুদ্রের বালুকণার মতো। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই বেঁচে থাকবে এবং তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু প্রথমে, তোমাদের দেশটি ধ্বংস হবে। ঈশ্বরের ঘোষণা করেছে যে তিনি তোমাদের দেশ ধ্বংস করবেন। তারপর ভূখণ্ডটির ওপর প্লাবনের মতো সুবিচার চলে আসবে।^{২৩} আমার গুরু, প্রভু সর্বশক্তিমান নিশ্চিতভাবেই দেশকে ধ্বংস করবেন।

^{২৪} অতএব আমার প্রভু, সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান বলেন, “সিয়োন নিবাসী আমার লোকরা তোমরা অশুরকে ভয় পেও না। অতীতে যেমন মিশর করেছিল তেমনি ভাবে অশুরও তোমাদের প্রহার করবে। এটা ঠিক যেন অশুর তোমাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করছে।^{২৫} কিন্তু অল্প সময় পরে আমার রাগ পড়ে যাবে। মনে হবে যে অশুর তোমাদের যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে। তাই আর শাস্তির দরকার নেই।”

^{২৬} তারপর প্রভু সর্বশক্তিমান অশুরকে চাবুক দিয়ে মারবেন যেমন প্রভু অতীতে, রাখেন শৈলে মিদিয়নকে পরাজিত করেছিলেন। যখন প্রভু অশুরকে আক্রমণ করবেন তখন একই রকম ঘটনা ঘটবে। প্রভু একদা লাঠিকে সমুদ্রের ওপর তুলে ধরে তার লোকদের মিশরের হাত থেকে রক্ষা করে মিশরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এটা সে রকমই হবে যখন প্রভু তার লোকদের অশুরের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

^{২৭} একটা দীর্ঘ কাঠের দণ্ড কাঁধে বইলে যে কষ্ট হয় অশুর তোমাদের জন্য সে রকম অসুবিধার সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সেই কাঠের দণ্ড তোমার কাঁধ থেকে সরে যাবে। ঐ কাঠের দণ্ড তোমার ঈশ্বরের শক্তিতে ভেঙে যাবে।

অশুরের সৈন্যদল ইসরায়েল আক্রমণ করবে

^{২৮} সেনাবাহিনী অয়াতের কাছে প্রবেশ করবে। তারা মিশর গাছ হেঁটে পেরিয়ে আসবে। মিকমসে সেনারা রসদ রাখবে।^{২৯} সেনারা (মাবারা) “ক্রসিং” দিয়ে নদী পার হবে। তারা জেরুশালেমের উত্তরের শহর গেবাতে রাত কাটাবে। রামা শহর ভয়ে কাঁপবে। শৌলের গিবিয়াতে লোকরা ভয়ে পালাবে।

^{৩০} ওহে বাথগল্লীম তুমি চিৎকার কর! লয়িশা শোন। অনাখোৎ উত্তর দাও।^{৩১} মদোনার লোকরা পালাচ্ছে। গেবীমের লোকরা লুকোচ্ছে।^{৩২} আজকে, সেনারা নোবেতে থামবে এবং জেরুশালেমের সিয়োন পর্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পরস্তুত হবে।

^{৩৩} দেখ, আমাদের প্রভু, সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান বিরাট বৃক্ষটি (অশুর) আতঙ্ক দিয়ে কেটে ফেলবেন। গুরুত্বপূর্ণ লোক কাটা পড়বে এবং গর্বিত লোকদের বিনীত করা হবে।^{৩৪} প্রভু কুঠার দিয়ে বন কেটে ফেলবেন এবং লিবানোনের বড় বড় বৃক্ষগুলির গুরুত্বপূর্ণ লোকদের পতন হবে।

শান্তিরাজ আসছেন

১১ ^১ একটি ছোট গাছ (শিশু) বিশায়ের গোড়া (পরিবার) থেকে বাড়বে। ঐ শাখাটি বিশায়ের শিকড়গুলি থেকে বাড়বে।^২ আর প্রভুর আত্মা এই বালকটির ওপরে ভর করবে। এই আত্মা বালকটিকে জ্ঞান, বুদ্ধি, পথনির্দেশ এবং শক্তি দেবে। এই আত্মা বালকটিকে প্রভুকে জানার এবং তাঁকে সম্মান করার শিক্ষা দেবে।^৩ প্রভুর প্রতি সমীহ দ্বারা বালকটি অনুপ্রাণিত হবে।

সে বাইরের চেহারা দিয়ে কোন কিছু বিচার করবে না। কোন কিছু শোনার ভিত্তিতে সে রায় দেবে না।^{৪-৫} সে সত্যতা ও ধার্মিকতার সঙ্গে দীন-দরিদ্রদের বিচার করবে। সে ন্যায়ের সঙ্গে দেশের দীনহীনদের বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি করবে। যদি সে কোন লোককে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তার আদেশমতো ঐ লোকটিকে শাস্তি পেতেই হবে। যদি সে লোকদের মৃত্যুর আদেশ দেয় তাহলে তাদের হত্যা করা হবে। সুবিচার, ধার্মিকতাই এই শক্তির অন্যতম উৎস। এই গুণগুলি তাঁর কোমরের বন্ধনীর মতো হবে।

^৬ সে সময় নেকড়ে বাঘ এবং মেঘশাবক এক সঙ্গে শান্তিতে বাস করবে। বাঘ এবং ছাগল ছানা এক সঙ্গে শান্তিতে শুয়ে থাকবে। বাছুর, সিংহ এবং ঘাঁড় একসঙ্গে শান্তিতে বাস করবে। এবং একটা ছোট শিশু তাদের চালনা করবে।^৭ গরু এবং ভাল্লুক

একসঙ্গে শান্তিতে বাস করবে। তাদের সমস্ত শাবকরাও একসঙ্গে বাস করবে। কেউ কারো অনিষ্ট করবে না। সিংহ গরুর মতো খড় খাবে। এমনকি সাপও মানুষকে দংশন করবে না।^৮ একটা শিশুও নির্ভয়ে কেউটে সাপের গর্তের ওপর খেলা করতে পারবে। বিষাক্ত সাপের গর্তের মধ্যেও সে নির্দ্বিধায় হাত দিতে পারবে।

^৯ এইসব বিষয়গুলি আসলে প্ৰমাণ করে কেউ কারও কোন ক্ষতি না করে পরস্পর শান্তিতে বাস করবে। লোকরা আমার পবিত্র পর্বতের কোন অংশে হিংসা কিংবা ধ্বংসের আশ্রয় নেবে না। কারণ এইসব লোকরা যথার্থভাবে প্ৰভুকে চেনে ও জানে। ভরা সমুদ্রের জলের মতো প্ৰভু বিষয়ক অগাধ জ্ঞানে তারা পরিপূর্ণ থাকবে।

^{১০} সে সময় যিশায়ের পরিবারবর্গ থেকে একজন বিশেষ ব্যক্তি থাকবেন। এই ব্যক্তি লোকের পতাকা স্বরূপ হবেন। এই “পতাকা” সকল দেশকে তাঁর চারপাশে আসার জন্য পথ দেখাবে। সব দেশ তাঁর কাছে তাঁদের করণীয় কর্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাইবে এবং তাঁর বিশ্রামস্থল মহিমামণ্ডিত হবে।

^{১১} সেদিন প্ৰভু (ঈশ্বর) তাঁর লোকদের অবশিষ্ট অংশকে মুক্ত করে আনতে দ্বিতীয় বারের জন্য হস্তক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ তিনি অশূর, মিশর, পথেয়াথ, এলম, বাবিল, হমাৎ এবং সমুদ্রের চতুর্দিকের সমস্ত উপত্যকা থেকে অবশিষ্ট লোকদের আনবেন।) ^{১২} আর তিনি সমস্ত লোকদের জন্য “পতাকা” তুলবেন। ইসরায়েল ও যিহূদা থেকে বিতাড়িত লোক যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছিন্নমূলের মতো বাস করছিল তাদের তিনি একত্রিত করবেন।

^{১৩} এই সময় ইফরয়িমের (ইসরায়েলের) ঈর্ষা দূর হবে। ইফরয়িম আর যিহূদাকে ঈর্ষা করবে না। যিহূদার আর কোন শত্রু থাকবে না। এবং যিহূদা ইফরয়িমের অসুবিধার কারণ হবে না। ^{১৪} কিন্তু ইফরয়িম এবং যিহূদা একসঙ্গে পলেস্তীয়দের আক্রমণ করবে। কোন ছোট পুরাণীর ওপর দুটি পাখি এক সঙ্গে ছৌঁ মারলে যেমন হয় তাদের আক্রমণ অনেকটা সে রকম হবে। দুটি দেশ এক সঙ্গে পূর্বের দেশ থেকে ধনসম্পদ লুণ্ঠ করবে। ইফরয়িম এবং যিহূদা ইদোম, মোয়াব এবং অম্মোনের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করবে।

^{১৫} প্ৰভু মিশরের উপসাগরকে শুকিয়ে ফেলবেন এবং ধ্বংস করে ফেলবেন। তিনি ফরাৎ নদীর ওপর তাঁর হাত আন্দোলিত করবেন এবং ফরাৎ সাতটা ছোট ছোট নদীতে বিভক্ত হবে। এই ছোট ছোট নদীগুলি গভীর হবে না। লোকরা অনায়াসেই জুতো পরে নদীগুলির ওপর দিয়ে হেঁটে পার হতে পারবে। ^{১৬} আর মিশর দেশ থেকে ইসরায়েল বেরিয়ে আসার সময় যেমন তার জন্য পথের সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি অশুরে জীবিত থাকা তাঁর লোকদের অশুর ত্যাগের জন্য ঈশ্বর একটি নতুন পথের সৃষ্টি করবেন।

ঈশ্বরের প্ৰশংসামুখর গান

^১ আর সেদিন তুমি বলবে:
১২ “হে প্ৰভু আমি তোমার প্ৰশংসা করি!
 তুমি আমার প্ৰতি করুণা ছিলে।
 কিন্তু এখন আর আমার প্ৰতি করুণা থেকে না!
 আমার প্ৰতি তোমার ভালোবাসা প্ৰদর্শন কর।
^২ ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেন।
 আমি তাকে বিশ্বাস করি।
 আমি ভয় পাই না, তিনি আমাকে রক্ষা করেন।
 প্ৰভু যিহোবা আমার শক্তিও বটে।
 তিনি আমাকে রক্ষা করেন এবং আমি তাঁর প্ৰশংসার গান গাই।”
^৩ পরিত্রাণের ঝর্ণা থেকে তোমরা জল তুলবে
 এবং তারপর তোমরা আনন্দিত হবে।
^৪ তারপর তুমি বলবে, “প্ৰভুর প্ৰশংসা কর!
 তাঁর নাম উপাসনা কর!
 সমস্ত দেশে তাঁর কর্মের কথা বিদিত করে দাও।
 ঘোষণা কর যে তাঁর নাম মহান!”
^৫ প্ৰভুর প্ৰশংসার গান গাও!
 কেন না, তিনি মহান কাজ করেছেন।
 এই খবর পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও।
 পৃথিবীর সব মানুষ তা জানুক।
^৬ হে সিয়োনবাসীগণ, উচ্চস্বরে ঈশ্বরের স্তুতগান কর।
 ইসরায়েলের পবিত্রতম ঈশ্বর অত্যন্ত স্কিরয়ভাবে তোমার সঙ্গে আছেন।

তাই সকলে খুশী হও।

বাবিলের প্ৰতি ঈশ্বরের বার্তা

১৩ ^১আমাদের পুত্র যিশাইয় ঈশ্বরের কাছ থেকে বাবিল বিষয়ক এই দুঃখজনক বার্তা পান।
^২ ঈশ্বরের বললেন, “তোমরা বৃক্ষশূন্য পর্বতের ওপরে পতাকা তোল।

লোকদের হাত নেড়ে চিৎকার করে ডাক।
 তাদের বল, গুরুত্বপূর্ণ লোকদের জন্য যে প্ৰবেশপথ
 সেই পথ দিয়ে প্ৰবেশ করতে।”

^৩ ঈশ্বরের বললেন, “আমি ঐসব লোকদের অন্যান্যদের থেকে আলাদা করেছি
 এবং তাদের বিষয়ে আমি নিজে আদেশ দিয়েছি।
 আমি করুদ্ধ।

আমি লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার শক্তিশালী যোদ্ধাদের একত্র করেছি,
 যারা আমার গর্ব ও আনন্দ।

^৪ “পর্বতগুলোতে একটা বিরাট শব্দ আছে, সেই শব্দটি শোন!

এটা পর্বতমালায় বহু জনসমাগমের শব্দ।

অনেক রাজ্যের লোকরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছে।

প্ৰভু সর্বশক্তিমান তাঁর সেনাবাহিনীকে ডাকছেন।

^৫ প্ৰভু এবং তার সেনাদল আসছে।

দূর দেশ থেকে তারা আসছে, দিগন্তের ওপার থেকে।

প্ৰভু তাঁর কেরাধ প্ৰদর্শন করতে সেনাদলকে অশ্বেত্তরর মতো ব্যবহার করবেন,
 এই সেনাদল গোটা দেশকে ধ্বংস করবে।”

^৬ হাহাকার কর, নিজেদের জন্য দুঃখ কর। কেননা প্ৰভুর বিশেষ দিন আগত প্ৰায়। সেই সময়ে আসছে যখন শতরূরা তোমার সম্পদ লুণ্ঠ করবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্বয়ং তা ঘটাবেন। ^৭ লোকরা তাদের সাহস হারাতে। ভয় মানুষকে দুর্বল করবে। ^৮ প্ৰতিটি মানুষই ভয় পাবে। এই ভয় মহিলাদের প্ৰসব বেদনার মতো তাদের কষ্ট দেবে। তাদের মুখ হবে অগ্নিবর্ণ। লোকে একে অপরের দিকে ভয়ান্ত চোখে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে।

বাবিলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার

^৯ দেখ, প্ৰভুর বিশেষ দিন আসছে। এই দিন হবে ভয়ঙ্কর। ঈশ্বরের ক্ৰোধে গোটা দেশকে ধ্বংস করবেন। ঈশ্বরের এই দেশের সমস্ত পাপী লোকদের ধ্বংস করবেন। ^{১০} সেই দিন আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। সূর্য, চাঁদ এবং তারারা কিরণ দেবে না।

^{১১} ঈশ্বরের বললেন, “আমি পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাব। আমি দুই লোকদের তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেব। আমি অহঙ্কারী লোকদের তাদের দৰ্প হারিয়ে দেব। আমি নিষ্ঠুর লোকদের গর্ব চূর্ণ করে দেব। ^{১২} শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন লোক বেঁচে থাকবে। এদের সংখ্যা এত নগন্য হবে যে তা সোনা খোঁজার মতোই কঠিন। এবং এইসব লোকেরা খাঁটি সোনার থেকেও অনেক বেশী দামী। ^{১৩} ক্ৰোধে আমি আকাশমণ্ডলকে কম্পিত করব। এর ফলে পৃথিবী টলে গিয়ে স্থান ভরুট হবে।”

যেদিন প্ৰভু সর্বশক্তিমান তাঁর কেরাধের বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাবেন সেদিন এসব ঘটনা ঘটবে। ^{১৪} তখন বাবিল থেকে লোকরা আহত হরিণের মতো, মেঘপালকবিহীন মেঘের মতো নিজ নিজ দেশের দিকে ছুটে পালাবে। ^{১৫} কিন্তু শতরূরা বাবিলের লোকদের তাড়া করবে এবং যে ধরা পড়বে তাকেই তারা তরবারি দিয়ে হত্যা করবে। ^{১৬} তাদের বাড়িগুলি লুণ্ঠিত হবে। তাদের স্ত্রীরা ধর্ষিত হবে। আর তাদের চোখের সামনেই তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হবে।

^{১৭} ঈশ্বরের বললেন, “দেখ আমি মাদীয়দের সেনা দ্বারা বাবিলকে আক্রমণ করাব। রূপো ও সোনা দেওয়া হলেও মাদীয়র সেনারা লড়াই খামাবে না। ^{১৮} তীরন্দাজরা যুবকদের হত্যা করবে। শিশুদের তারা ক্ষমা করবে না। তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্ৰতিও করুণা করবে না। ^{১৯} ঈশ্বরের বাবিলকে ধ্বংস করবেন ঠিক যে ভাবে তিনি সদোম ও গমোরাকে ধ্বংস করেছিলেন।

“যদিও বাবিল হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর রাজ্য এবং সেখানকার নাগরিকদের গর্বস্বরূপ ^{২০} কিন্তু বাবিল আর সুন্দর থাকবে না। ভবিষ্যতে লোক সেখানে বাস করবে না। আরবীও সে স্থানে তাঁর ফেলবে না। মেঘপালকরা সেখানে মেঘ চরাবে না। ^{২১} শুধুমাত্র মরুভূমির হিংস্র বন্য জন্তু জানোয়াররাই সেখানে বাস করবে। বাবিলের বাড়িতে কোন লোক বাস করবে না। সেখানে বন্য জন্তুরা শুয়ে থাকবে। বন্য ছাগলরা খেলা করবে। পৈঁচা এবং বড় বড় পাখিতে বাড়িগুলি ভর্তি হয়ে যাবে। ^{২২} বাবিলের সুন্দর

পুরাসাদোপম মনোরম বাড়িগুলিতে বন্য কুকুর এবং নেকড়েরা চিৎকার করতে থাকবে। বাবিলকে ধ্বংস করা হবে। বাবিলের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। বাবিলের দিন আর বাড়ানো হবে না।”

ইস্রায়েলের লোকরা স্বদেশে ফিরবে

১৪ ^১ ভবিষ্যতে পূরভু যাকোবকে পুনরায় করুণা করবেন। পূরভু আবার একবার ইস্রায়েলের লোকদের বেছে নেবেন এবং তাদের দেশ তাদের ফিরিয়ে দেবেন। তখন বিদেশী লোকরা যাকোবের পরিবারবর্গের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং তারা একই পরিবারের লোক যাকোবের বংশোদ্ভূত বলে পরিগণিত হবে। ^২ ঐ জাতির লোকরা ইস্রায়েলীয়দের ইস্রায়েলে ফিরিয়ে আনবে। ঐ জাতির লোকরা ইস্রায়েলের দাসে পরিণত হবে। তখন ইস্রায়েলকে যারা দখল করেছিল, ইস্রায়েল তাদের দখল করবে এবং যারা তাদের অত্যাচার করেছিল তাদের শাসন করবে। ^৩ পূরভু তোমাদের কঠোর পরিশ্রম দূর করে তোমাদের আরামের ব্যবস্থা করবেন। অতীতে তোমরা দাস ছিলে। লোকরা তোমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু পূরভু তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের অবসান ঘটাবেন।

বাবিলের রাজা সম্পর্কে একটি গান

^৪ সেদিন তোমরা বাবিলের রাজা সম্পর্কে এই গানটি গাইতে শুরু করবে। গানটি হল:

রাজা তাঁর শাসনকালে অত্যন্ত জঘন্য ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু তাঁর শাসনকাল এখন শেষ হয়ে গেল।

^৫ পূরভু দুই শাসকদের রাজদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন।

পূরভু তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।

^৬ বাবিলের রাজা কেঁরাধে তাঁর পূরজাদের মারধর করতেন।

তিনি কখনোই তাঁর পূরজাদের মারধর থেকে রেহাই দেননি।

তিনি কেঁরাধে পূরজাদের শাসন করেছেন।

তিনি পূরজাদের আঘাত না করে ক্ষান্ত থাকেন নি।

^৭ কিন্তু এখন গোটা দেশ শান্ত ও সুস্থির হয়েছে।

সকলে আনন্দ করতে শুরু করেছে।

^৮ তুমি একজন শয়তান রাজা ছিলে।

কিন্তু তোমার শাসন শেষ হয়েছে।

এমন কি দেবদারু ও লিবানোনের এরস বৃক্ষরাও

তোমার পতনে খুশী।

এই গাছরা বলে, “রাজা আমাদের কেটে ফেলত।

কিন্তু রাজার পতন হয়েছে।

সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না।”

^৯ পাতাল তোমার আগমনে বিচলিত হচ্ছে।

পাতাল পৃথিবীর সমস্ত পূরধানদের পেরতাত্মাদের তোমার জন্ম জাগিয়ে তুলছে।

পাতাল রাজাদের তাদের সিংহাসন থেকে দাঁড় করাচ্ছে এবং তারা তোমার আগমনের জন্ম প্রস্তুত।

^{১০} এইসব নেতারা তোমার সঙ্গে মজা করবে।

তারা বলবে, “তুমি এখন আমাদের মতোই একটি মৃতদেহ।

তুমি ঠিক আমাদের মতোই।”

^{১১} তোমার দন্ত, তোমার অহঙ্কার পাতালে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তোমার বীণার সুর তোমার সেই গর্বিত আত্মার আগমন ঘোষণা করছে।

পোকামাকড় তোমার দেহকে কুরে কুরে খাবে।

তুমি তাদের ওপর বিছানার মতো শুয়ে থাকবে।

কুমিরা তোমার দেহকে কম্বলের মতো ঢেকে রাখবে।

^{১২} তুমি সকালের তারার মতো ছিলে।

কিন্তু এখন তোমার আকাশ থেকে পতন হয়েছে।

একদা পৃথিবীর সমস্ত জাতি তোমার সামনে মাথা নত করেছে।

কিন্তু এখন তোমাকে কেটে ফেলা হয়েছে।

১৩ তুমি সর্বদা নিজেকে বলতে: “আমি হব পরাৎপরের মতো।

আমি স্বর্গারোহণ করব।

ঈশ্বরের নক্ষত্রমণ্ডলীর উর্দ্ধে আমার সিংহাসন উন্নীত করব।

আমি পবিত্র দেবতাদের সমাগম পর্বতে অধিষ্ঠান করব এবং ঐ পর্বতের ওপর দেবতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে।

১৪ আমি মেঘের বেদীতে উঠব।

আমি পরাৎপরের তুল্য হব।”

১৫ কিন্তু সেটা ঘটেনি।

তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারো নি।

তোমাকে সমাধিস্থলের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করা হয়েছে।

১৬ লোকরা তোমাকে দেখে তোমার কথা ভাববে এবং দেখবে তুমি শুধুই একটা মৃতদেহ।

তারা দেখবে যে তুমি একটি শবদেহের চেয়ে বেশী কিছু নও এবং বলবে,

“এ-ই কি সেই একই ব্যক্তি যে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের পুরচণ্ড ভয়ের কারণ ছিল?

১৭ এ কি সেই ব্যক্তি যে নগরের পর নগর ধ্বংস করে তাকে মরুভূমিতে পরিণত করত?

এ কি সেই ব্যক্তি যে যুদ্ধবন্দী লোকদের বাড়ি ফিরতে দিত না?”

১৮ পৃথিবীর সব রাজা সসন্মানে মারা গেছেন।

প্রত্যেক রাজারই নিজস্ব সমাধি রয়েছে।

১৯ কিন্তু তোমার মতো অত্যাচারী রাজাকে কবরও প্রত্যাখ্যান করেছে।

তোমার অবস্থা এখন গাছের কাটা ডালের মতো।

গাছের ডালকে কেটে যেমন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় তেমনি তুমিও নিজ কবরস্থান থেকে দূরে নিষ্কিণ্ড হয়েছে।

তুমি যুদ্ধে নিহত সেইসব ব্যক্তির শরীর দিয়ে ঢাকা যারা গর্তের মধ্যে পাথরের মত গড়িয়ে যায়।

তুমি সেই মৃতদেহের মত যাকে মাড়িয়ে যাওয়া হয়।

২০ অনেক রাজা মারা গিয়েছে এবং তাদের নিজস্ব কবর রয়েছে।

কিন্তু তুমি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো না।

কারণ তুমি তোমার নিজের দেশকেই ধ্বংস করেছ।

তুমি তোমার প্রজাদের হত্যা করেছ।

তোমার ছেলেমেয়েরা তোমার মতো ধ্বংসকার্য চালিয়ে যাবে না, তাদের বিরত করা হবে।

২১ তোমরা তার ছেলেমেয়েদের হত্যার জন্য নিজেদের পরস্পর কর।

তাদের হত্যা কর কারণ তাদের পিতা দোষী।

তার ছেলেমেয়েরা আর কখনোই দেশের শাসন কর্তৃত্ব হাতে নিতে না পারে।

তার ছেলেমেয়েরা আবার কখনও পৃথিবীটাকে তাদের নিজেদের শহরে ভরিয়ে ফেলতে পারবেনা।

২২ পরভূ সর্বশক্তিমান বললেন, “আমি বিখ্যাত শহর বাবিলের খ্যাতিকে শেষ করব। আমি এখানকার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আমি বাবিলের সমস্ত লোককে ধ্বংস করব। আমি তাদের ছেলেমেয়েদের, তাদের পৌত্র-পৌত্রীদের এবং তাদের পূর্বপৌত্র-পৌত্রীদের ধ্বংস করব।” পরভূ নিজে একথাগুলি বলেছেন।

২৩ পরভূ বললেন, “আমি বাবিলকে পশুদের (অবাধ) বিচরণ ভূমিতে পরিণত করব। এই দেশ (শহর) জলাভূমিতে পরিণত হবে। আমি ‘ধ্বংসের ঝাঁটা’ দিয়ে বাবিলকে বিদায় করব।” পরভূ সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বললেন।

ঈশ্বর অশূরকেও শাস্তি দেবেন

২৪ পরভূ সর্বশক্তিমান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, “আমি শপথ করছি যে এইসব ঘটনাগুলি আমার ভাবনা, পরিকল্পনা এবং সঙ্কল্প মতো ঘটবেই। ২৫ আমি আমার দেশে অশূর রাজাকে ধ্বংস করব। আমি আমার পর্বতগুলোর ওপরে ঐ রাজার ওপর দিয়ে হেঁটে যাব। এই রাজাটি আমার লোকদের দাসে পরিণত করেছিল। সে তাদের দিয়ে ভারী বোঝা বহন করিয়েছে। এই ভার সরিয়ে ফেলা হবে। ২৬ পৃথিবীব্যাপী আমার সমস্ত লোকদের আমি এগুলি করার পরিকল্পনা করেছি। সমস্ত দেশকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি আমার ক্ষমতাকে কাজে লাগাব।”

২৭ পরভূ যখন কোন পরিকল্পনা করেন তখন কারণ পক্ষেই তা ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। যখন পরভূ লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর হাত তোলেন তখন কারণ পক্ষেই তাঁকে থামানো সম্ভব নয়।

পলেষ্টীয়র প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

২৮ যে বছর আহস রাজার মৃত্যু হয় সে বছর এই বার্তা পুরদান করা হয়েছিল।

২৯ হে পলেষ্টীয়, যে রাজা তোমাদের ওপর অত্যাচার করত সে মারা যাওয়ায় তোমরা খুবই খুশী হয়েছ। কিন্তু তোমরা সত্যি সত্যিই আনন্দিত হয়ো না। এটা সত্যি যে তার শাসনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু এরপর রাজার পুত্র শাসন করবে। এবং এটা কোন সাপের আরও বিষাক্ত সাপের জন্ম দেওয়ার মতো ব্যাপার। এই নতুন রাজা তোমাদের কাছে একটি অতি বেগবান এবং ভয়ঙ্কর সাপের মতো হবে।^{৩০} তবে আমার দীনহীন লোকরা নিরাপদে খেতে পারবে, ঘুমাতে পারবে এবং নিজেদের নিরাপদ মনে করবে। তাদের ছেলেমেয়েরা নিরাপদে থাকবে। আমার দরিদ্র লোকরা শুতে পারবে এবং নিজেদের নিরাপদ ভাবেতে পারবে। কিন্তু আমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা তোমার পরিবারকে হত্যা করব এবং তোমার অবশিষ্ট সমস্ত লোক মারা যাবে।

৩০ হে পুরদবারবাসী তোমরা কাঁদ!

হে পুরবাসী তোমরা বিলাপ কর!

হে পলেষ্টীয়বাসী তোমরা ভয় পাবে।

তোমাদের সাহস গরম মোমের মতো গলে যাবে।

দেখ, ধোঁয়া উত্তরের দিক থেকে আসছে!

অশুর থেকে শক্তিশালী সেনাবাহিনী আসছে।

৩১ এই সেনারা তাদের দেশে বার্তাবাহক পাঠাবে।

এই বার্তাবাহকরা তাদের লোকদের কি বলবে?

তারা ঘোষণা করবে: “পলেষ্টীয় পরাজিত হয়েছে।

কিন্তু পরভু সিয়োনকে শক্তিশালী করেছেন,

এবং তার দীন দরিদ্র লোকরা নিরাপদে সেখানে আশ্রয় নেবে।”

মোয়াব বিষয়ক ঈশ্বরের বার্তা

১৫^১ এটা মোয়াব সম্পর্কে একটি বার্তা:

এক দিন রাতে মোয়াবের আর নগর থেকে সেনারা সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠ করল।

ঐ রাতেই নগরটিকে ধ্বংস করা হল।

এক দিন রাতে সেনারা মোয়াবের কীর নগর লুণ্ঠ করল।

ঐদিন রাতেই নগরটিকে ধ্বংস করা হল।

২ রাজার পরিবার এবং দীবন শহরের লোকরা কান্নাকাটি করার জন্য উচ্চ স্থানে যাচ্ছে।

মোয়াবের লোকরা নবো ও মেদবা শহরের জন্য কাঁদছে।

সকলে তাদের শোকপ্রকাশের জন্য তাদের মাথা ও দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে।

৩ বাড়ির ছাদ থেকে রাস্তাঘাট পর্যন্ত

সর্বত্রই মোয়াবের লোকরা

শোকের পোশাক পরে কান্নাকাটি করছে।

৪ হিশ্বোন ও ইলিয়ালী শহরের লোকরা এত জোরে কান্নাকাটি করছে যে,

সুদূর যহস পর্যন্ত তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এমনকি সেনারাও আকস্মিক ভয় পেয়ে গিয়েছে।

তারা ভয়ে কাঁপছে।

৫ মোয়াবের দুঃখে আমার হৃদয় ব্যথিত।

লোকরা নিরাপত্তার জন্য ছুটেছে।

তারা সোয়র, ইয়ত্ত-শলিশীয় পর্যন্ত যাচ্ছে।

তারা লুহীতের পার্বত্যময় পথ ধরে ওঠার সময়

বিশ্রীভাবে চিৎকার করে কাঁদছে।

হোরোগিয়মের পথে হাঁটার সময়

লোকরা চিৎকার করে কাঁদছে।

৬ কিন্তু নিমরীমের ক্ষুদ্র নদী মরুভূমির মতো শুকিয়ে গিয়েছে।

সমস্ত ছোট গাছপালা শুকিয়ে গিয়েছে।

কোন কিছুই আর সবুজ নেই।

৭ তাই, মোয়াব ত্যাগ করার আগে লোকরা তাদের নিজ নিজ জিনিসপত্র সংগ্রহ করে জড় করছে

এবং উইলো কিরক এর ওপারে নিয়ে যাচ্ছে।

৮ মোয়াবের সর্বত্রই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

ইয়ুয়িম এবং বের্-এলীম শহরের লোকরা কাঁদছে।

৯ দীমোনের জল রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

এবং আমি দীমোনের জন্ম আরো দুঃখ আনব।

মোয়াবের খুব অল্পসংখ্যক লোক শতরুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এইসব লোকদের ভক্ষণ করার জন্ম আমি অনেক সিংহ পাঠাব।

১৬ ১ হে লোকরা, দেশের শাসকের জন্ম তোমরা একটি উপহার পাঠাও। সেলা থেকে একটি মেঘশাবক মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সিয়োন কন্যা পর্বতের কাছে পাঠিয়ে দাও।

২ মোয়াবের মেয়েরা অর্ণোন নদী পার হওয়ার চেষ্টা করছে।

তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সাহায্যের জন্য ছুটছে।

তাদের অবস্থা যেন নীড় ভেঙে হারিয়ে যাওয়া ছোট পাখির মতো।

৩ তারা বলছে, “আমাদের সাহায্য কর,

বলে দাও আমরা এখন কি করব!

যেমন করে ছায়া মধ্যাহ্নের গনগনে সূর্য থেকে আমাদের রক্ষা করে,

তেমনি পুরভু শতরুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।

আমরা শতরুদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছি।

আমাদের আড়াল কর।

আমাদের শতরুদের হাতে তুলে দিও না।

৪ মোয়াবের লোকদের জোর করে বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে।

তাই তাদের তোমাদের দেশে বাস করতে দাও।

শতরুদের চোখ থেকে তাদের লুকিয়ে রাখো।”

লুঠতরাজ বন্ধ হবে, শতরুরা পরাস্ত হবে।

অত্যাচারী লোকরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

৫ তারপর দায়ুদের পরিবার থেকে

একজন নতুন রাজা আসবেন।

তিনি বিশ্বস্ত, দয়ালু এবং পেরমিক হবেন।

এই রাজা ন্যায্য বিচার করবেন।

যা কিছু ভাল এবং সঠিক সে সব কাজ তিনি তাড়াতাড়ি করবেন।

৬ আমরা মোয়াববাসীদের অহঙ্কার এবং দাস্তিকতার কথা শুনেছি।

তারা অহঙ্কারী এবং হিংস্র।

তারা দস্ত করে,

কিন্তু তাদের দস্তগুলি শুধুই কতগুলি ফাঁকা বুলি।

৭ এই অহঙ্কারের জন্ম গোটা মোয়াব দেশ ভুগবে।

মোয়াবের সমস্ত লোক হাহাকার করবে।

তারা দুঃখিত হবে এবং অতীতে তাদের যা যা ছিল তারা তা ফিরে পেতে চাইবে।

৮ হিশবোনের ক্ষেত ও সিবমার দরাক্ষাক্ষেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বিদেশী শাসকরা তাদের সব দরাক্ষাগাছ কেটে ফেলেছে।

সুদূর যাসের শহর পর্যন্ত এমনকি মরুভূমির ভেতর পর্যন্ত তাদের দরাক্ষা বাগান ছড়িয়ে থাকত।

তাদের শাখাগুলি একেবারে সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত।

৯ আমি যাসের এবং সিবমার লোকদের সঙ্গে কাঁদব

কারণ দরাক্ষা ক্ষেতগুলি ধ্বংস করা হয়েছে।

আমি হিশবোন এবং ইলিয়ালীর লোকদের সঙ্গে কাঁদব

কারণ কোন শস্য সংগ্রহ হবে না।

কোন গরীমকালীন ফসল উঠবে না।
 তাই কোন আনন্দ উল্লাস হবে না।
 ১০ কারমেলে কোন আনন্দ গান হবে না।
 শস্য সংগ্রহের সময়কার আনন্দের আমি পরিসমাপ্তি ঘটাব।
 দরাকারস তৈরীর জন্য যে সমস্ত দরাক্ষা তৈরি হয়ে আছে
 তা সব নষ্ট হয়ে যাবে।
 ১১ তাই আমি মোয়াব এবং কীর-হেরস
 এই দুটি শহরের জন্য খুবই দুঃখিত।
 ১২ মোয়াবের লোকরা তাদের উপাসনালয়ে যাবে।

লোকরা প্রার্থনা জানানোর চেষ্টা করবে।

কিন্তু তারা তাদের পরিণাম কি হবে তা দেখতে পেয়ে এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে আর প্রার্থনা করতে পারবে না।

১৩ পরভু মোয়াব সম্পর্কে এই ঘটনাগুলির কথা বহুবার বলেছেন।^{১৪} এবং পরভু এখন বলেন, “তিন বছরের মধ্যে এই বিপুল জনসংখ্যা এবং অন্যান্য জিনিষ, যার জন্য মোয়াব গর্বিত, তার বিশেষ কিছুই অস্তিত্ব থাকবে না (ঠিক যেমন ভাড়া করা সহকারীরা সময় গোনেন)। শুধুমাত্র ক্ষীণবল গুটিকতক লোক পড়ে থাকবে।”

অরামের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বার্তা

১৭ ^১ এটা দম্বেশকের জন্য দুঃখের বার্তা। পরভু বললেন এই ঘটনাগুলি দম্বেশকে ঘটবে:
 “দম্বেশক এখন একটি শহর, কিন্তু এই শহর ধ্বংস হয়ে যাবে।

শহরে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

২ লোকরা অরোয়ের শহরগুলি ত্যাগ করে পালাবে।

এইসব খালি শহরে মেঘের পাল যেখানে সেখানে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

তাদের বিরক্ত করা বা ভয় দেখানোর কেউ থাকবে না।

৩ ইফরয়িমের দুর্গ নগরীগুলি (ইসরায়েল) ধ্বংস হয়ে যাবে।

দম্বেশকের সরকার শেষ হয়ে যাবে।

ইসরায়েলে যে ঘটনা ঘটেছে অরামে তাই ঘটবে।

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকদের অপসারণ করা হবে।^৪

পরভু সর্বশক্তিমান বললেন এই ঘটনাগুলি ঘটবে।

৪ “যাকোবের সমস্ত মহিমা অবদমিত হবে।

তার সমৃদ্ধি ক্ষয়লাভ করবে।

৫ “এ সময়টা রফায়ীম উপত্যকায় ফসল তোলায় সময়ের মতো হবে। শ্রমিকরা ক্ষেত থেকে ফসল তুলে তা এক জায়গায় জড়ো করে, তারপর তারা চারা গাছগুলি থেকে শস্যের মাথা কেটে নেয় এবং শস্য সংগ্রহ করে।

৬ “সে সময়টা জলপাই (অলিভ) সংগ্রহের কালের মতো হবে। লোকরা জলপাই গাছ থেকে জলপাই তোলে। কিন্তু কয়েকটা জলপাই সাধারণত গাছের মাথায় থেকে যায়। কিছু কিছু গাছের ডালের মাথায় চার-পাঁচটা করে জলপাই পড়ে থাকে। এখানকার শহরগুলির অবস্থাও সেরকম হবে।” পরভু সর্বশক্তিমান এই ঘটনাগুলোর কথা বললেন।

৭ সে সময়ে লোকরা তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের খোঁজ করবেন। তাদের চোখ ইসরায়েলের পবিত্রতমের দিকে চেয়ে থাকবে।

৮ লোকরা তাদের তৈরী বেদীগুলোর দিকে যাবে না। তারা তাদের আশেরার খুঁটির কাছে এবং নিজেদের হাতে তৈরী সূর্য দেবতার মূর্তির কাছে বেদীতে যাবে না।^৯ সে সময় সমস্ত দুর্গ শহর পরিত্যক্ত হবে। এ শহরগুলির অবস্থা ইসরায়েলের লোকরা আসার আগে দেশের পর্বত ও জঙ্গলের পরিত্যক্ত ভূমির মতো হবে। অতীতে ইসরায়েলের লোকদের আগমনের সময় অন্য সমস্ত লোকরা পালিয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতে এই দেশ আবার পরিত্যক্ত হবে।^{১০} কারণ তোমরা তোমাদের রক্ষাকর্তা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছ। ঈশ্বর যে তোমাদের নিরাপদ জায়গা তা তোমরা স্মরণ করছ না।

তোমরা অনেক দূরদূরান্ত থেকে খুব ভালো জাতের দরাক্ষা এনেছ। কিন্তু এগুলোকে রোপণ করলে গাছগুলো জন্মাবে না।

১১ এক দিন তোমরা তোমাদের দরাক্ষা গাছগুলোকে রোপণ করবে। এবং তাদের বড় করার চেষ্টা করবে। পরের দিন গাছগুলো বড় হতে আরম্ভ করবে। কিন্তু ফসল তোলার সময়ে তোমরা যখন দরাক্ষা তুলতে যাবে, দেখবে যে সব গাছগুলো মরে গেছে। কোন রোগ সব গাছকে মেরে ফেলবে।

১২ অনেক লোকের কান্নার রোল শোন।

তারা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো,

সমুদ্র জলোচ্ছাসের শব্দের মতো গর্জন করছে।

১৩ লোকরা এই ঢেউয়ের মতো গর্জন করবে।

কিন্তু ঈশ্বর তাদের ধমক দেবেন।

তাই তারা দূরে পালাবে।

তারা ঝড়ের সামনে ভূমির মতো কিংবা ঝড়ের মুখে ছোট শিকড়ওয়ালা গাছের মতো উড়ে যাবে।

১৪ ঐ দিন রাতে লোকরা ভয় পাবে।

সকাল হওয়ার আগেই সবাই পালিয়ে যাবে।

কোন কিছুই পড়ে থাকবে না।

তাই শত্রুরা কিছুই পাবে না।

তারা আমাদের দেশে আসবে।

কিন্তু দেশে তখন কিছুই থাকবে না।

কূশীয়দের প্রতি ঈশ্বরের বাণী

১৮ ^১ কূশীয় নদীগুলির দৈর্ঘ্য বরাবর দেশটির দিকে দেখ। দেশটি পতঙ্গ ভরে গিয়েছে। তুমি তাদের ডানার ভন ভন শব্দ শুনতে পাছ। ^২ ঐ দেশটি ভেলায় করে সমুদ্রের ওপারে বার্তাবাহক পাঠাচ্ছে।

হে দরুতগামী বার্তাবাহকগণ,

দীর্ঘকায় ও মসৃণত্বকের লোকদের কাছে যাও।

সমস্ত জায়গার লোকরা এই দীর্ঘকায় এবং মসৃণত্বকের লোকদের ভয় পায়,

তারা একটি শক্তিশালী জাতি যারা অন্য জাতিদের পরাজিত করে।

তারা একটি দেশে বাস করে যেটি নদীসমূহ দ্বারা বিভক্ত।

^৩ ঐ সব লোকদের সাবধান করে দাও যে তাদের কোন না কোন বিপদ ঘটবে।

এই দেশের লোকদের যে বিপদ ঘটবে সারা পৃথিবীর লোক তা দেখতে পাবে।

এইসব লম্বা লোকদের কপালে যা ঘটবে তা পৃথিবীর সবাই পর্বতের ওপরে পতাকা ওড়ার দৃশ্যের মতো পরিষ্কার দেখতে পাবে।

যুদ্ধের আগে শিঙা ফোঁকার শব্দের মতো পৃথিবীর সবাই পরিষ্কার ভাবে তা শুনতে পাবে।

^৪ পরভু বললেন, “যে জায়গা আমার জন্য তৈরী হয়েছে আমি সেখানে থাকব। ^৫ আমি শান্তভাবে এইসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করব। গরীমের এক মনোরম দুপুরে (যে সময়ে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় না অথচ ভোরে শিশির পড়ে।) ^৬ একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। এটি ঘটবে ফসল কাটার সময়ের আগে যখন ফুলগুলি ফুটে যাবে এবং নতুন দ্রাক্ষাগুলি মঞ্জুরীত হবে এবং বাড়তে থাকবে; কিন্তু তখন শত্রুরা এসে গাছগুলি কেটে ফেলবে ও দ্রাক্ষা লতাগুলি ছিঁড়ে ফেলবে এবং সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ^৭ দ্রাক্ষা ক্ষেতগুলি পর্বতের পাখি এবং বন্য জন্তুদের খাবার জন্য পড়ে থাকবে। গরীমকালে পাখিরা দ্রাক্ষা-লতায় বাসা বাঁধবে এবং শীতকালে বন্য জন্তুরা দ্রাক্ষা-লতা খাবে।”

^৮ তখন দীর্ঘকায় ও মসৃণত্বকের লোকরা পরভু সর্বশক্তিমানের জন্য একটি বিশেষ নৈবেদ্য নিয়ে আসবে। সমস্ত জায়গার লোকরা এই দীর্ঘকায়, মসৃণত্বকের লোকদের ভয় পায়। একটি ক্ষমতাবান জাতি যারা অন্য দেশসমূহকে পরাস্ত করে, তারা একটি দেশে বাস করে যেটি নদীসমূহ দ্বারা বিভক্ত। এই নৈবেদ্য সিয়োন পর্বতে, পরভু যেখানে অধিষ্ঠান করেন, সেখানে আনা হবে।

মিশরে ঈশ্বরের বার্তা

১৯ ^১ মিশর সম্পর্কে বার্তা: দেখো! পরভু একটা দ্রুত ধাবমান মেঘে চড়ে আসছেন। তিনি মিশরে যাবেন এবং তাঁর এই আগমনে সেখানকার মূর্তিরা ভয়ে কাঁপবে। সাধারণতঃ মিশরবাসীরা সাহসী কিন্তু পরভুর আগমনে তাদের সাহস গরম মোমের মতো গলে যাবে।

^২ ঈশ্বর বলেন: “আমি মিশরের লোকদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করাব। ভাই লড়বে ভাইয়ের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী। এক শহর অন্য শহরের বিরুদ্ধে। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে। ^৩ লোকরা বিভ্রান্ত হবে। লোকরা তাদের ভ্রান্ত দেবতা ও জ্ঞানী লোকদের দরবারে হাজির হয়ে জানতে চাইবে তাদের কি করা উচিত। লোকরা যাদুকরের কাছেও

†††১৮:৪ যে ... থাকব এটা হয়ত জেরুশালেমের মন্দিরকে উল্লেখ করছে।

জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু কারোর উপদেশই কার্যকরী হবে না।”^৪ গুরু, সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন, “মিশরকে আমি এক কঠোর প্রভুর হাতে দেব। এক শক্তিশালী রাজা লোকদের শাসন করবে।”

^৫ নীলনদ করমশঃ শুকিয়ে আসবে। সমুদ্র থেকে জল চলে যাবে।^৬ সমস্ত নদীর জল দুর্গন্ধে ভরে যাবে। মিশরের খালগুলি করমশঃ শুকিয়ে যাবে এবং জলহীন হয়ে পড়বে। সমস্ত জলজ উদ্ভিদগুলিতে পচন ধরবে।^৭ নীলনদের তীর ধরে যেসব ছোট গাছপালা আছে সেগুলো মরে যাবে এবং উড়ে যাবে। এমন কি নীলনদ যেখানে সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত, সেখানকার গাছপালাও মরে যাবে।

^৮ নীলনদ থেকে যে সমস্ত জেলেরা মাছ ধরত তারা করমশঃ বিষণ্ণ হবে এবং কাঁদবে। যারা নীলনদের ওপর জাল বিছিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত তারা দুর্বল হয়ে যাবে।^৯ যে সমস্ত মানুষ কাপড় তৈরী করে তারাও ভীষণ বিষণ্ণ। কারণ কাপড় তৈরীর প্রয়োজনীয় ফ্লাস্ক এক রকমের গাছ আর নদীর পাড়ে জন্মাচ্ছে না।^{১০} নদীর জল ধরে রাখার জন্য যারা বাঁধ তৈরী করতো, তারাও কাজ হারিয়ে বিষণ্ণ হবে।

^{১১} সোয়ান শহরের নেতারা বোকা। ফরৌণের “বিজ্ঞ পণ্ডিতরা” ভুল উপদেশ দিয়েছে। ঐ নেতারা বলেছেন যে তাঁরা জ্ঞানী ও রাজারই বংশধর। কিন্তু যতটা বিজ্ঞ বলে তাঁরা নিজেদের ভাবছেন ততটা তাঁরা নন।^{১২} মিশর, তোমার জ্ঞানী মানুষরা কোথায়? ঐ জ্ঞানী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের জানতে হবে যে সর্বশক্তিমান প্রভু মিশরের জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন। কি ঘটবে তা জেনে নিয়ে তা তাদের অন্যদের জানানো উচিত।

^{১৩} সোয়ান শহরের নেতাদের বোকা বানানো হয়েছে। নোফের নেতাদের ভ্রান্ত জিনিষ বিশ্বাস করিয়ে ঠকানো হয়েছে। তাই তারা মিশরকে ভুল পথে নিয়ে যায়।^{১৪} প্রভু, নেতাদের বিভ্রান্ত করেছেন। তারা রাস্তা ভুলেছে এবং মিশরকে ভুল পথে চালিত করেছে। নেতাদের সব কাজই ভুলে ভরা। তারা, মাটিতে তাদের বমির ওপর মাতালের মত টলল করে হেঁটে বেড়ায়।^{১৫} নেতারা মিশরের জন্য কিছুই করতে পারবে না। ঐ নেতারা হচ্ছে “মাথা এবং লেজ।” তারা হচ্ছে “গাছের মাথা এবং বৃন্তসমূহ।”

^{১৬} মিশরীয়রা সেই সময় ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েদের মতো হয়ে পড়বে। প্রভু সর্বশক্তিমানের আগমনে তারা ভয় পাবে। প্রভু লোকদের শান্তি দেওয়ার জন্য তার বাহু প্রসারিত করবেন এবং তারা ভীত হবে।^{১৭} যিহূদা হবে এমন এক জায়গা যা মিশরের সব মানুষের কাছেই আতঙ্ক স্বরূপ। মিশরের কোন মানুষ যিহূদার নাম শুনলেই সে হঠাৎই আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। প্রভু সর্বশক্তিমান এইভাবেই মিশরীয়দের শান্তি দেবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন।^{১৮} ঐ সময়, মিশরের পাঁচটি শহরের লোকেরা কনান ভাষায় (ইহুদীদের ভাষা) কথা বলবে। ঐ পাঁচটি শহরের একটি হবে “ধ্বংসের শহর।”^{১৯} শহরের লোকেরা প্রভু সর্বশক্তিমানকে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করবে।

^{২০} ঐ সময় মিশরের মাঝখানে প্রভুর এক বেদী থাকবে। প্রভুকে সন্মান দেখানোর জন্য মিশরের সীমানায় একটি স্মৃতি স্তম্ভ থাকবে।^{২১} এগুলি থাকার অর্থ সর্বশক্তিমান প্রভু কত ক্ষমতাধর তা দেখানো। প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য কেঁদে পড়লেই সাহায্য মিলবে। প্রভু লোকদের কাছে একজন ত্রাণকর্তা পাঠাবেন যে তাদের প্রতিরক্ষা করবে এবং তাদের পীড়নকারী লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করবে।

^{২২} মিশরের লোকেরা সে সময় সত্যি সত্যিই প্রভুকে জানবে। তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। লোকেরা ঈশ্বরের সেবা করবে এবং অনেক পুস্তক দেবে। তারা প্রভুর কাছে প্রতিশ্রুতি করবে এবং সেই প্রতিশ্রুতি পালন করবে।^{২৩} প্রভু মিশরের লোকদের শান্তি দেবেন এবং তারপর তাদের ক্ষমা করবেন। পরে ঐ লোকেরা প্রভুর কাছে ফিরে আসবে। প্রভু প্রত্যেকের প্রার্থনা শুনবেন এবং তাদের ক্ষমা করবেন।

^{২৪} সেই সময়, মিশর থেকে অশুর পর্যন্ত একটা রাজপথ থাকবে। তখন অশুরের লোকেরা ঐ পথেই মিশরে যাবে এবং মিশরের লোকেরা ঐ রাজপথ ধরেই অশুরে আসবে। মিশর ও অশুরের লোকেরা মিলে মিশে কাজ করবে।^{২৫} সে সময় ইস্রায়েল, মিশর ও অশুর মিলিত হবে এবং দেশকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এটা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে।^{২৬} প্রভু সর্বশক্তিমান ঐ সম্মিলিত দেশগুলিকে আশীর্বাদ করবেন। তিনি বলবেন, “মিশর তুমি আমার লোক। অশুর আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। ইস্রায়েল, তুমি আমার। তোমরা প্রত্যেকেই আমার আশীর্বাদপুষ্ট!”

অশুর, মিশর এবং কূশকে হারাতে

২০ ^১ সর্গোন ছিলেন অশুরের রাজা। সর্গোন তাঁর সেনাপতি তর্ভনকে অসুদোদ শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান। তর্ভন সেখানে গিয়ে শহরটি দখল করে নেন।^২ সেই সময় প্রভু আমোসের পুত্র যিশাইয়ের মাধ্যমে কথাবার্তা বলেছিলেন। প্রভু বলেন, “যাও, তোমার কোমর থেকে দুঃখের কাপড় সরান। পা থেকে জুতো খুলে ফেল।” যিশাইয় প্রভুর আদেশ পালন করল। খালি পায়ে, খালি গায়ে যিশাইয় চারদিকে ঘুরে বেড়াল।

^১ ১৯:১৮ ধ্বংসের শহর এই শহরটি “সূর্য শহর” নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এটি হচ্ছে ওন অথবা হেলিওপলিস।

^২ ১৯:২৩ মিশর ... করবে একসঙ্গে উপাসনা করবে অথবা “মিশর অশুরদের সেবা করবে।”

৩ তারপর পূরভু বললেন, “যিশাইয় তিন বছর ধরে খালি পায়ে খালি গায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এটা মিশর এবং কূশ দেশের কাছে একটা নিদর্শন।^৪ অশুরের রাজা মিশর ও কূশদেশকে পরাজিত করবে। অশুররা বন্দীদের তাদের দেশ থেকে ধরে নিয়ে যাবে। বৃদ্ধ এবং যুবা বন্দীদের খালি পায়ে এবং পোশাক-আশাক না পরিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকবে। মিশরের লোকরা লজ্জিত হবে।^৫ তারা ভীত এবং হতাশ হবে কারণ তারা কূশ দেশের কাছে সাহায্য আশা করেছিল এবং মিশর দেশের মহিমায় তাদের আস্থা ছিল।”

৬ সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী লোকরা বলবে, “আমরা ঐ দেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য পাবার ভরসা করেছিলাম। আমরা ওদের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম যাতে অশুরের রাজার হাত থেকে তারা আমাদের রক্ষা করে। কিন্তু ওদের দিকে তাকাও। ওরাও বন্দী। ওদের দেশ দখল হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কিভাবে মুক্তি পাব?”

বাবিলকে ঈশ্বরের বার্তা

২১

১ “সমুদ্রের তীরবর্তী মরুভূমি” *সম্পর্কে দুঃখ বার্তা:

মরুভূমি থেকে কিছু বিপদ আসছে।

যিহূদার দক্ষিণে মরু অঞ্চল নেগেভ থেকে একটি বাতাসের ঝটকায় মতো এটা আসছে।

এটা ভয়ঙ্কর একটা দেশ থেকে আসছে।

২ আমি দেখছি খুব ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে।

আমি দেখছি বিশ্বাসঘাতকরা তোমার বিরুদ্ধে।

আমি দেখছি লোকরা তোমার সম্পদ লুণ্ঠ করে নিচ্ছে।

এলম যাও এবং ঐ লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

মাদিয়া শহরের চারদিকে তোমার সৈন্যদের মোতায়ন কর এবং ওদের হারাও।

আমি শহরের সমস্ত খারাপ জিনিসকে ধ্বংস করব।

৩ আমি ঐ সব ভয়ঙ্কর জিনিস দেখছি।

এখন আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। ভয়ের কারণে পাকস্থলীতে ব্যথা পাচ্ছি।

ঐ ব্যথা প্রসব যন্ত্রণার মতো।

যা কিছু শুনছি তাই আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

যা কিছু দেখছি তাতে আমি ভয়ে কাঁপছি।

৪ আমি উদ্বিগ্ন, আমি ভয়ে কাঁপছি।

এখন আমার মনোরম সন্ধ্যা ভয়ের রাতে পর্যবসিত।

৫ লোকরা ভাবছে সব কিছুই ভাল।

তারা বলছে, “ভোজন ও পান করার জন্য টেবিল প্রস্তুত কর!”

ঠিক ঐ সময় সৈন্যরা বলছে, রক্ষীদের নিয়োগ কর।

আধিকারিকগণ উঠে পড়

এবং তোমাদের বর্মকে পালিশ কর!”

৬ আমার পূরভু আমায় বললেন, “শহরে নজরদারি চালানোর জন্য একজন মানুষ খুঁজে আনো। ঐ লোকটি যা যা দেখেছে তা অবশ্যই আমাকে জানাবে।^৭ যদি ঐ রক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যদের, গাধা ও উটের সারিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাহলে খুব সন্তর্পনে ওদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করবে।”

৭ তারপর একদিন, সে সতর্ক বাণী দেবে:

“সিংহ! পূরভু, পূরতিদিন আমি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে লক্ষ্য রাখি।

পূরতি রাতে আমি আমার পাহারা দেবার জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিই।

৮ কিন্তু ওরা আসছে, আমি অশ্বারোহী সৈন্য এবং লোকদের সারি দেখছি।”

তখন এক বার্তাবাহক বলল,

“বাবিলের পতন হয়েছে।

বাবিল মাটিতে মুখ খুবড়ে পড়েছে।

তার সমস্ত ভ্রাস্ত্র দেবতার মূর্তিগুলি

মাটিতে আছড়ে টুকরো টুকরো করে ভাঙা হয়েছে।”

*২১:১ সমুদ্রের ... মরুভূমি সম্ভবতঃ এটি বাবিল দেশকে বোঝাচ্ছে।

১০ বিশাইয় বললেন, “হে আমার লোকরা, ইসরায়েলের ঈশ্বর, পুরুষ সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে আমি যা যা শুনেছিলাম তা সবই তোমাদের জানিয়েছি। খামারে শস্য মাড়াই করার মতো তোমাদেরও মাড়ানো হবে।”

এদমের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

১১ দুমা সম্পর্কে বার্তা:

সেয়ীর (এদম) থেকে কেউ আমায় ডাকল।
সে বলল, “পুরুহরী রাতের আর কতটুকু বাকি?
আর কতক্ষণ এই অন্ধকার থাকবে?”

১২ পুরুহরী উত্তর দিল,

“সকাল আসছে। কিন্তু তারপর আবার রাত আসবে।
এরপরও যদি তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে,
তাহলে ফিরে এসো, তখন আবার জিজ্ঞাসা করবে।”

আরবের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

১৩ আরব সম্বন্ধে দুঃখের বার্তা:

দদান থেকে এক দল ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার জিনিসপত্র পশুর টানা গাড়িতে (ক্যারাতান) চাপিয়ে নিয়ে আসছে।

আরবের মরুভূমিতে কিছু গাছের কাছে তারা রাত কাটাল।

১৪ তারা কিছু তৃষ্ণার্ত ভ্রমণকারীদের জল পান করালো।

টেমার লোকরা ঐ ভ্রমণকারীদের খাদ্যও দিল।

১৫ ঐসব লোক তরবারির নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

তীরের আওতা থেকে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিধবংসী যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে

তারা পালিয়ে যাচ্ছিল।

১৬ সদাপুরুষ আমায় বলেছিলেন যে এইসব ঘটবে। পুরুষ বলেছিলেন, “এক বছরের মধ্যেই, যেভাবে একজন ভাড়াটে সহকারী সময় গোনে, কেদরের সমস্ত গৌরব অদৃশ্য হয়ে যাবে। ১৭ সে সময় শুধু কয়েকজন তীরন্দাজ, কেদরের মহান সৈন্যরা বেঁচে থাকবে।” কারণ পুরুষ, ইসরায়েলের ঈশ্বর বলেছেন!

দর্শন উপত্যকা সম্বন্ধে ঈশ্বরের বার্তা

১ দর্শন উপত্যকা সম্বন্ধে দুঃখের বার্তা:

২২ হে লোকরা, তোমাদের কি হয়েছে?

তোমার লোকরা কেন ছাদে লুকিয়ে থাকছে?

২ অতীতে এই শহরটা খুব ব্যস্ত শহর ছিল।

এই শহর ছিল শৃঙ্গমুখর এবং সুখী।

কিন্তু এখন সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে।

তোমার লোকরা তরবারির আঘাত ছাড়াই নিহত হচ্ছে।

যুদ্ধ না করেও মারা পড়েছে।

৩ তোমাদের সব নেতারা এক সঙ্গে পালিয়ে গেল।

কিন্তু সকলেই আবার বন্দী হয়েছে।

নেতারা বন্দী হয়েছে ধনুক ছাড়াই।

৪ তাই আমি বলছি, “আমার দিকে তাকিও না।

আমাকে কাঁদতে দাও।

জেরুশালেম ধ্বংসের কারণে আমার এই কান্না।

আমাকে সান্ত্বনা দিতে তোমাদের ছুটে আসতে হবে না।”

†২২:১ দর্শন উপত্যকা এটি সম্ভবতঃ জেরুশালেমের নিকট একটি উপত্যকাকে বোঝাচ্ছে।

৫ প্রভু একটা দিন বেছে রেখেছেন। ঐ দিনে জাতিদাঙ্গা হবে এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়বে। লোকেরা দর্শন উপত্যকায় একে অপরকে পদদলিত করবে। শহরের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হবে। উপত্যকার লোকেরা পার্বত্য শহরে থাকা লোকদের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে। ৬ এলমের অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের তীরের ব্যাগ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে। কীরের লোকেরা তাদের বর্ম পরিত্যক্ত রাখবে। ৭ সৈন্যরা তোমার বিশেষ উপত্যকায় জমায়েত হবে। উপত্যকাটি রথ দিয়ে ভরে যাবে। শহরের পূর্ববেশপথে অশ্বারোহী সৈন্যরা নিজেদের মোতায়ন রাখবে। ৮ ঐ সময়ে যিহূদার লোকেরা অরণ্যের পুরাসাদে মজুত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে চাইবে। সৈন্যরা যিহূদার পুরাচার ভেঙে ফেলবে।

৯-১১ দায়ূদের শহরের পুরাচারে ফাটল ধরবে এবং তুমি ঐ ফাটলগুলি দেখতে পাবে। তাই তুমি বাড়িঘরগুলি গুনবে এবং ঐ বাড়িগুলির পাথর ব্যবহার করে পুরাচারের ফাটলে লাগাবে। তুমি জল ধরে রাখার জন্য দুটি পুরাচারের মাঝখানে একটা জায়গা তৈরি করবে এবং তুমি জল ধরে রাখতে পারবে।

তোমরা ঐসব নিজেদের রক্ষা করার জন্য করবে। কিন্তু যে ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে না। অনেক দিন আগে যিনি আমাদের জন্য এইসব কিছু করেছেন সেই একজনকে (ঈশ্বর) তোমরা দেখবে না। ১২ তাই, আমার সদাপ্রভু, সর্বশক্তিমান, লোকদের তাদের মৃত বন্ধদের জন্য কাঁদতে এবং শোকপ্রকাশ করতে বলবেন। লোকেরা তাদের দাড়ি কামিয়ে ফেলবে এবং চুলের পোশাক পরবে। ১৩ কিন্তু দেখ, লোকেরা এখন সুখী। তারা আনন্দ করছে। বলছে:

“গবাদি পশু ও মেঘদের মার,

আমরা উৎসব করব।

তোমরা খাদ্য খাও ও দরাক্ষারস পান কর।

খাও এবং পান কর কারণ আমরা তো আগামী কাল মরব।”

১৪ প্রভু সর্বশক্তিমান এগুলি আমাকে বললেন এবং আমি তা নিজের কানে শুনলাম: “তোমরা খারাপ কাজ করেছ তাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছ এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই পাপ ক্ষমা করার আগেই তোমরা মারা যাবে।” আমার সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান এই কথাগুলি বললেন।

শিবনে ঈশ্বরের বার্তা

১৫ আমার সদাপ্রভু, সর্বশক্তিমান আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন, শিবনে নামক এই ভূত্বয়র কাছে যাও। ঐ ভূত্বয় হল রাজপুরাসাদের অধ্যক্ষ। ১৬ ভূত্বয়টিকে জিজ্ঞাসা কর “এখানে কি করছ? তোমার পরিবারের কেউ কি এখানে সমাহিত হয়েছে? কেন তুমি এখানে কবর খুঁড়ছো?” যিশাইয় বললেন, “এই লোকটার দিকে দেখ। সে একটি উঁচু জায়গায় কবর খুঁড়ছে। ঐ লোকটি পাথর কেটে কেটে নিজের কবর তৈরি করছে।”

১৭-১৮ “হে মানুষ, প্রভু তোমায় পিবে মারবেন। প্রভু তোমাকে একটা ছোট গোলায় পরিণত করবেন এবং দূরের একটি বিশাল দেশে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলবেন এবং সেখানে তুমি মারা যাবে।”

প্রভু বললেন, “তুমি তোমার যুদ্ধরথের জন্য খুবই গর্বিত। কিন্তু ঐ দূরবর্তী দেশে নতুন শাসকের কাছে তোমার থেকেও ভাল যুদ্ধরথ থাকবে। তাই তোমার রথ ঐ রাজপুরাসাদে তেমন গুরুত্ব পাবে না। ১৯ এখানে আমি তোমার গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধার সৃষ্টি করব। তোমার নতুন মনিব এতে বিরক্ত হয়ে তোমায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে দেবেন। ২০ ঐ সময়, আমি আমার দাস, ইলীয়াকীমকে ডাকব। ইলীয়াকীম হচ্ছে হিব্রুয়ের পুত্র। ২১ আর আমি তোমার আলখাল্লাটা নেব এবং ঐ দাসকে তা পরতে দেব। তোমার শাসনদণ্ডটি আমি তার হাতে তুলে দেব এবং সে জেরুশালেম ও যিহূদায় বসবাসকারী লোকদের পিতার মত হবে।

২২ “আমি দায়ূদের বাড়ির চাবি ঐ মানুষটার গলায় ঝুলিয়ে দেব। যদি সে একটা দরজা খোলে, তাহলে সে দরজা খোলাই থাকবে। কেউই তা বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। যদি সে একটা দরজা বন্ধ করে তাহলে ঐ দরজা বন্ধই থাকবে। কেউই তা খুলতে পারবে না। ২৩ আমি দাসটিকে পেরেকের মতো শক্ত করে গড়ব যাতে শক্ত কাঠের বোর্ডে হাতুড়ির আঘাতে সে অনায়াসে ঢুকতে পারে। ঐ ভূত্বয়টি তার পিতার বাড়িতে একটি সম্মানের আসন পাবে। ২৪ তার পৈতৃক বাড়িতে যত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক বস্তু আছে তার গায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। বড়রা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার ওপর নির্ভর করবে। ঐসব লোক ছোট থালা এবং বড় জলের বোতলের মত তার গায়ে ঝুলে থাকবে।”

২৫ সেই সময়, পেরেকটি (শিবনে) যেটা এখন একটা খুব শক্ত বোর্ডের ওপর হাতুড়ি দিয়ে চোকানো হয়েছে, তা দুর্বল হয়ে যাবে এবং পড়ে যাবে। ঐ পেরেকটি মাটিতে পড়বে এবং ওর সঙ্গে ঝোলানো সমস্ত বস্তু আছড়ে পড়ে ধ্বংস হবে। ঐই হল তার (জেরুশালেম) সম্বন্ধে বার্তা, কারণ প্রভু ঐ কথা বলেছেন।

লিবানোনের প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

২৩^১ সোর সম্বন্ধে দুঃখের বার্তা:
তশীশের জাহাজসমূহ,

“দুঃখ কর এবং কাঁদো!

কেননা তোমাদের বন্দরটি ধ্বংস হয়েছে।”

২ সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী লোকদের বিরত হওয়া ও বিষণ্ণ হওয়া উচিত।

সোর ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী সীদানের বণিক।

সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ার দরুণ এই শহরটি তার ব্যবসায়ীদের জলপথে ব্যবসা করতে পাঠায় এবং ধনসম্পদ দিয়ে দেশটিকে ভরে দিয়েছিল।

৩ শস্যের সম্বন্ধে এখানকার লোকরা জলপথে ভ্রমণ করে।

নীলনদের ধারে জন্মানো শস্য সোরের লোকরা কিনে এনে

অন্য জাতির কাছে তা বিক্রি করে।

৪ সীদোন, তোমার ভীষণ বিষণ্ণ হওয়া উচিত,

কারণ সমুদ্র ও সমুদ্রের দুর্গ বলছে:

“আমার কোন সন্তান নেই।

গর্ভ যন্ত্রণা কি তা আমি বুঝিনি।

আমি কোন শিশুর জন্ম দিই নি।

আমি তরুণ তরুণীদের গড়ে তুলতেও সাহায্য করিনি।”

৫ মিশর, সোর সম্বন্ধে এমন সংবাদ পাবে।

এই খবর মিশরকে দারুণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ফেলবে।

৬ মালবাহী জাহাজগুলিকে তশীশে ফিরে আসতেই হবে।

সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী লোকদের বিলাপ করতে হবে।

৭ অতীতে সোর শহর আনন্দ, উৎসবে মেতেছে।

প্রথম থেকেই শহরটি বড় হয়ে চলেছে।

বসতি স্থাপনের জন্য শহরটির নাগরিকরা দূর দূরান্তে ভ্রমণ করেছে।

ঐ শহরে বাস করতে দূর দূরান্ত থেকে লোকরা এসেছে।

৮ সোর শহরে অনেক নেতা তৈরী হয়েছে।

শহরের বণিকরা যেন রাজপুত্র।

এখানকার যে সব লোকরা নানা জিনিসপত্র কেনাবেচা করে তারা সব জায়গায় সম্মান পেয়েছে।

সুতরাং সোরের বিরুদ্ধে কে পরিকল্পনা করেছিল?

৯ প্রভু সর্বশক্তিমানই এই পরিকল্পনার নেপথ্য কারিগর।

তিনি তাদের গুরুত্বহীন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১০ তশীশ থেকে আসা মালবাহী জাহাজগুলি স্বদেশে ফিরে যাও।

সমুদ্রটাকে ছোট নদী মনে করে পেরিয়ে যাও।

কোন ব্যক্তিই এখন তোমায় থামাবে না।

১১ সমুদ্রের ওপরেও প্রভু তাঁর বাহু পরসারিত করেছেন।

সোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্যান্য রাজ্যগুলিকে তিনি একত্রিত করছেন।

প্রভু কনানকে তার নিরাপদ জায়গা

সোরকে ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছেন।

১২ প্রভু বলেন, “হে সীদানের কুমারী কন্যা, তুমি ধ্বংস হবে!

তোমার আনন্দ করবার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

কিন্তু সোরের লোকরা বলছে, সাইপ্রাস আমাদের সাহায্য করবে।”

কিন্তু যদি তুমি সমুদ্র পেরিয়ে সাইপ্রাসে যাও, তাহলে বিশ্রাম করার কোন জায়গা তুমি খুঁজে পাবে না।

১৩ তাই সোরের লোকরা বলছে, “বাবিলের লোকরা আমাদের সাহায্য করবে।”

কিন্তু কল্দীয়দের দেশের দিকে তাকাও, বাবিল এখন আর দেশ নয়।

অশুররা বাবিলে আক্রমণ চালিয়ে শহরের চারিদিকে দুর্গ তৈরী করেছে।

সৈন্যরা সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর থেকে সব জিনিসপত্র লুণ্ঠ করে নিয়েছে।

অশুররা বাবিলকে একেবারে বন্যপরাণীদের থাকার জায়গায় পরিণত করেছে।

তারা বাবিলকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে।

১৪ সুতরাং তর্শীশ থেকে আসা মালবাহী জাহাজগুলি দুঃখিত হও।

তোমার নিরাপদ জায়গা (সোর) ধ্বংস হবে।

১৫ লোকরা পরায় ৭০ বছর পর্যন্ত সোরকে ভুলে থাকবে। (এটা কোন রাজার রাজত্ব কালের সীমা।) ৭০ বছর পর সোরের অবস্থা ঠিক এই গানের মধ্যে বেষ্যার মত হবে:

১৬ “ওহে বেষ্যা, পুরুষরা তোমায় ভুলে গেছে।

তুমি বীণা নিয়ে শহর পরিকরমায় যাও।

মধুর তালে বাজাও এবং তোমার গান মাঝে মাঝে গাও।।

তাহলে লোকরা হয়তো তোমাকে আবার চিনতে পারবে।”

১৭ সত্তর বছর পর, পরভু সোরকে স্মরণ করবেন এবং তাকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। সোর আবার আগের মতো ব্যবসা শুরু করবে। সোর পৃথিবীর সমস্ত জাতির সঙ্গে বেষ্যাবৃত্তিতে প্রশ্রয় দেওয়া একটি বেষ্যার মত হবে। ১৮ কিন্তু সে উপার্জনের টাকাপয়সা ধরে রাখতে পারবে না। ব্যবসার লাভের টাকা পরভুর জন্য সঞ্চিত হবে। যারা পরভুর সেবা করবে তারাই লভ্যাংশের টাকা পাবে। সুতরাং পরভুর দাসরা সুন্দর জামাকাপড় পরবে এবং আশ মিটিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শান্তি দেবেন

২৪^১ দেখো! পরভু এই দেশকে ধ্বংস করবেন এবং এই দেশ থেকে তিনি সব কিছু ধুয়ে মুছে দেশটিকে পরিষ্কার করবেন। তিনি দেশের লোকদের সুদূরে তাড়িয়ে দেবেন।^২ সেই সময়, সাধারণ লোকরা এবং যাজকগণ সমতুল্য হবে। কন্নীতদাস ও মনিব, দাসী ও কত্তরী, কেুরতা ও বিকেরতা,^৩ ঋণগ্রাহক ও ঋণদাতা সকলে সমান হবে। সমস্ত লোককে দেশের বাইরে যেতে বাধ্য করা হবে। সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেওয়া হবে। কারণ পরভুর আদেশেই ঐসব ঘটনা ঘটেবে।^৪ দেশটি শূন্য ও দুর্বল হয়ে পড়বে। এই দেশের মহান নেতারা ক্ষমতাহীন হবেন।

৫ এই দেশের লোকরাই দেশের মাটিকে নোংরা করে তুলেছে। কি করে এটা ঘটল? ঈশ্বরের শিক্ষার বিরুদ্ধে লোকরা ভুল কাজ করেছিল। লোকরা ঈশ্বরের বিধি মানেনি। অনেক দিন আগে লোকরা ঈশ্বরের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল। কিন্তু সেই সব লোকরাই ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল।^৬ এই দেশের লোকরা তাদের ভুল কাজের জন্য দোষী ছিল। তাই এই দেশকে ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লোকদের শান্তি দেওয়া হবে। শুধুমাত্র কিছু লোক বেঁচে থাকবে।

৭ দ্রাক্ষা ক্ষেত মৃতপ্রায়। নতুন দ্রাক্ষারস অপেয়। অতীতে মানুষ সুখী ছিল। কিন্তু তারা এখন দুঃখী।^{৮-৯} লোকরা তাদের আনন্দ প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছে। সমস্ত সুন্দর শব্দ খেমে গিয়েছে। খঞ্জর এবং বীণা থেকে নির্গত মধুর সঙ্গীত খেমে গিয়েছে। দ্রাক্ষারস পানের সময় লোকরা আর আনন্দের গান গায় না। অনুগ্রহ সুরার স্বাদ এখন লোকদের তেতো লাগে।

১০ এই শহর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রতিটি বাড়ী বন্ধ, তাই কেউ তার নিজের বাড়ীতে ঢুকতে পারছে না।^{১১} এখন লোকরা হাটে বাজারে দ্রাক্ষারসের খোঁজ করছে। কিন্তু সমস্ত সুখ উবে গেছে। আনন্দ চলে গেছে সহস্র যোজন দূরে।^{১২} শহরটি ধ্বংস হয়ে পড়ে রয়েছে। এমনকি ফটকগুলিও চূর্ণ-বিচূর্ণ।

১৩ শস্য সংগ্রহের পরে জলপাই গাছে

যেমন গুটিকতক জলপাই পড়ে থাকে

ঠিক তেমনি অনেকগুলি জাতির মধ্যে এই দেশও একাকি পড়ে থাকবে।

১৪ বেঁচে যাওয়া লোকরা চিৎকার করতে শুরু করবে।

তাদের এই চিৎকার সমুদ্রের গর্জনের থেকেও বেশী হবে।

পরভুর মহানুভবতায় তারা সুখী হবে।

১৫ সেই সব লোকরা বলবে, “প্রাচ্যের মানুষরা পরভুর প্রশংসা কর!

দূর দেশের মানুষরা

পরভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে প্রশংসা কর।”

১৬ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে আমরা প্রশংসা গীত শুনব।

লোকরা গাইবে: “ধার্মিকজনটি, মহিমান্বিত হউন।”

কিন্তু আমি বলি, “আমি মারা যাচ্ছি।

আমার পক্ষে সব কিছু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

বিশ্বাসঘাতকরা মানুষের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।”
 ১৭ এই দেশের অধিবাসীদের বিপদ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।
 তাদের জন্য পেতে রাখা ফাঁদ, গর্ত এবং ভয় আমি দেখতে পাচ্ছি।
 ১৮ লোকরা তাদের বিপদের কথা শুনে ভীত হবে।
 কিছু লোক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে
 কিন্তু তারা গর্তে পড়ে গিয়ে ফাঁদে বন্দী হবে।
 তাদের মধ্যে কয়েক জন গর্ত থেকে উঠে আসবে
 কিন্তু তারা অন্য ফাঁদে ধরা পড়বে।
 আকাশে বাঁধের দরজা খুলে যাবে এবং প্লাবন হবে।
 পৃথিবীর ভিতগুলো নড়ে উঠবে।
 ১৯ ভূমিকম্প হবে।
 পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।
 ২০ এই পৃথিবী পাপে ভারাক্রান্ত।
 তাই তা ভারের তলায় চাপা পড়বে।
 জীর্ণ বাড়ির মতো তা কেঁপে উঠবে,
 মত্ত মানুষের মতো পড়ে যাবে।
 পৃথিবী পড়ে গেছে এবং আর কখনও উঠে দাঁড়াবে না।
 ২১ সেই সময়ই পরভু তাঁর বিচার শুরু করবেন।
 তিনি স্বর্গের স্বর্গীয় সেনাদের †
 এবং পৃথিবীর পার্থিব রাজাদের বিচার করবেন।
 ২২ তখন বহু মানুষ একত্রিত হবে।
 তাদের মধ্যে কেউ আছে ভূগর্ভস্থ কয়েদে বদ্ধ।
 কেউ আছে কারাগারে।
 কিন্তু অবশেষে, অনেক দিন পরে তাদের সকলের বিচার হবে।
 ২৩ জেরুশালেমের সিয়োন পর্বতে পরভু রাজার মত শাসন করবেন।
 গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে তাঁর উজ্জ্বল মহিমা প্রকাশিত হবে।
 তাঁর মহিমা এত উজ্জল হবে যে তা দেখে
 চাঁদ বিহবল হবে এবং সূর্য লজ্জা পাবে।

ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনাগীত

২৫ ^১ পরভু, আপনিই আমার ঈশ্বর।
 আপনাকে আমি সম্মান করি এবং আপনার নামের প্রশংসা করি।
 আপনি বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন।
 বহুদিন আগে আপনি যা যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হয়েছে।
 আপনি যা যা ঘটায় কথা বলেছিলেন ঠিক তাই তাই ঘটেছে।
 ২ আপনি শহর ধ্বংস করেছেন।
 যে শহর ছিল শক্তিশালী পুরাতীর দিয়ে ঘেরা তা এখন ধ্বংসস্তুপ মাত্র।
 বিদেশী প্রাসাদ সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
 তা আর কোন দিনও নির্মাণ করা যাবে না।
 ৩ শক্তিমান দেশগুলি আপনাকে শ্রদ্ধা করবে, সম্মান জানাবে।
 শক্তিশালী শহরের ক্ষমতাবান লোকরা আপনাকে ভয় পাবে এবং সম্মান করবে।
 ৪ পরভু আপনিই দরিদ্রদের কাছে এক নিরাপদ আশ্রয়।
 এদের পরাজিত করতে প্রভূত সমস্যা শুরু হবে।
 কিন্তু আপনি তাদের রক্ষা করবেন।

†২৪:২১ স্বর্গীয় সেনা এর অর্থ “তারকা,” যাদের অন্য জাতির দেবতা হিসাবে পূজা করত।

প্রভু, আপনি লোকদের কাছে বন্যা ও দাবদাহ থেকে রক্ষা পাবার মতো সুরক্ষিত গৃহ।

ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির মতো সংকটসমূহ আসবে এবং দেওয়ালে ধাক্কা মারবে, কিন্তু গৃহের ভেতরের লোকরা আঘাত পাবে না।

৫ শতরুদ্রা এসে চিৎকার চেষ্টামেচি গোলমাল শুরু করবে।

ভয়ঙ্কর শত্রুরা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে আহবান জানাবে।

কিন্তু ঈশ্বর আপনিই তাদের খামিয়ে দেবেন।

যদিও গরীম্নে মরুভূমিতে কয়েকটি উদ্ভিদ জন্মায়, পরিশেষে তারা শুকিয়ে যাবে এবং ভূমিতে পতিত হবে।

একইভাবে, আপনিও আপনার শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং তাদের হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করবেন।

ঘন মেঘ যেমন গরীম্নের প্রখর উত্তাপকে আটকে দেয় ঠিক সেইভাবে আপনিও শত্রুদের ভয়ঙ্কর চিৎকার খামিয়ে দেবেন।

অনুগতদের জন্য ঈশ্বরের মহাভোজ

৬ সেই সময়, প্রভু সর্বশক্তিমান এই পর্বতের সমস্ত জাতিকে এক ভুরিভোজে আপ্যায়িত করবেন। সেই ভোজে সেরা খাদ্য ও পানীয় থাকবে। মাংস হবে নরম ও সুস্বাদু।

৭ কিন্তু এখন, সমস্ত জাতি ও লোকদের একটি ঘোমটা আচ্ছাদিত করছে। তিনি এই ঘোমটা নষ্ট করে দেবেন। ৮ কিন্তু মৃত্যু চিরতরে ধ্বংসপূরাণ্ড হবে। আমার সদাপ্রভু পরতৈয়কটি মুখ থেকে প্রতীতি অশরুৎকণা মুছিয়ে দেবেন। অতীতে তাঁর সমস্ত অনুরাগী ভক্তরা ছিল বিষণ্ণ। কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবী থেকে মুছে দেবেন বিষণ্ণতা। এ সমস্তই ঘটবে কারণ প্রভু এসব ঘটনার কথাই বলেছেন।

৯ সে সময় লোকরা বলবে,

“এই তো আমাদের ঈশ্বর।

তিনিই সেই যাঁর জন্য আমরা পরতীক্ষারত।

তিনি আমাদের রক্ষা করতে এসেছেন।

আমরা আমাদের প্রভুর পরতীক্ষায় আছি।

তাই তিনি আমাদের রক্ষা করার সময় আমরা সুখী এবং আনন্দিত হব।”

১০ এই পর্বতে প্রভুর শক্তি বিরাজমান।

তাই মোয়াব পরাজিত হবে।

আবর্জনার স্তুপে খড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার মতো

প্রভু শত্রুদের পদদলিত করবেন।

১১ সঁতার কাটা মানুষের মতো প্রভু তাঁর বাহু প্রসারিত করে

লোকে যেসব জিনিস নিয়ে গর্ব করে সেসব জিনিসকে একত্রিত করবেন।

তিনি মানুষের তৈরী সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলোকে

দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

১২ প্রভু মানুষের লম্বা প্রাচীর ও নিরাপদ জায়গাগুলিকে ধ্বংস করে

মাটির ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন।

ঈশ্বরের প্রশংসা গীত

১ সে সময়ে যিহূদার লোকরা এই গান গাইবে:

২৬

প্রভু আমাদের পরিত্রাণ দিন।

আমাদের একটি শক্তিশালী দুর্ভেদ্য নগর আছে।

২ ফটকগুলি খোলো। এক ন্যায়প্রায়ণ জাতি প্রবেশ করবে।

এরা ঈশ্বরের সূক্ষ্ম মেনে চলে।

৩ প্রভু, যেসব লোকরা আপনার ওপর নির্ভর করে

এবং আপনার ওপর আস্থা রাখে

তাদের প্রকৃত শান্তি দিন।

৪ সদা সর্বদা প্রভুকে বিশ্বাস কর।

তিনি তোমাদের চিরকালের নিরাপদ আশ্রয়।

৫ কিন্তু প্রভু দাস্তিক শহরকে ধ্বংস করবেন

এবং তার অধিবাসীদের শান্তি দেবেন।

দাস্তিক শহরকে তিনি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলবেন।

সেই শহর ধুলোয় মুখ খুবড়ে পড়বে।

৬ তখন দীনহীন এবং বিনয়ী মানুষরা সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে।

৭ সততাই ভাল লোকের বেঁচে থাকার পথ।

যা কিছু সরল ও সত্য ভাল লোকরা তাকেই অনুসরণ করে।

ঈশ্বর আপনি সেই পথকে মসৃণ করুন

যাতে সহজে তাকে মেনে চলা যায়।

৮ কিন্তু প্রভু আমরা আপনার বিচারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাদের আত্মাগুলি আপনাকে এবং আপনার নামকে স্মরণ করতে চাইছে।

৯ আমার আত্মা আপনার সাথে রাত্রিরবাস করতে চায়।

আমার আত্মা প্রতিটি নতুন দিনের ভোরে আপনার সঙ্গে থাকতে চায়।

পৃথিবীতে আপনার বিচার যখন নেমে আসবে

তখন মানুষ বেঁচে থাকার সঠিক পথ শিখবে।

১০ দুঃস্থ লোকদের প্রতি যদি আপনি শুধু দয়া দেখান

তাহলে তারা কোন কিছু ভাল করতে শিখবে না।

এমনকি দুঃস্থ লোকরা ভালো পৃথিবীতে বাস করলেও তারা খারাপ কাজ করবে।

তারা কখনও প্রভুর মহত্ব দেখতে পায় না।

১১ কিন্তু প্রভু সেই সব লোকদের শান্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হোন।

নিশ্চিত ভাবেই তারা এটা দেখতে পাবে।

তারা কি এটা দেখতে পাবে না?

প্রভু, দুঃস্তরা দেখুক যে আপনার লোকদের জন্য আপনার যে ভালবাসা তা খুব দৃঢ়।

নিশ্চিতভাবে তারা লজ্জিত হবে।

আপনার শত্রুদের জন্য যে আশ্রয় রাখা আছে তা ওদের পুড়িয়ে শেষ করে ফেলুক।

১২ প্রভু, আমরা যে সব কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম সে সব কাজে আপনি সফল হয়েছেন।

তাই আমাদের শান্তি দিন।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের নতুন জীবন দেবেন

১৩ প্রভু আপনিই আমাদের ঈশ্বর, কিন্তু অতীতে আমরা অন্য দেবতাদের মেনে চলতাম।

আমরা ছিলাম অন্য মনিবদের।

কিন্তু এখন আমরা লোকদের শুধু আপনার নামই স্মরণ করতে চাই।

১৪ সেই সব মৃত দেবতার বেঁচে ওঠে না।

সেই সব পেরতগণ মৃত্যু থেকে আর জেগে ওঠে না।

আপনি তাদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এবং তাদের সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা উদ্বুদ্ধ করবার যা কিছু তা সবই আপনি ধ্বংস করেছেন।

১৫ হে প্রভু, এই জাতিতে আরো যোগ কর।

এতে যোগ কর এবং সম্মানিত হও।

দেশটির সর্বদিকের সীমা বৃদ্ধি কর।

১৬ প্রভু, লোকে যখন বিপদে পড়ে, তখন আপনাকে স্মরণ করে।

আপনি যখন তাদের শান্তি দেন, তখন তারা আপনার কাছে নীরব প্রার্থনা করে।

১৭ ঠিক যেমন একটি গর্ভবতী মহিলা জন্ম দিতে যাচ্ছে

এবং পরসব যন্ত্রনায় চিৎকার করে কাঁদে,

তেমনি, হে প্রভু, আমরা আপনার সামনে এসেছি।

১৮ একইভাবে, আমাদের যন্ত্রণা আছে

এবং আমরা জন্ম দিই, কিন্তু শুধুই বাতাস।

আমরা পৃথিবীর জন্য নতুন মানুষ তৈরী করতে পারি না।

আমরা দেশের জন্য মুক্তি আনতে পারি না।

১৯ কিন্তু পরভু বলেন,
 “তোমাদের লোকরা মারা গিয়েছে,
 তবে তারা আবার বেঁচে উঠবে।
 আমার মানুষদের মৃতদেহগুলি
 মৃত্যু থেকে জেগে উঠবে।
 মৃত মানুষরা মাটিতে উঠে দাঁড়াবে এবং সুখী হবে।
 তোমাদের আচ্ছাদিত শিশিরসমূহ নতুন দিনের আলোর মতো ঝলমল করবে।
 এর অর্থ এই—নতুন সময় আসছে
 যখন পৃথিবী মৃত মানুষদের মধ্যে নতুন প্ৰাণের সঞ্চারণ ঘটাবে।”

বিচার: পুরস্কার অথবা শাস্তি

২০ আমার লোকরা, তোমরা তোমাদের ঘরের ভেতরে যাও।

দরজা বন্ধ কর।

ক্ষণিকের জন্য লুকিয়ে ঘরে থাক।

ততক্ষণ পর্যন্ত লুকাও যতক্ষণ না ঈশ্বরের ক্রোধ পড়ে যায়।

২১ পৃথিবীর লোকদের কুকর্মের বিচার করতে

পরভু জেরুশালেমের মন্দির ছেড়ে চলে যাবেন।

পৃথিবী নিহত লোকদের রক্ত পুরকাশিত করবে।

পৃথিবী আর মৃত মানুষদের আচ্ছাদিত করবে না।

২২ সেই সময় পরভু তাঁর শতরূদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করবেন।

২৩ তিনি লিবিয়াখন, বাঁকা সাপটিকে শাস্তি দেবেন।

ঐ প্যাঁচানো সাপটিকে তাঁর বিরাট এবং শক্তিশালী তরবারি দিয়ে শাস্তি দেবেন।

এবং তিনি ঐ সামুদ্রিক দৈত্যকে হত্যা করবেন।

২৪ সে সময়, একটি মনোরম দ্রাক্ষাক্ষেত থাকবে।

সেখানকার জমি তৈরীর কাজ শুরু কর।

২৫ “আমি, পরভু, সেই বাগানে ঠিক সময়ে জল দেব।

দিন রাত্তির পাহারা দেব, তার যত্ন নেব।

কেউ সেই বাগানের ক্ষতি করতে পারবে না।

২৬ আমি করুদ্ধ নই,

কিন্তু যুদ্ধ করবার জন্য কেউ একটি কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরী করবার চেষ্টা করুক,

আমি তার ওপরে মাড়িয়ে এগিয়ে যাব এবং তাকে পুড়িয়ে ফেলব।

২৭ যদি কেউ নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য আমার কাছে আসে, তবে তাকে আসতে দাও।

এবং আমার শাস্তি তাকে পেতে দাও।

২৮ লোকরা আমার কাছে আসবে।

সেই সব লোকরা যাকোবকে দৃঢ়মূল বৃক্ষের মতো শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে।

তার উদ্ভিদের ফুটে ওঠার মতো ইসরায়েলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

তখন দেশটি গাছের ফলের মতো ইসরায়েলের শিশুতে ভরে যাবে।”

ঈশ্বর ইসরায়েলকে দূরে ঠেলে দেবেন

১ পরভু কিভাবে তার লোকদের শাস্তি দেবেন? অতীতে শতরূরা লোকদের আঘাত করেছিল। পরভু কি একই উপায়ে তাদের আঘাত করবেন? অতীতে অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছিল। পরভু কি একইভাবে অনেক লোককে হত্যা করবেন?

২ ইসরায়েলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। তিনি তাকে তাঁর ঝোড়ো বাতাস দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনের মত যখন পূর্বের বাতাস বয়।

৩ যাকোবের দোষকে কিভাবে ক্ষমা করা হবে? তার পাপ দূরীভূত হওয়ার জন্য কি ঘটবে? এইগুলি ঘটবে: বেদীর পাথরগুলি চূর্ণ হয়ে ধুলোয় পরিণত হবে। মূর্তিগুলি ও বেদীগুলি ধ্বংস করা হবে।

১০ সেই সময় বিশাল শহরটি হবে পরিত্যক্ত। এটার অবস্থা হবে মরুভূমির মতো। সমস্ত মানুষ ছুটে পালাবে। শহরটি হবে চারণভূমির মত মুক্ত। সেখানে গবাদি পশুরা ঘাস খাবে। তারা দ্রাক্ষা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাবে।^{১১} দ্রাক্ষা ক্ষেত শুষ্ক হয়ে যাবে। তার শাখাগুলি ভেঙে পড়বে। মহিলারা সেগুলিকে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করবে।

লোক বুঝতে চাইবে না, তাই পরভু, তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বস্তি দেবেন না, তাদের প্রতি দয়ালুও হবেন না।

১২ সেই সময় পরভু তার লোকদের অন্যদের থেকে আলাদা করতে শুরু করবেন। ফরাং নদীর কিনারা থেকে তিনি শুরু করবেন।

তিনি তাঁর লোকদের এই নদী থেকে মিশরের নদী পর্যন্ত একত্রিত করবেন।^{১৩} ইস্রায়েলের লোকরা এক এক করে সংঘবদ্ধ হবে। অশুরের হাতে আমার অনেক লোক হারিয়ে গেছে। আমার কিছু লোক মিশরে পালিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময়ে বেজে উঠবে এক দারুন তূর্ঘ্ণবনি। এবং সেই সব লোকরা জেরুশালেমে ফিরে আসবে। তারা সেই পবিত্র পর্বতের ওপর পরভুর সামনে নতজানু হবে।

উত্তর ইস্রায়েলের প্রতি হুঁশিয়ারি

১ শমরিয়ার দিকে তাকাও!
২৮ ইফরয়িমের মাতাল মানুষ সেই শহরের জন্য গর্বিত,
 যে শহর উর্বর উপত্যকা বেষ্টিত পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।
 শমরিয়ার লোকরা মনে করে তাদের শহর ফুলের সুন্দর মুকুটের মত।
 কিন্তু তারা দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়ে রয়েছে।
 এবং এই “সুন্দর মুকুট” আসলে একটি মৃতপ্রায় গাছের মতো।
 ২ দেখ, আমার পরভুর একটি লোক আছে যে শক্তিশালী ও সাহসী।
 সেই লোকটি শিলাবৃষ্টির ঝড়ের মত দেশের ভেতরে আসবে।
 তিনি ঝড়ের মতো এদেশে আসবেন।
 তিনি হবেন বানভাসি দেশে জলে ভরা খরস্রোতা নদীর মতো।
 তিনি সেই মুকুটকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।
 ৩ ইফরয়িমের মাতাল মানুষরা তাদের “সুন্দর মুকুটের” জন্য গর্বিত।
 কিন্তু তাদের শহর পদদলিত হবে।
 ৪ সেই শহর উর্বর উপত্যকা বেষ্টিত পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।
 এবং সেই “ফুলের সুন্দর মুকুট” হবে ঠিক মৃতপ্রায় গাছের মতো।
 সেই শহর হবে গরমের প্রথম ডুমুর ফলের মতো,
 যাকে লোকে একপলক দেখেই দ্রুত তুলে নিয়ে খেয়ে নেয়।

৫ সেই সময় সর্বশক্তিমান পরভুই হবেন “সুন্দর মুকুট।” তাঁর অবশিষ্ট লোকদের জন্য, তিনি হবেন “ফুলের আশ্চর্য মুকুট।”
 ৬ তখন পরভু তাঁর লোকদের বিচারকগণকে পরজ্ঞা দান করবেন। নগরদ্বারে তিনি শক্তি যোগাবেন।^৭ কিন্তু এখন সেই সব নেতারা পান করে ভুল করেন। যাজক ও ভাববাদীরাও ভুলভ্রান্তি করেন কারণ তাঁরা অনুগ্রহ সুরা ও দ্রাক্ষারস পান করেন। তাঁরা হৌঁচট খেতে খেতে পড়ে যাচ্ছেন। এমনকি দর্শনের সময়েও ভাববাদীদের ভুলভ্রান্তি হয়। বিচারকরাও ভুল করেন কারণ তাঁরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পান করেন।^৮ প্রতিটি টেবিল বমিতে আচ্ছন্ন। কোথাও এতটুকু পরিষ্কার স্থান নেই।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাহায্য করতে চান

৯ পরভু লোকদের একটি শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন। পরভু লোকদের তাঁর শিক্ষামালা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। লোকেরা যেন ছোট্ট শিশুর মত, সবেমাত্র মায়ের দুধপান করা ছেড়েছে।^{১০} তাই পরভু তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন তারা শিশু:

“জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
 কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
 জি’এর শাম্, জি’এর শাম্।”^{১১}

^{১১}২৮:১০ জাব্ ... শাম্ এটি সম্ভবতঃ হিব্রুতে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলবার ভাষা। এর অনুবাদ হতে পারে, “একটি আদেশ এখানে, একটি আদেশ ওখানে। একটি নিয়ম এখানে, একটি নিয়ম ওখানে। একটি শিক্ষা এখানে, একটি শিক্ষা ওখানে এইভাবে।”

১১ পরভু আশ্চর্য এই ভাষা ব্যবহার করবেন এবং এইসব লোকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি অন্যান্য ভাষাও ব্যবহার করবেন।

১২ অতীতে ঈশ্বর সেই সব লোকদের বলেছিলেন, “এখানে একটি বিশ্রামস্থল আছে। এটি শান্তিপূর্ণ জায়গা। ক্লান্ত মানুষদের এসে বিশ্রাম নিতে দাও। এটি একটি শান্তির নিকেতন।”

কিন্তু লোকেরা ঈশ্বরের কথায় কর্ণপাত করেনি। ১৩ তাই ঈশ্বর তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন তারা শিশু:

“জাব্ লজাব্, জাব্ লজাব্,
কাব্ লকাব্, কাব্ লকাব্,
জি’এর শাম্, জি’এর শাম্।”

যখন তারা হেঁটে বেড়ানোর চেষ্টা করবে, তারা হেঁচট খেয়ে আঘাত পাবে এবং ফাঁদে পড়ে বন্দী হবে।

ঈশ্বরের বিচার থেকে কেউ রেহাই পায় না

১৪ জেরুশালেমের নেতারা, তোমাদের পরভুর বার্তা শোনো উচিত। কিন্তু এখন তোমরা তাঁর কথায় কান দিচ্ছ না। ১৫ তোমরা বলছ, “মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। পাতালের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। সুতরাং আমরা শান্তি পাব না। শান্তি আমাদের আঘাত না করেই চলে যাবে। আমরা আমাদের কৌশল ও মিথ্যার পেছনে লুকিয়ে থাকব।”

১৬ এইসব কারণেই পরভু, আমার মনিব বলেন, “সিয়োনের মাটিতে আমি একটি পাথর, একটি ভিত্তি পুরস্কৃত স্থাপন করব। এটি একটি মূল্যবান পাথর। সেই গুরুত্বপূর্ণ পাথরের ওপর সমস্ত কিছু গড়ে উঠবে। সেই পাথরটির কাছে এসে বিশ্বস্ত লোকেরা কখনো ভয় পাবে না।

১৭ “দেওয়াল সরল কিনা তা জানার জন্য মানুষ এক ওলন দড়ি ব্যবহার করে। ঠিক একইভাবে কোনটা ঠিক তা দেখানোর জন্য আমি বিচার এবং ধার্মিকতাকে ব্যবহার করব। তোমরা শয়তান মানুষেরা যারা মিথ্যা এবং কৌশলের পিছনে লুকোতে চাও তারা শান্তি পাবে। কোন বড় অথবা বন্যা আসছে তোমাদের লুকিয়ে থাকার স্থান ধ্বংস করতে। ১৮ মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের চুক্তি মুছে যাবে। মৃত্যুর স্থানের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি কোন কাজেই আসবে না।

“যখন সেই ভয়ঙ্কর শান্তি আসবে তখন তোমরা তার দ্বারা পদদলিত হবে। ১৯ যত বার তোমাদের শান্তি আসবে, তত বারই সে তোমাদের নিয়ে যাবে। তোমাদের শান্তি হবে ভয়ঙ্কর। তোমাদের শান্তি খুব ভোরবেলা আসবে এবং চলতে থাকবে গভীর রাত পর্যন্ত। বার্তাটি শুধুমাত্র বোঝার পরই তা তোমাকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলবে।

২০ “তখন তোমরা এই গল্পটি বুঝবে: একটি মানুষ তার পক্ষে খুবই ছোট একটি বিছানায় ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। এবং তার একটি কম্বল ছিল যা তাকে আচ্ছাদিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বিছানা এবং কম্বল দুটিই ছিল ব্যবহারের অযোগ্য। তোমাদের চুক্তিগুলিও ঠিক সেরকম।”

২১ পরাসীম পর্বতে পরভু যেমন যুদ্ধ করেছিলেন ঠিক তেমন ভাবেই যুদ্ধ করবেন। গিবিয়ানের উপত্যকায় পরভু যেমন করুদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তিনি করুদ্ধ হবেন। পরভুর যা কিছু করবার আছে তা তিনি করবেন। তিনি কিছু আশ্চর্য কাজ করবেন। তবে তিনি তাঁর কাজ শেষ করবেন। তাঁর কাজ হবে একজন অপরিচিতের কাজ। ২২ এখন তোমরা সেই সব জিনিসের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। যদি তোমরা লড়াই কর তাহলে তোমাদের ঘিরে রাখা দড়িগুলির বাঁধন আরো শক্ত হয়ে উঠবে।

যা আমি শুনেছি তা থাকবে অপরিবর্তিত। যে সব কথা আমি শুনেছি তা পরভু সর্বশক্তিমান, পৃথিবীর শাসনকর্তার মুখ নিঃসৃত। তাই সে সব কথার কোন পরিবর্তন হবে না। তাঁর কথিত সমস্ত ব্যাপারই ঘটবে।

পরভু ন্যায্য শান্তি দেন

২৩ যে বাণী আমি তোমাদের শোনাচ্ছি তা মন দিয়ে শোন। ২৪ একজন কৃষক কি সব সময় তার ক্ষেতে লাঙ্গল চালায়? না। সে কি সব সময় মাটি তৈরী করে? না। ২৫ কৃষক মাটি তৈরী করে। তারপর বীজ বপন করে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে বিভিন্ন বীজ বপন করে। কৃষক গুলফার বীজ ছড়ায়, তারপর সে জীরের বীজ মাটিতে ছড়ায়। সে সারিবদ্ধভাবে গমের বীজ বোনে। একজন কৃষক বালিগাছ বিশেষ স্থানে বপন করে। এক বিশেষ ধরণের বীজ সে রোপণ করে শস্য ক্ষেতের ধারে।

২৬ আমাদের ঈশ্বর তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। এই উদাহরণ দেখায় যে মানুষকে শান্তি দেবার সময় ঈশ্বর সঠিক উপায়েই শান্তি দেন। ২৭ গুলফার বীজ মাড়বার জন্য কৃষক কি ধারালো দাঁতওয়ালা পাটাতন ব্যবহার করে? না! জীরা বীজ মাড়বার জন্য কি কৃষক কোন চতুশ্চকর শকট ব্যবহার করে? না! এই শস্যগুলির বীজ থেকে খোসা ছাড়ানোর জন্য একজন কৃষক একটি ছোট লাঠি ব্যবহার করে।

২৮ যখন কেউ রুটি তৈরী করবার জন্য শস্যকে তৈরী করে সে তখন গমকে আটায় চূর্ণ করে। কিন্তু সে এটা চিরকাল ধরে করে না। সে হয়তো এর ওপর দিয়ে তার ঘোড়া এবং মালবাহী গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ চূর্ণ হবে না।

প্রভু তাঁর লোকদের একইভাবে শান্তি দিয়ে থাকেন।^{২৬} প্রভু সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে এই শিক্ষা আসে। প্রভু আশ্চর্য সব উপদেশ দেন। ঈশ্বর সত্যই প্রজ্ঞাবান।

জেরুশালেমের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা

২৯ ^১ ঈশ্বর বললেন, “অরীয়েলের দিকে তাকাও! অরীয়েল, সেই শহর যেখানে দায়ুদ তাঁ’বু ফেলেছিলেন। বছরের পর বছর তার ছুটি অব্যাহত ছিল।^২ আমি অরীয়েলকে শান্তি দিয়েছি। দুঃখ আর কান্নায় শহরটা ভরে গিয়েছে। কিন্তু সে আমার চিরকালের অরীয়েল।

^৩ “অরীয়েল আমি তোমার চারিদিকে সৈন্য মোতায়েন করেছি। আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দুর্গসমূহ তৈরী করেছি।^৪ তুমি পরাজিত হলে এবং মাটিতে মিশে গেলে। এখন আমি মাটিতে ভূতের মতো তোমার কণ্ঠস্বরের শুনতে পাই। তোমার কথাগুলো গোষ্ঠানির মত ধূলোর মধ্যে থেকে আসে।”

^৫ তোমার শত্রুরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র ধূলিকণার মতো প্রচুর। যারা তোমার প্রতি নিষ্ঠুর তাদের সংখ্যা বাতাসে ভেসে যাওয়া ভূসির মত।^৬ হঠাৎ এরকম ঘটবে: সর্বশক্তিমান প্রভু ভূমিকম্প, বজ্রপাত, হৈ-হুলা দিয়ে তোমাকে শান্তি দেবেন। ঝড়, তীব্র বাতাস আর আগুন সব কিছু পুড়িয়ে দেবে আর ধ্বংস করবে।^৭ অনেক দেশ অরীয়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ওটা হবে রাতের এক দুঃস্বপ্নেরই মত। সৈন্যরা অরীয়েলকে শান্তি দেবে।^৮ কিন্তু ঐ সৈন্যদের কাছেও সেটা স্বপ্ন হবে। তারা যা চায় তা পাবে না। যেন এক ক্ষুধার্ত মানুষের আহ্বানের স্বপ্ন দেখা। যখন মানুষটা জেগে ওঠে তখনও সে ক্ষুধার্ত। যেন এক তৃষ্ণার্ত মানুষের জলের স্বপ্ন দেখা। যখন মানুষটা জেগে ওঠে তখনও সে তৃষ্ণার্ত থাকে। সিয়োনের বিরুদ্ধে লড়াই সমস্ত দেশের ক্ষেত্রের এসব ঘটনা সত্যি হবে। এই সমস্ত দেশ যা চায় তারা তা কিছুতেই পাবে না।

^৯ চমৎকৃত ও বিহ্বল হও।

তুমি মদ্যপ হয়ে উঠবে কিন্তু দ্রাক্ষারস থেকে নয়।

দেখ এবং বিহ্বল হও।

তুমি হৌঁচট খেয়ে পড়ে যাবে কিন্তু সুরাপান করে নয়।

^{১০} প্রভু তোমাকে ঘুম কাঁচুরে বানাবেন।

তিনি তোমার দুচোখ বন্ধ করে দেবেন। (ভাববাদীরা হবে তোমার দুচোখ।)

তিনি তোমাদের মাথা ঢেকে দেবেন। (ভাববাদীরা হবে তোমার মাথা।)

^{১১} আমি তোমাকে বলছি যে এসব ঘটনাগুলি ঘটবে। কিন্তু তোমরা আমাকে বুঝবে না। আমার কথাগুলো তোমার কাছে বন্ধ ও সীলমোহর করা বই-এর মধ্যের কথাগুলোর মত মনে হবে। তুমি বইটি এমন কাউকে দিতে পার যে পড়তে পারে। কিন্তু তাকে যদি পড়তে বল সে বলবে, “আমি পড়তে পারব না। কারণ বইটি বন্ধ এবং তা আমি খুলতে পারব না।”^{১২} অথবা তুমি কাউকে বইটি দিতে পার, যে পড়তে পারে না। সেই লোকটিকে পড়তে বললে সে বলবে, “আমি এই বই পড়তে পারব না। কারণ কিভাবে বইটি পড়তে হয় তা আমার জানা নেই।”

^{১৩} আমার প্রভু বলেন, “ঐ মানুষরা আমার প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছে। তাদের মুখ নিঃসৃত শব্দ আমার প্রতি সম্মান জানায়। কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে। আমাকে যে সম্মান তারা জানায় তা তাদের মুখস্থ করা মানবিক বিধিসমূহ ছাড়া আর কিছুই নয়।^{১৪} সুতরাং আমি আমার শক্তিশালী ও আশ্চর্যজনক কিরয়াকলাপ দিয়ে লোকদের বিস্ময় বিহ্বল করা অব্যাহত রাখব। ওদের জ্ঞানী লোকরা তাদের জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ওদের জ্ঞানী লোকরা উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে।”

^{১৫} সেই সব মানুষ প্রভুর কাছ থেকে অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তারা মনে করে যে প্রভু কিছুতেই বুঝতে পারবেন না। তারা অন্ধকারের মধ্যে পাপ কাজ করে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, “আমাদের কেউ দেখতে পায় না, কেউ জানতেও পারবে না আমরা আসলে কে।”

^{১৬} তোমার আসলে বিভ্রান্ত। তোমরা মনে কর যে মাটি আর কুমোর সমান। তোমরা ভাবো যে তৈরী জিনিষটি, যে তাকে তৈরী করেছে তাকে বলতে পারে, “তুমি আমাকে তৈরী করনি!” এটা আসলে একটা পাত্তের মত যে তার সৃষ্টিকর্তাকে বলছে, “তুমি বোঝ না।”

সুসময় আসছে

^{১৭} সত্যটি হল: কিছু সময় পরেই লিবানোন উত্তর ইসরায়েলের সু-আবাদি কর্মিল পর্বতের মতো উর্বর চাষের জমি পেয়ে যাবে এবং কর্মিল পর্বত ঘন অরণ্যের মতো হবে।^{১৮} বধির শুনতে পাবে, বই থেকে পড়ে শোনানো কথাগুলি; কুয়াশা ও অন্ধকারের মধ্যেও অন্ধ মানুষ দেখতে পাবে।^{১৯} প্রভু গরীব মানুষদের সুখী করবেন। ইসরায়েলে গরীব লোকরা ইসরায়েলের সেই পবিত্র একজনের নামে আনন্দ করবে।

২০ যখন নিষ্ঠুর ও উদ্ধত লোকরা আর থাকবে না তখন এটা ঘটবে। যারা মন্দ কাজ করার জন্য সুযোগ খুঁজে বেড়ায় সেই সব লোকদের পতনের পর এটা ঘটবে।^{২১} সেই সব লোক লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ নিয়ে আসে। আদালতে তারা বিচারকদের জন্য ফাঁদ পাতার চেষ্টা করে। তারা আইন মেনে চলা লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যে বিচার আনার জন্য তাদের আইনি তর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

২২ সুতরাং, পরভু যাকোবের পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন। (এই সেই পরভু যিনি অব্রাহামকে উদ্ধার করেছিলেন।) পরভু বলেন, “এখন যাকোব (ইস্রায়েলের লোক) বিব্রত ও লজ্জিত হবে না।^{২৩} তিনি তাঁর সকল শিশুদের দেখবেন এবং বলবেন যে আমার নাম পবিত্র, আমি এইসব শিশুদের নিজের হাতে তৈরী করেছি এবং তারা বলবে যে যাকোবের সেই পবিত্র জনটি (ঈশ্বর) হলেন খুব বিশিষ্ট। এই সকল শিশুরাই ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে।^{২৪} যাদের আত্মা বিপথে গিয়েছিল তারা বুঝতে পারবে এবং তারা নাশিশ করবে তারা উচিৎ শিক্ষা পাবে।”

মিশরের প্রতি নয়, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতি আস্থা থাকা উচিত

১ পরভু বললেন, “এই বিদেহরী শিশুদের দিকে দেখ। তারা আমাকে মান্য করে না। তারা পরিকল্পনা করে। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে বলে না। তারা অন্য দেশের সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু আমার আত্মা ঐ ধরণের চুক্তি চায় না। এইসব লোকরা তাদের পাপের সঙ্গে আরো অনেক পাপ যোগ করেছে।^২ এইসব শিশুরা সাহায্যের জন্য মিশরে যাচ্ছে। কিন্তু তারা কখনো আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, এটা তারা ঠিক কাজ করছে কি না। তাদের আশা মিশরের রাজা ফরৌণ তাদের সাহায্য করবে। তারা চায় মিশর তাদের রক্ষা করুক।

৩ “কিন্তু আমি বলব মিশরে লুকিয়ে থাকা তোমাদের পক্ষে সহায়ক হবে না। মিশর তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।^৪ তোমাদের নেতার মিশরীয় শহর সোয়নে গিয়েছে। এবং তোমাদের রাষ্ট্রদূতরা মিশরীয় শহর হানেযে গিয়েছে।^৫ কিন্তু তারা আশাহত হবে। তারা এমন একটা জাতির উপর নির্ভরশীল যারা সাহায্য করতে অপারগ। মিশর হচ্ছে অকর্মণ্য। পরয়োজনীয় সাহায্য ওরা দিতে পারবে না। মিশর তাদের কাছে শুধুমাত্র লজ্জা এবং বিহ্বলতা আনবে।”

যিহূদার প্রতি ঈশ্বরের বার্তা

৬ যিহূদার দক্ষিণে মরু অঞ্চল নেগেভের পরাগীর জন্য বার্তা।

নেগেভ হল একটা বিপজ্জনক স্থান। এই জায়গাটি সিংহ এবং দরুতগামী বিষাক্ত সাপে ভর্তি। কিন্তু কিছু লোক নেগেভের মধ্যে দিয়ে মিশরে যাতায়াত করে। এইসব লোক তাদের জিনিসপত্র গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যায়। উটের পিঠের ওপর তাদের ধনসম্পত্তি বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেই দেশে যার ওপর লোকে নির্ভর করে আছে, যে দেশ তাদের সাহায্য করতে অপারগ।^৭ এই অকর্মণ্য দেশটি হল মিশর। মিশরের সাহায্য কোন কাজেই লাগবে না। সুতরাং আমি মিশরের নাম দিয়েছি, “অকর্মণ্য দানব।”

৮ এখন এটাকে কোন চিহ্নের ওপর লেখ যাতে সমস্ত মানুষ এটাকে দেখতে পায় এবং এটা লিখে রাখ একটা বইয়ের মধ্যে। শেষের দিনের জন্য এগুলি লেখ যাতে এগুলি সুদূর ভবিষ্যতে সাক্ষ্যস্বরূপ চিরকাল থাকে।

৯ এইসব লোক শিশুদের মতো। তারা তাদের পিতামাতাকে মান্য করতে চায় না। তারা মিথ্যা কথা বলে এবং ঈশ্বরের বিধি শুনতে অস্বীকার করে।^{১০} তারা ভাববাদীদের বলে, “ভবিষ্যদ্বাণী করো না! যা যা আমাদের করা উচিত সে বিষয়ে স্বপ্ন দেখো না! আমাদের সত্য কথা বলা না। সুন্দর জিনিসের কথা আমাদের বল এবং আমাদের মধ্যে ভাল অনুভূতির সঞ্চার কর! আমাদের শুধু ভাল ভাল জিনিস দেখাও।^{১১} সেই সব জিনিস দেখাও যা যা ঘটবে! সেগুলিকে আমাদের থেকে বরং দূরে সরিয়ে রাখ! ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কথা আমাদের বলা না।”

যিহূদার সাহায্য আসে একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে

১২ ইস্রায়েলের পবিত্র জনটি বলেন, “তোমরা পরভুর কাছ থেকে আসা এই বার্তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছ। তোমরা পীড়ন ও মিথ্যার ওপর নির্ভর করতে চাও।^{১৩} এসব কাজের জন্য তোমরা অপরাধী। তোমরা আসলে ফাটল ধরা উঁচু পুরাচীরের মতোই। সেই পুরাচীরের পতন হবে এবং তা ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হবে।^{১৪} তোমরা চীনাটির বাসনের মতো ভেঙে ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হবে। এই টুকরোগুলি কোন কাজেই লাগবে না। তোমরা সেই টুকরোগুলোকে গরম কয়লার টুকরো তোলার কাজে অথবা জলাশয় থেকে জল আনার কাজে ব্যবহার করতে পারবে না।”

১৫ পরভু, আমার গুরু, ইস্রায়েলের পবিত্র জনটি বলেন, “তোমরা যদি আমার কাছে ফিরে আসো তবে সুরক্ষিত হবে। তোমরা যদি আমার ওপর আস্থা রাখ তবেই পাবে আসল শক্তি। কিন্তু তোমাদের শান্ত হতে হবে।”

কিন্তু তোমরা তা করতে চাও না!^{১৬} তোমরা বলবে, “না, আমাদের পালিয়ে যাওয়ার জন্য যোড়া চাই।” নিশ্চয়ই তোমরা যোড়ার চেপে পালিয়ে যাবে। কিন্তু শত্রুরা তোমাদের পেছনে তাড়া করবে এবং শত্রুরা তোমাদের যোড়ার থেকেও দরুতগামী

হবে। ১৭ একজন শতরু তোমাদের ভয় দেখাবে এবং তোমাদের এক হাজার লোক পালিয়ে যাবে। যখন পঁচাজন শতরু তোমাদের ভয় দেখাবে তখন তোমরা সবাই ওদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। তোমাদের সেনাদের যে জিনিসটা শুধুমাত্র পড়ে থাকবে তা হল পাহাড়ের ওপর একটি পতাকার দণ্ড।

১৮ পরভু তোমাদের পরতি তাঁর করুণা দেখাতে চান। তিনি অপেক্ষা করছেন। তিনি উঠে দাঁড়াতে চান এবং তোমাদের আরাম দিতে চান। পরভু ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ এবং যারা পরভুর কৃপার অপেক্ষায় আছেন তারা সুখী হবে।

১৯ পরভুর লোকরা সিয়োন পর্বতের ওপর জেরুশালেমে বাস করবে। তোমরা করন্দনরত থাকবে না। পরভু তোমাদের কান্না শুনবেন এবং তিনি তোমাদের আরাম দেবেন। পরভু তোমাদের কথা শুনবেন এবং তিনি তোমাদের কৃপা করবেন।

২০ অতীতে আমার পরভু (ঈশ্বর) তোমাদের দুঃখ ও দুর্দশা দিয়েছিলেন—সেটা ছিল তোমাদের দৈনন্দিনের রুটি ও জলের মতো। কিন্তু ঈশ্বরের তোমাদের শিক্ষাদাতা এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে চিরকাল লুকিয়ে থাকবেন না। তোমরা নিজেদের চোখেই নিজেদের শিক্ষককে দেখতে পাবে। ২১ তোমরা যদি জীবনের ভুলপথে চল, (ডানদিকে অথবা বাঁদিকে) পিছন থেকে এই কথাগুলো শুনতে পাবে: “এটাই সঠিক পথ। তোমাদের এই পথেই চলতে হবে।”

২২ তোমাদের সোনা এবং রূপোয় আচ্ছাদিত মূর্তি আছে। সেইসব মূর্তিসমূহ তোমাদের পাপী করে তুলেছে। কিন্তু তোমরা সেই মূর্তিদের সেবা করা থেকে বিরত হবে। তোমরা এইসব মূর্তিদের নোংরা আবর্জনার মত ফেলে দেবে।

২৩ সেই সময় পরভু তোমাদের জন্য বৃষ্টি পাঠাবেন। তোমরা জমিতে বীজ বপন করবে। এবং সেই জমি ভরে উঠবে তোমাদের খাদ্যদ্রব্যে। তোমাদের শস্য সংগ্রহ খুব ভালো হবে। তোমাদের গবাদি পশুসমূহ বৃহৎ পশুচারণ ভূমিগুলোতে চারণ করবে। তোমাদের চাহিদামত পরচুর ফসল হবে। ২৪ তোমাদের গাধা ও গবাদিপশু সমূহ (যেগুলিকে তোমরা জমি কর্ষণের জন্য ব্যবহার কর) পরচুর পরিমাণে উৎকৃষ্টতম জাব খাবে যেগুলো কাঁটায়ুক্ত দণ্ড ও কুড়ুল দিয়ে ছাড়ানো। ২৫ প্রতিটি পাহাড় আর টিলায় জলপূর্ণ ছোট ছোট নদী থাকবে। বহু মানুষের হত্যা ও বহু স্তম্ভ ধ্বংসের পর এইসব ঘটবে।

২৬ সেই সময় চাঁদের আলো হবে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। সূর্যের আলো হবে এখনকার চেয়ে সাতগুণ বেশী উজ্জ্বলতর। সূর্যের একদিনের আলোই হবে গোটা সপ্তাহের সমান। এসব ঘটবে তখনই যখন পরভু তাঁর আহত মানুষদের পট্টি বাঁধবেন এবং মারধোরের ফলে তাদের যে ক্ষত হয়েছে তা সারাবেন।

২৭ দেখো! পরভুর নাম বহুদূর থেকে আসছে। তাঁর কেবল ঘন মেঘের ঘোঁয়াসহ একটি আঙনের মত। ঈশ্বরের মুখ কেবলো পরিপূর্ণ এবং তাঁর জিহবা একটি জ্বলন্ত অগ্নির মত। ২৮ পরভুর আত্মা একটি বড় নদীর মত বেড়েই চলেছে যতক্ষণ না তিনি আকর্ষণ ডুব যান। পরভু দেশগুলির বিরুদ্ধে মামলা চালাবেন। ওটা ঠিক যেন তিনি তাদের ধ্বংসের ছাঁকনির ভেতর ঝাঁকছেন। সেটা হবে যেন জাতিগুলিকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য তার মুখে লাগাম দেওয়া আছে যা দিয়ে পশুদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

২৯ সেই সময়, তোমরা সুখের সঙ্গীত গেয়ে উঠবে। সেই সময়টা হবে একটি ছুটির গুরু রাতের মত। তোমরা পরভুর পর্বতে হাঁটার সময় খুবই খুশী হবে। তোমরা যখন পরভু, ইসরায়েলের শিলার কাছে উপাসনা করতে যাবে তখন তোমরা যাত্রা পথে মধুর গান শুনে খুশী হবে।

৩০ পরভু তাঁর মহান স্বর সকল মানুষকে শোনাবেন। পরভু সকল মানুষকে তাঁর কেবলো নেমে আসা শক্তিশালী হাত দেখতে বাধ্য করবেন। সেই বাছ হবে মহান অগ্নির মতো, যা কিনা সব কিছুকেই পুড়িয়ে ফেলতে পারে। পরভুর ক্ষমতা হবে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির মত। ৩১ অশুর যখন পরভুর রব শুনতে পাবে তখন সে ভীত হবে। একটি লাঠি দিয়ে পরভু অশুরকে আঘাত করবেন। ৩২ পরভু অশুরকে আঘাত করবেন এবং তার সঙ্গে ঢাক ও বীণা বাজানো হবে। পরভু তাঁর মহান শক্তিশালী বাহুবলে অশুরকে পরাস্ত করবেন।

৩৩ তোফৎকে ১৬ দিন থেকে তৈরী করে রাখা হয়েছে। এটি রাজার জন্য তৈরী হয়েছে। এটাকে খুবই গভীর এবং বিস্তৃতভাবে তৈরী করা হয়েছে। সেখানে পরচুর কাঠ ও আঙন রয়েছে। গন্ধকের জ্বলন্ত সেরাতের মতো পরভুর আত্মা সেখানে পৌঁছাবে এবং তাকে পুড়িয়ে দেবে।

ঈশ্বরের ক্ষমতার ওপর ইসরায়েলের নির্ভর করা উচিত

৩১ সাহায্যের জন্য মিশর অভিমুখে যাওয়া লোকদের দিকে তাকাও। তারা ঘোড়া চায় এই মনে করে যে ঘোড়ারা তাদের রক্ষা করবে। তারা মনে করে যে মিশরের অনেকগুলি রথ ও অশবাহারোহী সৈন্য তাদের রক্ষা করবে। তারা মনে করে তারা খুবই নিরাপদে আছে। কারণ তাদের সেনাবাহিনী খুবই বিশাল। লোকদের ইসরায়েলের ঈশ্বরের পরতি আস্থা নেই। তারা পরভুর কাছে সাহায্যও চায় না। ২ কিন্তু পরভু জ্ঞানী এবং তিনি তাদের সমস্যায় ফেলবেন। তারা পরভুর আদেশের পরিবর্তন

১৩০:৩৩ তোফৎ হিল্লোম উপত্যকা। যেখানে লোকরা তাদের মূর্তি “মলেক” কে সম্মান দেখানোর জন্য তাদের শিশুদের হত্যা করত।

ঘটতে পারে না। পরভু দুষ্ট লোকদের (যিহূদা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এবং পরভু দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবেন যারা তাদের সাহায্য করেছিল।

৩ মিশরের লোকরা নিছকই মানুষ, ঈশ্বর নয়। মিশরের ঘোড়াগুলি পশুমাত্র, আত্মা নয়। পরভু তাঁর বাহুকে কাজে লাগাবেন এবং সাহায্যকারী দেশ মিশরকে পরাস্ত করবেন। এবং (যিহূদার) যে সমস্ত লোকরা সাহায্য চেয়েছিল তাদের পরাজয় হবে। তারা সবাই এক সঙ্গে ধ্বংস হবে।

৪ পরভু আমাকে বলেছিলেন, “একটা সিংহ অথবা সিংহশাবক যখন কোন পশুকে খাবার জন্য ধরে সে তখন তার শিকারের ওপর দাঁড়ায় ও গর্জন করে। তখন কোন কিছুই সিংহটিকে ভয় দেখাতে পারে না। যদি মানুষ আসে এবং চেঁচাও করে সিংহটি ভীত হয় না। মানুষ যথেষ্ট হুঁহা জুড়তে পারে। কিন্তু সিংহ পালায় না।”

একইভাবে সর্বশক্তিমান পরভু আসবেন সিয়োনে পর্বতে। পর্বতের ওপর পরভু যুদ্ধ করবেন। ৫ বাসার ওপর উড়ন্ত পাখির মত সর্বশক্তিমান পরভু জেরুশালেমের হয়ে যুদ্ধ করবেন। পরভু তাঁকে রক্ষা করবেন। পরভু জেরুশালেমকে প্রতিরক্ষা করবেন এবং তাকে উদ্ধার করবেন।

৬ তোমরা ইসরায়েলের শিশুরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধগামী। তোমাদের উচিত ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা। ৭ তখনই সোনো রূপো দিয়ে তোমাদের তৈরী করা মূর্তির পূজা লোকেরা ছেড়ে দেবে। তোমরা সত্যিই এসব মূর্তি তৈরী করার সময় পাপ করছে।

৮ এটা সত্যি যে অশুর তরবারির সাহায্যে পরাস্ত হবে। কিন্তু তরবারিটি মানুষের তরবারি নয়। অশুর ধ্বংস হবে। কিন্তু সেই ধ্বংস মানুষের তরবারি দিয়ে হবে না। অশুর ঈশ্বরের তরবারি দেখে পালাবে। কিন্তু যুবকরা ধরা পড়বে এবং তাদের দাস বানানো হবে। ৯ তাদের নিরাপদ স্থান ধ্বংস হবে। তাদের নেতারা পরাস্ত হয়ে তাদের পতাকা ত্যাগ করবে।

এসব কথা পরভুই বলেছেন। পরভুর অগ্নিস্থান (বেদী) সিয়োনে আছে। পরভুর উনুন (বেদী) জেরুশালেমে আছে।

নেতাদের ভাল ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া উচিত

৩২ ১ আমি যা যা বলি শোন। একজন রাজার এমন ভাবে শাসন করা উচিত যা প্রজাদের মঙ্গল সাধন করে। নেতারা যখন লোকদের নেতৃত্ব দেয় তখন তাদের নিরপেক্ষ ও উচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। ২ যদি এসব ঘটনাগুলি ঘটে তবে রাজা সেই জায়গার মতোই হবে যেখানে রোদ ও বৃষ্টি থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব। এটা হয়ে উঠবে শুকনো জমিতে জলপ্রবাহ সমূহের মতো। এটা হবে গরম ভূখণ্ডে বিশাল পাথর খণ্ডের শীতল ছায়ার মতো। ৩ লোকরা সাহায্যের জন্য রাজার কাছে যাবে এবং তিনি যা বলবেন লোকরা সত্যি সত্যিই তা শুনবে। ৪ যে সব লোকরা এখন বিভ্রান্ত তারা সব কিছু বুঝতে সক্ষম হবে। যারা স্পষ্ট কথা বলতে পারে না তারা স্পষ্ট ও দ্রুত কথা বলতে পারবে। ৫ দুষ্ট লোকদের বদান্য বলে ডাকা হবে না। গোভী লোকদের কেউ উদার বলবে না।

৬ একজন দুষ্ট লোক সর্বদাই অরুচিকর কথা বলে। এবং তার মনে পাপ কাজ করার চিন্তাই থাকে। একজন বোকা লোক কেবল ভুল কাজ করে। সে যখন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে তখনও পরতারপূর্ণ কথা বলে। একজন খল লোক ক্ষুধার্তকে খাবার দেয় না। ঈশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞ যে মানুষ সে তৃষ্ণার্তকে জল দেয় না। ৭ সেই দুষ্ট লোকটি পাপবুদ্ধিকে অস্মেত্রর মতো ব্যবহার করে। সে গরীব মানুষের সব কিছু আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা করে। এমনকি যখন গরীব লোকটি সত্যি কথা বলছে সেই দুষ্ট লোক গরীব মানুষদের বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে।

৮ কিন্তু ভালো নেতা ভালো কাজের পরিকল্পনা করেন এবং সেই সব ভালো কাজই তাকে মহান নেতার আসনে বসায়।

কঠিন সময় আসছে

৯ তোমাদের মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও শান্ত। তোমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করছ। কিন্তু তোমাদের উঠে দাঁড়িয়ে আমার কথা শোনা উচিত। ১০ মহিলারা, তোমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করো। কিন্তু এক বছর পর তোমরা সমস্যায় পড়বে। কারণ পরের বছর তোমরা দুরাক্ষাফল সংগ্রহ করতে পারবে না। সংগ্রহ করার মতো কোন দুরাক্ষাফল তখন থাকবে না।

১১ মহিলারা তোমরা এখন শান্ত। কিন্তু তোমাদের ভীত হওয়া উচিত। মহিলারা তোমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করছ কিন্তু তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। তোমরা সুন্দর পোশাক খুলে দুঃখের পোশাক পর। তোমরা কোমরে জড়িয়ে রাখ সেই কাপড়। ১২ তোমার দুঃখে ভারাক্রান্ত স্তন্যগুলিকে সেই সব দুঃখের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখ। কাঁদো যেহেতু তোমার জমি শস্য শূন্য। তোমার দুরাক্ষাফল, যা একসময় ফসল দিত, তা এখন শূন্য। ১৩ আমার লোকদের দেশের জন্য কাঁদো। কাঁদো, কারণ দেশে কাঁটাগাছ আর আগাছাই জন্মাবে। কাঁদো সেই সব শহর ও ঘরবাড়ির জন্য যেগুলি এক সময় আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল।

১৪ লোকরা রাজধানী, শহর ত্যাগ করবে। পরাসাদ ও দুর্গগুলি পরিত্যক্ত হবে। লোকরা ঘরে বসবাস করতে পারবে না। তারা গুহায় গিয়ে বাস করবে। বুনো গাধা ও মেষ শহরে বসবাস করবে। জীবজন্তুরা সেখানে ঘাস খেতে যাবে।

১৫ যতদিন না ঈশ্বর ওপর থেকে আমাদের জন্য তাঁর আত্মা প্রেরণ করেন ততদিন এটা চলতে থাকবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই মরুভূমি উত্তর ইসরায়েলের সুউর্বর আবাদি এলাকা কর্মিলে পরিণত হবে। ১৬ সেখানে ন্যায়বিচার বিচার করবে এবং কর্মিল

হবে সবুজ বনভূমির মত। সুবিচার সেখানে বিরাজ করবে। ১৭ এই ধার্মিকতা চিরকালের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা এনে দেবে। ১৮ আমার লোকরা এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ জায়গায় বাস করবে। আমার লোকরা নিরাপদ তাঁবুতে বাস করবে। তারা শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জায়গায় বাস করবে।

১৯ কিন্তু এই সকল ঘটনা ঘটান আগে জঙ্গলটার পতন ঘটাতে হবে। শহরটিকে পরাস্ত করতে হবে। ২০ এইসব লোকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিটি জল পূরণের ধারে ফসল বুনবে। তোমাদের গাধা এবং গবাদি পশুরা এর চারি দিকে ঘুরে বেড়াবে ও স্বাধীন ভাবে খাদ্যগ্রহণ করবে। তোমরা খুব সুখী হবে।

পরভূ তাঁর পরাকরম দেখাবেন

১ দেখ! তোমরা যারা তোমাদের কাছ থেকে কখনও কিছু চুরি করেনি, তাদের সঙ্গে বাগড়া করো আর তাদের জিনিস চুরি করো। তোমরা সেই সব লোকের বিপক্ষে যাবে, যারা কখনো তোমাদের বিপক্ষে যায়নি। তাই যখন তোমরা চুরি করা বন্ধ করবে অন্য লোকরা তখন তোমাদের কাছ থেকে চুরি করবে। তোমরা যখন অন্যের বিপক্ষে যাওয়া বন্ধ করবে তখন অন্য লোকরা তোমাদের বিপক্ষে যাওয়া শুরু করবে। তখন লোকরা বলবে,

২ “পরভূ আমাদের প্রতি সদয় হোন।

আমরা আপনার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছি।

প্রতিদিন সকালে আমাদের শক্তি দিন।

আমরা বিপদে পড়লে আমাদের রক্ষা করুন।

৩ আপনার শক্তিশালী রব লোকদের ভয়চকিত করে এবং তারা আপনার কাছ থেকে দূরে পালাতে চায়।

আপনার মহত্ব দেশগুলিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে।”

৪ যুদ্ধে তোমরা জিনিসপত্র চুরি করেছিলে। সেই সব জিনিস তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। অনেক অনেক লোক আসবে। তারা তোমাদের ধনসম্পদ নিয়ে যাবে। এটা অনেকটা সেই সময়ের মতো হবে যখন পতঙ্গরা এসে শস্য ক্ষেতের সব ফসল খেয়ে নেয়।

৫ পরভূ খুবই মহান। তিনি খুব উচ্চখানে বসবাস করেন। পরভূ সিয়োনকে সাধুতা এবং ধার্মিকতায় পূর্ণ করবেন।

৬ জেরুশালেম তুমি খুব ধনী। জেরুশালেমের লোক, তোমরা ঈশ্বরের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা পরিপূর্ণ। তোমরা পরিতরাণপরাণ্ড। তোমরা পরভূকে শ্রদ্ধা কর এবং এটাই তোমাদের ধনী করেছে। সুতরাং তোমরা জান যে তোমরা সেটি করা অব্যাহত রাখবে।

৭ কিন্তু শোন! বার্তাবাহকরা বাইরে কাঁদছে। যে সব বার্তাবাহকরা শান্তি আনছে তারাই খুব কাঁদছে। ৮ রাস্তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পথ দিয়ে কেউ হাঁটছে না। মানুষ তাদের তৈরি চুক্তি ভঙ্গ করেছে। লোকরা সাক্ষ্য, পরমাণ কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চাইছে না। কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করছে না। ৯ দেশ রুগ্ন ও মৃতপ্রায়। লিবানোন মারা যাচ্ছে। শারোণ উপত্যকা শুষ্ক ও শূন্য। একদা বাশন ও কর্মিলে সুন্দর গাছ জন্মাত, কিন্তু এখন শুকনো ও শূন্য।

১০ পরভূ বলেন, “আমি এখন উঠে দাঁড়াব এবং আমার মহত্ব দেখাব। এখন আমি মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠব।

১১ তোমরা অপরয়োজনীয় কাজ করছে। সেই সব কাজ হল খড় এবং খড়কুটোর মতো। সেই সবের কোন মূল্য নেই। তোমাদের আত্মা আঙনের মত হবে এবং তা তোমাদের পোড়াবে। ১২ লোকদের পোড়ানো হবে যতক্ষণ না তাদের হাড় চুনে পরিণত হয়। লোকরা কাঁটা ও বুনো আগাছার মত দ্রুত পুড়ে যাবে।

১৩ “তোমরা দূর দেশের লোক আমার কর্মের কথা শোন, তোমরা যে সব লোকরা আমার কাছে আছো তারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জান।”

১৪ সিয়োনের পাণীরা ভীত। যারা ভুল কাজ করেছিল তারা ভয়ে কাঁপছে। তারা বলছে, “এই ধ্বংসাত্মক আঙনের মধ্যে আমাদের কেউ কি বাঁচতে পারবে? এই অনন্ত আঙনের কাছে কে বাস করতে পারে?”

১৫ ভালো সৎ মানুষরা অন্যের টাকায় লোভ করে না। তাই তারা ঐ আঙনের মধ্যেও বসবাস করতে পারবে। যে সব লোকরা ঘৃণা নেয় না, যারা অন্য লোককে খুন করার পরিকল্পনার কথা শুনতে চায় না, যারা খারাপ কাজের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে না ১৬ তারাও উচ্চখানে নিরাপদে বাস করবে। উঁচু কেল্লার দ্বারা তারা সুরক্ষিত থাকবে। এইসব লোকদের কাছে সব সময় জল ও খাবার থাকবে।

১৭ তোমাদের চোখ রাজাকে তাঁর সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে। তোমরা অনেক দূরের সেই ভূখণ্ডটি দেখতে পাবে। ১৮-১৯ তোমরা তোমাদের অতীতের সমস্যার কথা ভাববে। তোমরা ভাববে, “কোথায় গেল সেই বিদেশীরা যারা কথা বললে তাদের কথা বুঝতাম না? কোথায় সেই ভিন্ দেশী কর্মী ও কর আদায়কারী দল? কোথায় গেল সেই চররা যারা আমাদের প্রতিরক্ষা দুর্গগুলির গণনা করত? তারা সবাই চলে গিয়েছে।”

ঈশ্বর জেরুশালেমকে রক্ষা করবেন

২০ সিয়োনের দিকে তাকাও। এই শহরটি আমাদের ধর্মীয় ছুটির দিনের জন্য। জেরুশালেমের দিকে তাকাও যা একটি সুন্দর বিশ্রামের জায়গা। জেরুশালেম একটা তাঁবুর মতো যাকে কখনও সরানো যাবে না। যে পেরেকগুলি তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রেখেছে তাদের কখনও উপড়ে ফেলা যাবে না। তার দড়িগুলি কখনো ছিড়ে যাবে না। ২১-২৩ কারণ পরভু সর্বশক্তিমান সেখানে রয়েছেন। এই দেশ ছোট ও বড় নদী বেষ্টিত জায়গা। কিন্তু এই নদীগুলিতে শতরুদ্র নৌকা বা শক্তিশালী জাহাজ থাকবে না। তোমরা যারা এই নৌকোগুলোতে কাজ করছ, তারা এই দড়িগুলি নিয়ে কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারো। তোমরা মাস্তুলকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারো না। তোমরা তোমাদের পাল খুলতে পারবে না। কারণ পরভু আমাদের বিচারক। পরভু আমাদের বিধি প্রণেতা। পরভুই আমাদের রাজা। তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাই তিনি আমাদের যথেষ্ট সম্পদ দেন। এমনকি পশু লোকেরা যুদ্ধ থেকে পরচুর সম্পদ লাভ করবে। ২৪ সেখানে বাস করা কোনও লোকই বলবে না যে “আমি রুগ্ন।” পাপমুক্ত লোকরাই সেখানে বাস করবে।

ঈশ্বর তাঁর শতরুদ্রদের শান্তি দিবেন

৩৪ ১ সমস্ত জাতিসমূহ, আমার কথা শোন! খুব কাছে এসে তোমাদের এই কথা শোনা উচিত। পৃথিবীর এবং পৃথিবীর সব লোক এইসব কথা শোন। ২ পরভু সমস্ত জাতি এবং তাদের সৈন্যদের পুরতি করুক। তিনি তাদের সকলকে ধ্বংস করবেন। তিনি তাদের হত্যা করাবেন। ৩ তাদের দেহগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোবে। তাদের রক্ত পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়বে। ৪ পাকানো কাগজের মত আকাশ গুটিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। নক্ষত্ররা মারা যাবে এবং দুরাক্ষাগাছের পাতা বা ডুমুর পাতার মতো তাদের পতন হবে। আকাশের সব নক্ষত্র নষ্ট হয়ে যাবে। ৫ পরভু বলেন, “এসব ঘটবে যখন আকাশে আমার তরবারি রক্ত দ্বারা পরিতুষ্ট হবে।”

দেখ! পরভুর তরবারি ইদোমকে কেটে দিব্যগিত করবে। পরভু এইসব লোকদের ওপর তাঁর বিচার জারি করেছেন এবং তাদের অবশ্যই মৃত্যু হবে। ৬ কারণ পরভু মনে করেন ইদোম ও ইদোমের শহর বসরার ধ্বংসের সময় এসেছে। ৭ সুতরাং মেঘ, গবাদি পশু ও শক্তিশালী ঘোড়াদের ধ্বংস করা হবে। তাদের রক্তে দেশ পূর্ণ হবে। তাদের চর্বিতে ভূমি আচ্ছাদিত হবে।

৮ এইসব জিনিসগুলি ঘটবে কারণ পরভু শান্তির সময় নির্ধারণ করেছেন। যে সব লোক সিয়োনের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে তাদের শান্তি দেবার জন্য পরভু একটি বছর বেছে নিয়েছেন। ৯ ইদোমের নদীসমূহ গরম আলকাতারার মতো হবে। ইদোমের মাটি হবে পোড়া গন্ধকের মতো। ১০ সারা দিনরাত জ্বলবে আগুন। কেউ সেই আগুন নেভাতে পারবে না। ইদোম থেকে ধোঁয়া উঠতেই থাকবে। এই দেশ চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। লোকেরা আর কখনো ঐ দেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। ১১ পাখি এবং ক্ষুদ্র প্রাণীরা এই দেশকে দখল করে নেবে। পৈঁচা ও দাঁড়কাকরা সেখানে বসবাস করবে। বিশৃঙ্খলার ফিতে এবং বিভ্রান্তির পাথর দিয়ে সেই দেশকে মাপা হবে। ১২ ওখানকার নেতারা এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা শাসন করবার মত কিছু পাবে না। কারণ ততদিনে তারা সবাই মৃত।

১৩ সমস্ত সুন্দর বাড়িগুলিতে কাঁটা ও বন্য ঝোপঝাড় জন্মাবে। বন্য কুকুর ও পৈঁচা সে সকল বাড়িতে বসবাস করবে। বন্য জন্তুরা সেখানে বাস করবে। বড় পাখিরা ওখানে গজিয়ে ওঠা ঘাসের মধ্যে বাস করবে। ১৪ বন্য বিভালারা বন্য কুকুরের সঙ্গে এক সাথে বাস করবে। বন্য ছাগল তাদের বন্ধুদের ডাকবে। নিশাচর পশুরা সেখানে খুঁজে পাবে বিশ্রামস্থল। ১৫ সেখানে সাপরা বাসা বাঁধবে। তারা সেখানে ডিম পাড়বে। তারা ছায়ায় আশ্রয় নেবে এবং সেখানে ডিম ফোটাতে। কিন্তু বাজপাখিরাও সেখানে একের পর এক এসে জুটবে।

১৬ পরভুর বইটির মধ্যে খুঁজে দেখ এবং পড়। একটা জিনিসও বাদ যাবে না। সেখানে লেখা আছে যে ঐ সকল প্রাণীদের একজনও নিশ্চিহ্ন হবে না। একজনও সঙ্গীহীন হবে না। ঈশ্বর এই আদেশ দিয়েছেন এবং ঈশ্বরের আত্মা তাদের একত্রিত করেছে। ১৭ ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের সম্বন্ধে তিনি কি করবেন। তারপর ঈশ্বর তাদের জন্য একটা জায়গা নির্বাচন করবেন। ঈশ্বর একটি গণ্ডি কেটে তাদের জায়গা দেখিয়ে দিবেন। সুতরাং প্রাণীরা সেই জায়গাকে চিরকালের জন্য দখল করে নেবে। সেখানে তারা বসবাস করবে বছরের পর বছর।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের আরাম দিবেন

৩৫ ১ শুষ্ক মরুভূমি খুশি হয়ে উঠবে। মরুভূমি আনন্দিত হবে এবং বেড়ে উঠবে ফুলের মতো। ২ মরুভূমি পরিপূর্ণ হবে ফুলের বাগানে এবং নিজের খুশীর কথা প্রকাশ করবে। মনে হবে যেন মরুভূমি আনন্দে নাচছে। মরুভূমি উত্তর ইসরায়েলের পাইন গাছের জন্য বিখ্যাত লিবানোনের বনাঞ্চলের মতোই সুন্দর হয়ে উঠবে। মরুভূমি মনোরম হয়ে উঠবে কর্মিল পাহাড় ও শারোণ উপত্যকার মতো। এটা ঘটবে কারণ সব লোক পরভুর অপার মহিমা দেখতে পাবে। আমাদের ঈশ্বরের সৌন্দর্য মানুষ দেখতে পাবে।

৩ দুর্বল বাহুকে শক্ত কর। দুর্বল হাঁটুকে শক্ত কর।^৪ লোকরা ভীত ও বিভ্রান্ত। সেই সব লোকদের বল, “শক্ত হও! ভীত হয়ো না!” দেখ, তোমাদের ঈশ্বর আসবেন এবং তোমাদের শত্রুদের শাস্তি দেবেন। তিনি আসবেন এবং তোমাদের পুরস্কৃত করবেন। পরভু আসবেন এবং তোমাদের রক্ষা করবেন।^৫ তখন অন্ধ মানুষরা চোখে দেখতে পারবে। তাদের চোখ খুলে যাবে। তখন বধিররা শুনতে পাবে। তাদের কান খুলে যাবে।^৬ পঙ্গু মানুষরা হরিণের মতো নেচে উঠবে এবং যারা এখন কথা বলতে পারে না তারা গিয়ে উঠবে সুখের সঙ্গীত। বসন্তের জল যখন মরুভূমিতে প্রবাহিত হবে তখনই এসব ঘটবে। বসন্ত নেমে আসবে গুরু জমিতে।^৭ এখন লোকরা মরীচিকাকে দেখছে জলের মতো কিন্তু সেই সময় আসবে প্রকৃত জলপ্রবাহ। গুরু জমিতে কুয়ো থাকবে। মাটির তলা থেকে জল নিঃসৃত হবে। এক সময় যেখানে বন্য জন্তুর রাজত্ব করত সেখানে লম্বা জলজ উদ্ভিদ জন্মায়ে।

^৮ সেই সময় সেখানে একটা রাস্তা হবে। এই দীর্ঘ সড়ককে “পবিত্র সড়ক” নামে অভিহিত করা হবে। পাপী মানুষদের সেই পথ দিয়ে হাঁটতে অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সব নির্বোধ লোকরা ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করে না তারা সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে না। একমাত্র ভালো লোকরাই সেই পথে হাঁটার যোগ্য হবে।^৯ সেই রাস্তায় কোন বিপদ থাকবে না। মানুষকে আঘাত করার জন্য সেই রাস্তায় কোন সিংহ থাকবে না। সেই রাস্তায় কোন ভয়ঙ্কর জন্তু থাকবে না। ঈশ্বর দ্বারা যে সব লোকরা রক্ষা পেয়েছে তারা এই পথ দিয়ে হাঁটবে।

^{১০} ঈশ্বর তাঁর লোকদের মুক্ত করবেন এবং সেই সব লোক তাঁর কাছে ফিরে আসবে। সেই লোকরা যখন সিয়োনে আসবে তখন তারা খুশি হবে। তারা চিরকালের মতো সুখী হবে। তাদের সুখ হবে তাদের মাথার রাজমুকুটের মতো। আনন্দ ও খুশীতে তারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। দুঃখ ও যন্ত্রণা তাদের কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে চলে যাবে।

অশুরদের যিহূদা আক্রমণ

৩৬ ^১ যিহূদার রাজা হিক্কিয়ের ১৪ বছরের রাজত্বকালে অশুরের রাজা সনহেরীব যিহূদার দুর্ভেদ্য নগরগুলিতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সনহেরীব সেই শহরগুলিকে পরাস্ত করেন।^২ সনহেরীব বিশাল সেনাদল সহ তাঁর সেনাপতিকে জেরুশালেমের রাজা হিক্কিয়ের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। সেনাপতি ও তার সেনাদল লাশীশ ত্যাগ করে জেরুশালেমে যায়। তারা ধোপার মাঠে যাওয়ার পথে যে উচ্চতর পুষ্করিনীটি আছে তার জলের নলের কাছে থেমেছিল।

^৩ জেরুশালেম থেকে সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে তিনজন মানুষ যায়। এরা ছিলেন হিক্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম, আসফের পুত্র যোয়াহ ও শিবন। ইলিয়াকীম ছিলেন পরাসাদের পরিচালক। যোয়াহ ছিলেন নথীরক্ষক এবং শিবন ছিলেন রাজপরিবারের সচিব।

^৪ সেনাপতি তাদের বলল, “অশুরের মহান রাজা যা বলেন তা হিক্কিয়কে গিয়ে বল। কথাটা হল:

“তোমরা কাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা কর? ^৫ আমি বলি, তোমরা যদি ক্ষমতা ও সুপারামর্শের সাহায্যে যুদ্ধ করার ওপর আস্থাশীল হও—সেটা তখন হবে অপ্রয়োজনীয়। ওসব কিছুই নয়, নিছকই বুলি মাত্র। এখন আমি জানতে চাই যে কার ওপর তোমরা এত নির্ভর করছ যে আমার বিরুদ্ধে বিদেহা করতে চাও? ^৬ তোমরা কি মনে কর মিশর তোমাদের সাহায্য করবে? মিশর ভাঙা লাঠির মতো। তোমরা যদি সমর্থনের জন্য সেই লাঠির ওপর ভর দাও, তবে এটা তোমাদের আঘাত করবে এবং তোমাদের হাতের মধ্যে গর্তের সৃষ্টি করবে। মিশরের রাজা ফরোণের ওপর সাহায্যের বিষয়ে কেউই আস্থা রাখতে পারে না।

^৭ “কিন্তু তোমরা হয়তো বলতে পারো, “আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের ওপর সাহায্যের ব্যাপারে আস্থাশীল।” কিন্তু আমি জানি যেখানে লোকরা প্রভুর উপাসনা করত সেই সব বেদী এবং পবিত্র স্থানগুলিকে হিক্কিয় ধ্বংস করেছে এবং হিক্কিয় যিহূদা ও জেরুশালেমের লোকদের বলছে, “তোমাদের শুধুমাত্র জেরুশালেমের এই বেদীটিতে উপাসনা করা উচিত।”

^৮ “যদি তোমরা এখনও যুদ্ধ করতে চাও তবে আমার মনিব অশুরদের সমরাত তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন। আমি প্রতিশ্রুতি করছি তোমরা যদি ষোড়ায় চড়ার জন্য যথেষ্ট মানুষ জোগাড় করতে পার তবে আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য ২০০০ ঘোড়া দেব। ^৯ কিন্তু তবুও তোমরা আমার মনিবের নিমন্তনের কোন সেনানায়ককেও পরাস্ত করতে পারবে না। তবু কেন তোমরা মিশরের রথসমূহ ও অশবাহিনী সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর কর?

^{১০} “এখন তোমরা কি মনে কর আমি প্রভুর সাহায্য ছাড়াই এই দেশ ধ্বংস করতে এসেছি? প্রভু আমাকে বলেছেন, “এই দেশটি আক্রমণ কর এবং এটাকে ধ্বংস কর।””

^{১১} তখন ইলিয়াকীম, শিবন ও যোয়াহ সেনাপতিকে বলেন, “অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে অরামীয় ভাষায় কথা বলুন। আমরা এই ভাষা বুঝি। যিহূদার ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, কারণ শহরের দেওয়ালের ওপর যে লোকরা বসে আছে তারা আপনার কথা শুনতে পাবে এবং বুঝতে পারবে।”

১২ কিন্তু সেনাপতি বলল, “আমার পুত্রু শুধুমাত্র তোমাদের ও তোমাদের মনিবের সঙ্গে কথা বলতে পাঠান নি। আমার মনিব পুরাচীরে বসে থাকা লোকদের সঙ্গেও কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। ঐসব লোকদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও জল থাকবে না। তোমাদের মতো, ওদেরও নিজেদের বর্জ্য পদার্থ ও নিজেদের পুত্রস্রাব খেতে হবে।”

১৩ তখন সেনাপতি ইহুদী ভাষায় জোরে চোঁচিয়ে উঠল,

১৪ মহান রাজা, অশুরের রাজার বার্তা শোন: “হিক্কিয়কে তোমাদের ঠকাবার সুযোগ দিও না। আমার ক্ষমতা থেকে সে তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।” ১৫ হিক্কিয়ের কথা বিশ্বাস করো না। সে বলবে, “পুরভুর প্রতি আস্থাশীল হও! পুত্রু আমাদের রক্ষা করবেন। পুত্রু অশুরদের রাজাকে এই শহরকে পরাস্ত করতে দেবেন না। এসব কথা বিশ্বাস করবে না।”

১৬ “তোমরা হিক্কিয়ের ওসব কথা শুনো না। অশুর রাজার কথা শোন। অশুর রাজা বলেন, “আমাদের চুক্তি করা উচিত। তোমরা শহরের বাইরে আমার কাছে এসো। তখন সব মানুষই ঘরে ফেরার জন্য মুক্ত হবে। পরত্যাগ মানুষ তার বাগান থেকে দ্রাক্ষা খাওয়ার বিষয়ে মুক্ত হবে। এবং পরত্যাগ মানুষই তার ডুমুর গাছ থেকে ডুমুর খেতে পারবে। পরত্যাগ মানুষ তার নিজের কুয়ো থেকে জল পান করতে পারবে।” ১৭ যতদিন পর্যন্ত আমি না আসব এবং তোমাদের পরত্যাগকে তোমাদের নিজেদের দেশের মতো একটি দেশে নিয়ে যেতে পারব, ততদিন পর্যন্ত তোমরা এটা করতে পারবে। সেই নতুন দেশে তোমরা ভাল শস্য ও নতুন দ্রাক্ষারস, রুটি ও দ্রাক্ষার বাগান পাবে।”

১৮ “হিক্কিয়কে তোমাদের পরত্যাগ করতে দিও না। সে বলে, “পুরভু আমাদের রক্ষা করবে।” কিন্তু আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, অন্য দেশ সমূহের কোন দেবতা কি অশুরদের রাজার হাত থেকে তাদের দেশসমূহ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে? না! ১৯ হমাতের ও অর্পদের দেবতার কোথায়? তারা পরাস্ত! সফরীয়িমের দেবতার কোথায়? তারা পরাজিত হয়েছে। তারা কি শমরিয়াকে আমার ক্ষমতা থেকে রক্ষা করেছিল? না! ২০ অন্য দেশসমূহের কোন দেবতা কি আমার হাত থেকে তাদের দেশ রক্ষা করেছে? না! পুত্রু কি জেরুশালেমকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন? না!”

২১ কিন্তু জেরুশালেমের লোকরা নীরব হয়ে থাকল যেহেতু রাজা হিক্কিয় নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু তারা সেনাপতিকে কিছুই বলল না। কারণ রাজার আদেশ ছিল, “তাকে কিছু বোলো না।”

২২ তারপর পরাসাদের পরিচালক ইলিয়াকীম (হিক্কিয়ের পুত্র), রাজপরিবারের সচিব শিবন এবং নবীরক্ষক যোয়াহ (আসফের পুত্র) হিক্কিয়ের কাছে গেলেন। তাঁরা নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করবার জন্য তাঁদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেললেন। তাঁরা হিক্কিয়কে অশুরের যাবতীয় বক্তব্য শোনালেন।

হিক্কিয় ঈশ্বরের কাছে সাহায্যপ্রার্থী

৩৭ ১ রাজা হিক্কিয় ঐসব ঘটনার কথা শুনেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দুঃখ দেখানোর জন্য নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর হিক্কিয় দুঃখের বিশেষ পোশাক পরলেন এবং পুত্রু মন্দিরে গেলেন।

২ হিক্কিয় পরাসাদের পরিচালক ইলিয়াকীম, রাজপরিবারের সচিব শিবন ও যাজকদের মধ্যে পুরবীণদের আমোসের পুত্র ভাববাদী যিশাইয়র কাছে পাঠালেন। তাঁরা দুঃখ পরদর্শনের জন্য বিশেষ পোশাক পরেছিলেন। ৩ ঐরা যিশাইয়কে বললেন, “রাজা হিক্কিয় তাদের আদেশ দিয়েছেন যে আজ দুঃখ ও কষ্ট ভোগের বিশেষ দিন। আজকের দিনটি হবে খুব দুঃখের। আজকের দিনটা হবে সেই দিনটার মতো যখন কোন শিশুর জন্মানোর সময় হয়ে যাবে অথচ মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে আসার মতো বলশালী না হওয়ায় সে বেরোতে পারবে না। ৪ সেনাপতির মনিব, অশুরদের রাজা তাকে জীবন্ত ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করতে পাঠিয়েছে। তোমাদের পুত্রু ঈশ্বরের হয়তো ঐসব বিষয়গুলি শুনতেও পারেন। পুত্রু হয়তো প্রমাণও করবেন যে শত্রুরা ভুল করছে। সুতরাং যে সব লোকরা বেঁচে আছে তাদের জন্য প্রার্থনা কর।”

৫ রাজা হিক্কিয়ের আধিকারিকরা যিশাইয়র কাছে উপস্থিত হন। ৬ যিশাইয় তাদের বললেন, “তোমরা তোমাদের মনিব হিক্কিয়কে জানাও: পুত্রু বলেন, ‘সেনাপতির কথা শুনে ভীত হতে হবে না! অশুর রাজের “নাবালকরা” আমার নামে যেসব কুৎসা করেছে সেগুলি বিশ্বাস করবে না। ৭ দেখো আমি অশুরের বিরুদ্ধে একটি আত্মা পাঠাব। অশুরের রাজা তার দেশের বিপদ সম্পর্কিত একটি সতর্কবার্তা পাবে। সুতরাং সে তার দেশে ফিরে যাবে। সেই সময় আমি তাকে তার দেশেই তরবারির আঘাতে হত্যা করব।”

অশুর সেনার জেরুশালেম ত্যাগ

৮ রাজা অশুর একটি খবর পেল। ৯ সেই খবরে বলা ছিল, “কুশদেশের রাজা তির্কঃ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে।” সুতরাং অশুররাজ লাক্ষী ত্যাগ করে লিবনা চলে গেলেন। সেনাপতি এই বার্তা পেয়ে লিবনাত যুদ্ধরত অশুররাজের কাছে চলে গেলেন।

সে হিক্কিয়ের কাছে দূত পাঠাল। দূতকে বলল, ১০ “তুমি যিহুদা রাজ হিক্কিয়কে এই কথাগুলি বল:

‘তোমরা যে ঈশ্বরের ওপর আস্থাশীল তার দ্বারা বোকা হয়ো না। একথা বলো না যে, “ঈশ্বর জেরুশালেমকে অশূররাজের কাছে পরাজিত হতে দেবে না।”’^{১১} তোমরা শুনেছ অশূরের রাজা অন্যায় দেশের কি অবস্থা করেছে। সে তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। তাহলে তোমরা কি রেহাই পাবে? না!^{১২} তাদের সেই দেবতারা কি তাদের রক্ষা করেছিল? না! আমার পূর্বপুরুষরাই তাদের সকলকে ধ্বংস করেছে। তারা গোষণ, হারণ, রেতসফ এবং তলঃসর নিবাসী এদনের লোকদের ধ্বংস করেছে।^{১৩} হমাতের রাজা কোথায়? অর্পদের রাজা কোথায়? সফর্বয়িম নগরের রাজা কোথায়? কোথায় হেনা ও ইব্বার রাজা? তারা সকলেই বিনাশপরাণ্ড! তারা সকলেই ধ্বংস হয়েছে।”

ঈশ্বরের কাছে হিষ্কিয়ের মিনতি

^{১৪} হিষ্কিয় বার্তাবাহকের হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি প্রভুর মন্দিরে গেলেন। তারপর তিনি চিঠিগুলো খুলে প্রভুর সামনে রাখলেন।^{১৫} হিষ্কিয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন। বললেন: ^{১৬} “সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আপনি করুণ দূতদের ওপরে রাজার মত বসে রয়েছেন। আপনি, একমাত্র আপনিই পৃথিবীর সব রাজ্যের শাসক। আপনিই পৃথিবী ও স্বর্গের সৃষ্টিকর্তা।^{১৭} প্রভু অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন। প্রভু, চোখ মেলে বার্তাটির দিকে তাকান। জীবন্ত ঈশ্বর, আপনাকে অপমান করবার জন্য সনহেরীব যেসব কথা লিখেছেন সেগুলি দয়া করে শুনুন।^{১৮} এটাই সত্য, প্রভু। অশূরের রাজা সেই সব দেশগুলিকে বিনাশ করেছে।^{১৯} সেই সব দেশের মূর্তিদেরও অশূররাজ পুড়িয়েছে। কিন্তু তারা সত্যিকারের দেবতা ছিল না। তারা ছিল কেবল মানুষের তৈরি কাঠ ও পাথরের মূর্তি। সেই কারণেই অশূররাজ তাদের ধ্বংস করতে পেরেছিল।^{২০} কিন্তু আপনিই প্রভু, আমাদের ঈশ্বর! সুতরাং অশূররাজের কবল থেকে আমাদের রক্ষা করুন। তাহলে অন্যায় সমস্ত দেশগুলিও জানতে পারবে যে আপনিই প্রভু, আপনিই একমাত্র ঈশ্বর।”

হিষ্কিয়কে ঈশ্বরের উত্তর

^{২১} তখন আমোসের পুত্র যিশাইয় হিষ্কিয়ের এই বার্তা পাঠালেন। বার্তাটিতে তিনি বললেন, “প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, ‘তোমরা অশূরের রাজা সনহেরীবের বার্তার বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছিলে আমি তা শুনেছি।’

^{২২} “এটা হল সনহেরীবের বিষয়ে প্রভুর বার্তা:

‘অশূরের রাজা, সিয়োনের কুমারী কন্যা (জেরুশালেম) তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না।

তোমার জন্য সে হাসে।

জেরুশালেম কন্যা, তোমাকে নিয়ে সে মজা করে।

^{২৩} কিন্তু তুমি কাকে অপমান ও বিদ্রূপ করেছ?

কার বিরুদ্ধে তুমি কথা বলেছ?

তুমি ইস্রায়েলের পবিত্রতমরই বিরোধী ছিলে।

তুমি এমন হাবভাব করলে যেন তুমি ঈশ্বরের চেয়ে অনেক ভালো।

^{২৪} তুমি তোমার আধিকারিকদের প্রভু, আমার ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করতে পাঠিয়েছিলে।

তুমি বলেছিলে, “আমি খুব ক্ষমতাসম্পন্ন।

আমার বহু যুদ্ধযান আছে।

আমার শক্তি দিয়েই আমি লিবানোনকে পরাস্ত করেছিলাম।

আমি লিবানোনের সর্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ করেছিলাম।

আমি লিবানোনের মহান গাছগুলিকে কেটে ফেলে দিয়েছিলাম।

আমি উচ্চতম পর্বতগুলিতে এবং অরণ্যের গভীরতম অংশে এসেছিলাম।

^{২৫} আমি কূপসমূহ খনন করেছিলাম এবং নতুন জায়গা থেকে জলপান করেছিলাম।

আমি আমার হাতের তালু দিয়ে মিশরের নদীকে শূন্য করে দিয়েছিলাম

এবং ঐ দেশের ওপর হেঁটে গিয়েছিলাম।”

^{২৬} ‘আমি যা বলেছিলাম তুমি কি তা শোননি?’

আমি (ঈশ্বর) অনেকদিন আগে পরিকল্পনা করেছিলাম।

আমি প্রাচীনকালেই পরিকল্পনা করেছিলাম।

এবং এখন আমি তা ঘটাব।

আমি তোমাদের শক্তিশালী শহরগুলিকে ভেঙে ফেলতে

এবং সেগুলিকে পাথরের স্তূপে পরিণত করতে দিয়েছিলাম।

^{২৭} এই শহরগুলির লোকগুলোর কোন ক্ষমতা ছিল না।

তারা ছিল ভীত ও বিভ্রান্ত ।
 তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যেন
 এখুনি ওদের প্রায় ঘাসের মত কেটে ফেলা হবে ।
 বাড়ির ফাটলে গজিয়ে ওঠা ঘাস যেমন বড় হবার আগে মরে যায়,
 তেমনিই শহরবাসীদের অবস্থা ছিল ।
 ২৮ আমি তোমাদের যুদ্ধের বিষয় সব জানি ।
 আমি তোমাদের বিশ্রামের বিষয়েও জানি ।
 যখন তোমরা যুদ্ধে যাও তাও আমি জানি ।
 আমি জানি কখন তোমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আস ।
 কখন তোমরা আমার ওপর রেগে গিয়েছিলে তাও আমি জানি ।
 ২৯ হুয়াঁ, তোমরা আমার ওপর রেগে ছিলে ।
 আমি তোমাদের গর্বিত বিদ্রূপ শুনেছি ।
 তাই আমি তোমাদের নাকে লাগাম দেব ।
 এবং মুখে লাগাব ধাতব লাগাম ।
 তারপর তোমরা যে পথ দিয়ে এসেছ
 সেই পথ দিয়েই তোমাদের ফেরাব ।”

হিক্কিয়দের প্রতি প্রভুর বার্তা

৩০ তখন প্রভু হিক্কিয়কে বললেন, “আমি তোমাকে একটি চিহ্ন দেখাব । সেই চিহ্ন প্রমাণ করবে যে এই কথাগুলি সত্যি ।
 তোমরা বীজ বপন করতে সক্ষম ছিলে না, অতএব এই বছর তোমরা গত বছরের শস্য থেকে আপনিই জমানো শস্য খাবে ।
 কিন্তু তিন বছরেই তুমি তোমার নিজের কোন বীজ থেকেই খাবার মতো ফসল পাবে । তুমিই সেই বীজগুলি লাগাবে এবং যথেষ্ট
 পরিমাণে খাদ্যশস্য পাবে । তুমি দরাক্ষাগাছ রোপণ করবে এবং তার ফল খাবে ।

৩১ “যিহূদা পরিবারের সদস্যরা যারা পালিয়ে গিয়েছিল এবং যারা জীবিত রয়েছে তারা আবার বাড়তে থাকবে । তারা হবে
 সেই সব গাছের মত যাদের শিকড় মাটির অনেক গভীরে থাকে আর ফল থাকে মাটির ওপরে । ৩২ কারণ এখনও কেউ কেউ
 বেঁচে থাকবে । তারা জেরুশালেমের বাইরে চলে যাবে । সিয়োন পর্বত থেকে জীবিতরা আসতে থাকবে ।” সর্বশক্তিমান প্রভুর
 গভীর ভালোবাসা এইসব ঘটাবে ।

৩৩ তাই প্রভু অশুরের রাজার বিষয়ে একথা বলেন:

“সে এই শহরে আসবে না ।
 সে এই শহরের দিকে তীর ছুঁড়বে না ।
 সে এই শহরে তার বর্ম আনবে না ।
 এই শহরকে আক্রমণ করতে সে ঢিবি বানাতে না ।
 ৩৪ সে তার আসার পথে ফিরে যাবে ।

সে এই শহরে ফিরে আসবে না ।

প্রভু এইসব বলেন!

৩৫ আমি এই শহরটিকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেব ।

আমি আমার নিজের জন্য এবং সেবক দায়ীদের জন্য এসব করব ।”

৩৬ সেই রাতে প্রভুর দূত অশুরের শিবিরে গিয়ে ১৮৫,০০০ লোককে হত্যা করলেন । সকালে উঠে লোকেরা দেখল যে
 চারিদিকে শবদেহ ছড়ানো । ৩৭ তাই অশুররাজ সনহেরীব নীনবীতে ফিরে গিয়ে সেখানেই বসবাস করা শুরু করল ।

৩৮ একদিন সনহেরীব তার দেবতা নিমেরাকের মন্দিরে গিয়ে তার উপাসনা করছিল । সেই সময় তার দুই পুত্র অদরয়েলক
 ও শরেৎসর তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করল । তারপর তারা অরারট দেশে পালাল । আর সনহেরীব পুত্র এসর-হদোন
 অশুরের নতুন রাজা হল ।

হিক্কিয়ের অসুস্থতা

৩৯ সেই সময় হিক্কিয় অসুস্থ হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন । আমোসের ভাববাদী মিশাইয় তাঁকে দেখতে যান । মিশাইয়
 রাজাকে বললেন, “প্রভু আমাকে এই কথাগুলি আপনাকে বলতে বলেছেন: ‘তুমি শীঘ্র মারা যাবে । সুতরাং তুমি
 তোমার পরিবার পরিজনকে জানিয়ে যাও তোমার মৃত্যু হলে তাদের কি করা উচিত । তুমি আর সুস্থ হয়ে উঠবে না ।’”

২ হিক্কিয় উপাসনা গৃহের দিকে মুখ করে প্রার্থনা শুরু করলেন। তিনি বললেন, “প্রভু স্মরণ করে দেখুন আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার প্রকৃত সেবা করছি। আপনি যেসব জিনিসকে ভাল বলেছেন আমি কেবল সে সবই করছি।” তারপর হিক্কিয় কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

৪ যিশাইয় প্রভুর কাছ থেকে এই বার্তা পেলেন: ৫ “হিক্কিয়ের কাছে গিয়ে তাকে বল যে প্রভু তোমার পূর্বপুরুষ দায়ুদের ঈশ্বর বলেছেন, “আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি। আমি তোমার চোখের জল দেখেছি, তাই আমি তোমার আয়ু আরো ১৫ বছর বাড়িয়ে দেব। ৬ আমি তোমাকে এবং এই শহরকে অশুর রাজের হাত থেকে রক্ষা করব।”

২১ **তারপর যিশাইয় হিক্কিয়কে বললেন, “প্রভুর কাছ থেকে এমন কি সঙ্কেত পেয়েছেন যে তার থেকে প্রমাণিত হয় আমি আবার ভালো হয়ে উঠব?”

২২ ††হিক্কিয় যিশাইয়কে জিজ্ঞেস করলেন, “এমন কি সঙ্কেত যার থেকে বোঝা যাবে যে আমি আবার প্রভুর মন্দিরে যেতে সক্ষম হব?”

৭ প্রভু যা যা করবেন বলেছিলেন তার জন্য এই সেই প্রভুর সঙ্কেত চিহ্ন: ৮ “তোমার সময় নির্ণায়ক সৌরঘড়ি আহসের সিঁড়ির দিকে তাকাও। দশ পা পিছিয়ে আসার জন্য আমি সিঁড়িতে ছায়া তৈরি করছি। সূর্যের ছায়া দশ ধাপ ফিরে যাবে যেখানে আগে সেটি ছিল।” সেই সময় যিশাইয় হিক্কিয়কে বললেন, “তুমি ডুমুর ফল খেঁতো করে তোমার ক্ষত ঘায়ের ওপর রাখ। তারপর তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।”

৯ হিক্কিয় সুস্থ হওয়ার পর চিঠি লেখেন। চিঠিটি হল:

১০ আমি মনে মনে বলেছিলাম বৃদ্ধ হবার জন্য বাঁচব।

তবে সেই সময়টা ছিল আমার মৃত্যুপথযাত্রী লোকদের মতো পাতালের ফটকে যাওয়ার সময়।

এখন আমার সমস্ত সময় আমি সেখানেই অতিবাহিত করব।

১১ সুতরাং আমি বলেছিলাম: “জীবিতদের দেশে আমি আর কখনও প্রভু ইয়াকে দেখতে পাবো না।

আমি আর কখনও পৃথিবীতে লোকদের জীবিত দেখতে পাব না।

১২ আমার জীবনকে তছনছ করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তাঁতী যেমন তাঁত থেকে কাপড়ের টুকরো কেটে নেয় তেমন করে আমি আমার জীবনকে কেটে ছোট করেছি।

এক দিনেই আপনি আমায় শেষ করে দিয়েছেন।

১৩ সারা রাত ধরে আমি সিংহের মত চিৎকার করে কেঁদেছিলাম।

কিন্তু সিংহের হাড় খাবার মত আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চূরমার হয়ে গিয়েছিল।

মাত্র এক দিনে আপনি আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন।

১৪ আমি একটি ঘুঘুর মতো কেঁদেছিলাম,

আমার চোখগুলি ক্লান্ত হয়েছিল,

কিন্তু তবুও আমি স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আমার প্রভু, মাত্র একদিনের মধ্যে আপনি আমার জীবনের পরিসমাপ্তি এনেছেন।

আমি খুবই সংকটের মধ্যে রয়েছি।

আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিন।”

১৫ আমি কি বলতে পারি?

আমার প্রভু আমাকে বলেছিলেন কি কি ঘটবে

এবং তিনিই সে ব্যক্তি যিনি সে সব ঘটাবেন!

এইসব সমস্যা বরাবরই আমার আত্মায় রয়েছে।

তাই গোটা জীবন ধরেই আমি এখন নম্র থাকব।

১৬ প্রভু আমার এই কঠিন সময়কে আমার আত্মার পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যবহার করুন।

আমার আত্মাকে শক্ত ও স্বাস্থ্যবান করতে সহায়তা দান করুন।

আমাকে সুস্থ হতে সাহায্য করুন।

আমাকে পুনরায় বাঁচতে সাহায্য করুন।

১৭ দেখ আমার সমস্যা চলে গেছে।

এখন আমার শান্তি আছে।

** ৩৮:২১ এই পদটি হিব্রু মূল পাঠের শেষে দেওয়া হয়েছে।

†† ৩৮:২২ এই পদটি হিব্রু মূল পাঠের শেষে দেওয়া হয়েছে।

আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন।
 আপনি আমাকে কবরে পচতে দেননি।
 আপনি আমার সব পাপকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।
 দূরে ফেলে দিয়েছেন।
 ১৮ মৃত লোকরা আপনার প্রশংসার গান গায় না।
 পাতালে লোকরা আপনার প্রশংসা করে না।
 মৃত লোকরা সাহায্যের জন্য আপনার উপর বিশ্বাস রাখে না।
 তারা মাটির ভেতরে একটা গর্তে চলে যায়।
 আর, কখনও কথা বলতে পারে না।
 ১৯ লোকরা যারা আজ আমার মত বেঁচে আছে,
 তারা আপনার প্রশংসা করে।
 একজন পিতার তার সন্তানদের বলা উচিত যে আপনার প্রতি আস্থা রাখা যায়।
 ২০ তাই আমি বলি: “প্রভু আমাকে রক্ষা করেছেন।
 তাই আমরা প্রভুর মন্দিরে জীবনভর গান গেয়ে এবং গান বাজিয়ে যাব।”

বাবিলের বার্তাবাহকরা

১ এ সময়, বলদনের পুত্র মরোদক-বলদন বাবিলের রাজা ছিলেন। তিনি হিষ্কিয়ের কাছে চিঠি ও উপহার পাঠান। কারণ তিনি শুনেছিলেন হিষ্কিয় অসুস্থ থাকার পর সুস্থ হয়ে উঠছেন। ২ এই ঘটনা হিষ্কিয়কে খুবই খুশী করে। তাই তিনি মরোদক-বলদনের দূতদের তাঁর কোষাগারের সব মূল্যবান জিনিস দেখালেন। হিষ্কিয় তাঁদের দেখালেন সোনা, রূপো, মশলা ও মূল্যবান গন্ধ দ্রব্য। তিনি তাঁর অস্ত্রাগারও তাঁদের দেখালেন। তাঁর যা কিছু ছিল সবই দেখালেন। তাঁর প্রাসাদে ও রাজ্যে যে সব জিনিস ছিল তিনি সব তাঁদের দেখালেন।

৩ তখন ভাববাদী যিশাইয় হিষ্কিয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “ঐসব লোকরা কি বলল? তারা কোথা থেকে আপনার কাছে এল?”

হিষ্কিয় বলেন, “সুদূর বাবিল থেকে ওরা আমাকে দেখতে এসেছে।”

৪ তখনই যিশাইয় জানতে চাইলেন “আপনার গৃহে তারা কি কি দেখল?”

হিষ্কিয় বলেন, “তারা আমার প্রাসাদের সব কিছুই দেখেছে। আমি তাদের সব সম্পদই দেখিয়েছি।”

৫ তখন যিশাইয় হিষ্কিয়কে বললেন: “সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণী শুনুন। ৬ আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের সব সম্পদই যা সংগৃহীত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে রক্ষিত ছিল তা সেই দিন বাবিলে চলে যাবে। কিছুই থাকবে না!” সর্বশক্তিমান প্রভু এসব বলেছেন। ৭ আর আপনার নিজের ছেলেরও বাবিলে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা বাবিলের রাজার প্রাসাদের কর্মচারী হবে। কিন্তু তারা হবে নপুংসক।”

৮ তখন হিষ্কিয় যিশাইয়কে বললেন, “প্রভুর এই বার্তাটি খুব ভালো।” (হিষ্কিয় এটা বলেছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন, “আমি যতক্ষণ রাজা থাকব ততক্ষণ প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে।”)

ইস্রায়েলের শান্তি শেষ হবে

১ তোমাদের ঈশ্বর বলেন,
 ৪০ “স্বস্তি, আমার লোকরা স্বস্তিতে থাকো!

২ জেরুশালেমের প্রতি দয়ালু হয়ে কথা বল।

জেরুশালেমকে বল, ‘তোমার সেবা করার সময় শেষ।

তোমার পাপের মূল্য তুমি দিয়েছ।’

জেরুশালেম যত পাপ করেছে তার দিবগুণ শান্তি প্রভু তাকে দিয়েছেন।”

৩ শোন একজন মানুষ চিৎকার করছে!

“মরুর মধ্যেও প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর!

মরুস্তরে আমাদের ঈশ্বরের জন্য পথ তৈরি কর!

৪ প্রত্যেক উপত্যকা পূর্ণ কর।

প্রত্যেক পাহাড় পর্বতকে কর সমতল।

আঁকা-বাঁকা রাস্তাকে সোজা কর।

অসমান জমিকে মসৃণ কর।

৫ তখনই প্রভুর মহিমা বুঝতে পারবে।

সবাই এক সঙ্গে দেখতে পাবে প্রভুর মহিমা।

হ্যাঁ, প্রভু নিজেই বলেছেন এসব কথা!”

৬ একটি কণ্ঠস্বর বলল, “কথা বল!”

তখন লোকে বলল, “আমাদের কি বলা উচিত?”

ঐ কণ্ঠস্বর বলল, “মানুষ চিরকাল বাঁচে না, তারা আসলে ঘাসের মতো।

তাদের ধার্মিকতা বুনো ফুলের মতো।

৭ প্রভুর কাছ থেকে আসা একটি শক্তিশালী বাতাস

ঘাসের ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

ঘাস মরে যায়, বুনো ফুল ঝরে পড়ে।

৮ হ্যাঁ সমস্ত লোক ঘাসের মতো।

ঘাস মরে, বুনো ফুল ঝরে পড়ে।

কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থেকে যায়।”

পরিত্রাণ: ঈশ্বরের সুসমাচার

৯ সিয়োনের প্রতি সুসমাচারের বার্তাবাহক,

পর্বতের ওপর থেকে চিৎকার করে সুসমাচার ঘোষণা করে দাও।

জেরুশালেমের প্রতি সুসমাচারের বার্তাবাহক,

ভয় পেও না, চৈঁচিয়ে কথা বল!

যিহূদায় সমস্ত শহরে এই খবর ঘোষণা করে দাও:

“দেখ, এখানে তোমাদের ঈশ্বর আছেন।”

১০ প্রভু, আমার সদাপ্রভু ক্ষমতাসহ ফিরে আসছেন।

সব মানুষকেই শাসন করতে তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

দেখ, তাঁর পুরস্কার তাঁর সঙ্গে রয়েছে

এবং তাঁর মজুরি তাঁর সামনে রয়েছে।

১১ মেঘপালক যেভাবে তার মেঘদের নেতৃত্ব দেয় প্রভুও তেমনি তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দেবেন।

নিজের বাহু দিয়ে প্রভু একত্রিত করবেন মেঘদের।

তিনি মেঘশাবকদের কোলে তুলে রাখবেন।

তাদের মায়েরা প্রভুর পিছন পিছন হাঁটবে।

বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর; তিনি শাসন করেন

১২ নিজের হাতে কে সমুদ্র মেপেছেন?

আকাশ মাপতে কে তাঁর হাত ব্যবহার করেছেন?

পৃথিবীর ধূলিকণা মাপতে কে তাঁর পাতর ব্যবহার করেছেন?

কে দাঁড়িপাল্লায় পাহাড় পর্বত ওজন করেছেন?

প্রভু এসব করেছেন!

১৩ প্রভুর আত্মার কি করা উচিত কেউ কখনও বলেনি।

যে সব কাজ প্রভু করেছেন তা কিভাবে করতে হবে তা কোন ব্যক্তি প্রভুকে পরামর্শ দেয়নি।

১৪ প্রভু কি কারও কাছে সাহায্য চেয়েছেন?

কোন ব্যক্তি কি প্রভুকে নয়ায়পরায়ণ হতে শিখিয়েছে?

কেউ কি কখনও প্রভুকে জ্ঞান দান করেছে?

কেউ কি কখনও প্রভুকে জ্ঞানী করে তুলেছে?

না! এইসব প্রভু নিজেই জানতেন।

১৫ দেখ, পৃথিবীর সব দেশই একটি বালতিতে ছোট এক ফোঁটা জলের মত।

প্রভু যদি তাঁর দূরবর্তী দেশগুলিকে এনে ওজন মাপার যন্ত্রের চাপান

তাদের অবস্থা হবে ধূলিকণার মত।

১৬ লিবানোনের সব গাছও প্রভুর জন্য জ্বালানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

উৎসর্গের জন্য বধ হতে লিবানোনের সব পশুও যথেষ্ট নয়।

১৭ ঈশ্বরের তুলনায়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলি কিছই নয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা কর, পৃথিবীর সব দেশই মূল্যহীন।

ঈশ্বর কিসের মত তা লোকরা ধারণা করতে পারে না

১৮ ঈশ্বরের সঙ্গে কারো কি তুলনা করতে পার?

না। তুমি কি ঈশ্বরের ছবি আঁকতে পার? না।

১৯ কাঠ অথবা ধাতু দিয়ে কেউ কেউ মূর্তি বানায়।

আর সেই মূর্তিকেই তারা দেবতা বলে মনে করে।

একজন শ্রমিক মূর্তি বানায়।

অন্য শ্রমিকরা সোনা-রূপা দিয়ে মূর্তির জন্য অলঙ্কার বানায়।

২০ আসল অংশের জন্য তারা বেছে নেয় বিশেষ কাঠ,

কারণ বিশেষ ধরণের কাঠের পচন ধরে না।

তারপর তারা দক্ষ কাঠমিস্তরীর খোঁজ করে।

তারপর ছুতোর মিস্তরী একটি “মূর্তি” তৈরী করে যেটা পড়ে যাবে না।

২১ তুমি নিশ্চয়ই আসল সত্যটা জানো, জানো না কি?

তোমাকে নিশ্চয়ই অনেক বছর আগে কেউ বলেছে!

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কে পৃথিবীটা তৈরি করেছে!

২২ প্রভুই সত্যিকারের ঈশ্বর!

তিনি পৃথিবীর বৃত্তের ওপর বসে থাকেন।

তঁার তুলনায় মানুষ ঘাস ফড়িং-এর মতো।

বস্ত্রখণ্ডের মতো তিনি আকাশকে মেলে ধরেন।

আকাশের তলায় বসার জন্য তিনি তাকে তীব্র মত বিছিয়ে ধরেন।

২৩ তিনি শাসকদের গুরুত্বহীন করেন,

তিনি পৃথিবীর বিচারকদের করেন সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

২৪ সেই সব শাসকরা চারা গাছের মতো, তাদের মাটিতে রোপন করা হয়,

কিন্তু শিকড় গাড়ার আগেই

ঈশ্বর সেই সব চারা “গাছদের” ওপর দিয়ে বয়ে যান

এবং সেই সব চারা গাছ মরে শুকনো হয়ে যায়।

বাতাস তাদের খড়কুটোর মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়।

২৫ পবিতর ঈশ্বর বলেন: “আমার সঙ্গে কারও তুলনা করতে পারবে কি?

না! কেউ আমার সমান নয়।”

২৬ আকাশের দিকে তাকাও।

তারাগুলি তৈরী করেছে কে?

আকাশের “সেনাদের” সৃষ্টিকর্তা কে?

কে সব তারাদের নাম জানে?

সত্যিকারের ঈশ্বর প্রচণ্ড শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান,

তাই কোন তারা হারিয়ে যায় না।

২৭ যাকোবের লোকরা, এসবই সত্য!

ইসরায়েল, তোমারও এইসব বিশ্বাস করা উচিত!

তবু কেন তোমরা বলছ, “আমরা কেমনভাবে জীবনযাপন করছি তা প্রভু দেখতে পাবেন না

এবং আমাদের শান্তি দিতে পারবেন না?”

২৮ তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো

এবং জানো যে প্রভু ঈশ্বর অত্যন্ত জ্ঞানী।

তিনি যা জানেন মানুষ তা শিখতে পারে না।
 পরভু কখনও ক্লান্ত হন না এবং তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।
 পরভু পৃথিবীর সমস্ত পরত্যাগ্ত অঞ্চল সৃষ্টি করেছেন।
 তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন।
 ২৯ পরভু দুর্বলকে সবল হতে সাহায্য করেন।
 ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতাবান করেন।
 ৩০ যুবকরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।
 তারাও মাটিতে হৌঁচট খেয়ে পড়ে যায়।
 ৩১ কিন্তু পরভুতে বিশ্বাসী লোকরা ঈগল পাখির নতুন ডানা গজানোর মতো আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
 এইসব লোকরা শত দৌড়লেও দুর্বল হয় না,
 ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

পরভু সনাতন সৃষ্টিকর্তা

৪১ ^১ পরভু বলেন,
 “দূরবর্তী দেশগুলি শান্ত হও, আমার কাছে এসো।
 জাতিগুলি পুনরায় শক্তিমান হয়ে উঠুক।
 আমার কাছে এসে কথা বল।
 আমরা একসঙ্গে বসে ঠিক করে নেব
 কে ঠিক কেই বা বেঠিক।
 ২ আমাকে এইসব পরশুগুলির উত্তর দাও: পূর্ব থেকে আসা লোকটিকে কে জাগিয়েছিল?
 তিনি যেখানেই যান, ন্যায় তাঁর সঙ্গে আছে।
 তিনি তাঁর তরবারি দিয়ে জাতিগুলিকে পরাস্ত করেন।
 তারা ধূলো বালিতে পরিণত হয়।
 তিনি তাঁর ধনুকের সাহায্যে রাজাদের পরাজিত করেন।
 তারা বাতাসে উড়ে যাওয়া খড়কুটোর মতো পালিয়ে যায়।
 ৩ তিনি সেনাদের ধাওয়া করেন, কিন্তু কখনও আঘাত পান না।
 যেখানে তিনি কখনও যাননি সে সব স্থানে যাবেন।
 ৪ এসব ঘটনার কারণ কে?
 কে এইসব করেছেন?
 কে প্রথম থেকেই সব মানুষকে ডাক দিয়েছিল?
 আমি পরভু, এসব করেছিলাম।
 আমি পরভু, আমিই প্রথম, আমিই শেষ।
 ৫ তোমরা, দূরবর্তী স্থানের লোকরা তাকাও।
 জীত হও!
 তোমরা পৃথিবীর দূরবর্তী স্থানের লোকেরা
 ভয়ে কাঁপো।
 এখানে এসে আমার কথা শোন
 এবং তারা এসেছিল।

৬ “শ্রমিকরা একে অন্যকে সাহায্য করে। শক্তিশালী হতে একে অন্যকে উৎসাহ দেয়। ৭ একজন কর্মী মূর্তি বানানোর জন্য কাঠ কাটে। সে সর্বর্ণকারদের উৎসাহিত করে। অন্য শ্রমিক হাতুড়ি দিয়ে ধাতুকে মসৃণ করে তোলে। তারপর সেই কর্মীটি অন্য কর্মীকে ভারী ধাতব খোপের মধ্যে ধাতুটি ঢেলে তাকে পিটিয়ে বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করে। ঐ শেষ শ্রমিকটি ধাতব কাজের সম্বন্ধে বলে: ‘এইটি ভালো। এটি খুলে আসবে না।’ তারপর সে মূর্তিটিকে পেরেক দিয়ে কোন একটি ভিত্তির ওপর এমন ভাবে বসিয়ে দেয় যাতে সেটা নড়তে বা পড়তে না পারে!”

একমাত্র পরভুই আমাদের রক্ষা করতে পারেন

৮ পরভু বলেন, “ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস।

যাকোব, তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি।

তুমি অব্রাহামের পরিবার থেকে এসেছ যে আমাকে ভালবাসত।

^৯ তুমি বহু দূরের দেশে ছিলে,

কিন্তু আমি তোমার কাছে পৌঁছে যাই।

আমি তোমাকে দূরস্থান থেকে ডেকেছিলাম।

আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি আমার সেবক।

আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি

এবং আমি তোমাকে বাতিল করিনি।

^{১০} চিন্তিত হয়ো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি।

ভীত হবে না, আমি তোমার ঈশ্বর।

আমি তোমাকে শক্তিশালী করব।

তোমাকে সাহায্য করব।

তোমাকে আমার ভাল দক্ষিণ হস্ত দিয়ে সমর্থন দেব।

^{১১} দেখো, কিছু লোক তোমার ওপর করুদ্ধ।

কিন্তু তারা লজ্জিত হবে।

যারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে তারা হেরে যাবে এবং অদৃশ্য হবে।

^{১২} যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে

তাদের তুমি খুঁজবে কিন্তু দেখতে পাবে না।

যে সব লোক তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল

তারা সকলেই পুরোপুরি ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

^{১৩} আমি পরভূ তোমার ঈশ্বর,

তোমার ডান হাত ধরে আমি আছি।

এবং আমি তোমাকে বলি, ‘ভীত হবে না!

আমি তোমাকে সাহায্য করব।’

^{১৪} মূল্যবান যিহূদা ভীত হবে না!

আমার পিরয় ইসরায়েলের লোকরা ভয়চকিত হবে না!

আমি সত্যিই তোমাদের সাহায্য করব।”

পরভূ নিজেই ঐসব বলেন।

ইসরায়েলের পবিত্রতম (ঈশ্বর)

যিনি রক্ষাকর্তা তিনিই এইসব বলেছেন:

^{১৫} “দেখ, আমি তোমাকে একটা নতুন শস্য মাড়া যন্ত্রের মতো বানিয়েছি।

সেই যন্ত্রের অনেকগুলো ধারালো ছুরি আছে।

কৃষকরা এইসব ব্যবহার করে খোশা ভাঙার কাজে, যাতে তারা শস্য থেকে আলাদা হতে পারে।

তুমি পর্বতগুলিকে ঐ শস্য মাড়ার মতো ভেঙে ফেলবে।

^{১৬} তুমি তাদের বাতাসে ছুঁড়ে ফেলবে।

বাতাস তাদের বয়ে নিয়ে দূরে চলে যাবে এবং বিক্ষিপ্ত করবে।

তখন তুমি খুশী হবে এবং পরভূর মধ্যে স্থিত হয়ে আনন্দ করবে।

ইসরায়েলের পবিত্রতম ঈশ্বরের জন্য তুমি গর্বিত হবে।”

^{১৭} “দরিদ্র ও অভাবী লোকরা জলের জন্য খোঁজ করবে।

কিন্তু তারা খুঁজে পাবে না।

তারা তৃষ্ণার্ত, তাদের জিহ্বা শুষ্ক।

আমি, ইসরায়েলের ঈশ্বর, তাদের প্রার্থনার জবাব দেব।

আমি তাদের ত্যাগ করব না, মরতে দেব না।

^{১৮} আমি শুকনো পাহাড়ের ওপর দিয়ে নদীকে প্রবাহিত করাব।

উপত্যকায় উপত্যকায় বইয়ে দেব জলভরা নদী।

মরুকে করে তুলব জলে ভরা হ্রদ।

জলপূরবাহ বয়ে যাবে শুকনো ভূমিতে ।

১৯ মরুভূমিতে গাছ জন্মাবে ।

সেখানে থাকবে এরস, বাবলা, জলপাই, তশূর, দেবদারু ও পাইন গাছ ।

২০ লোকরা এই জিনিসগুলি দেখবে

এবং তারা জানতে পারবে পূরভূই এই কর্ম করেছেন ।

মানুষ এইসব দেখতে পাবে,

তারা বুঝতে শুরু করবে যে

ইসরায়েলের পবিত্রতম (ঈশ্বর) এগুলি সৃষ্টি করেছেন ।”

মূর্ত্তিকে পরভুর পরতযাখান

২১ যাকোবের রাজা পূরভূ বলেন, “এস । আমাকে তোমার যুক্তি বল । আমাকে তোমরা পূরমাণ দেখাও এবং আমরা ঠিক করে দেব কোনটা সঠিক । ২২ তোমাদের মূর্ত্তিদের এসে আমাদের বলা উচিত কি ঘটবে । শুরুতে কি কি ঘটবে? ভবিষ্যতে কি ঘটবে? বলুক আমাদের! আমরা তাদের কাছ থেকে শুনব । তখন আমরা জানতে পারব পরে কি ঘটবে । ২৩ পরে কি কি ঘটবে তা তোমরা আমাদের জানাও । তারপর আমরা তোমাদের সত্যিকারের দেবতা বলে বিশ্বাস করব । কিছু কর! ভাল না হয় মন্দ কিছু একটা করে দেখাও! তখন আমরা মেনে নেব তুমি জীবন্ত এবং তোমাকেই আমরা মেনে চলব ।

২৪ “দেখো । তোমরা মূর্ত্তিরা আসলে কিছুই নও । তোমরা কিছুই করতে পারবে না! যে কোন অকর্মণ্য লোকই তোমার পূজা করতে চাইবে ।”

পূরভূ পূরমাণ করবেন তিনিই একমাত্র ঈশ্বর

২৫ “আমি উত্তর দিকে একটি লোককে জাগালাম ।

সে পূর্বদিক থেকে, যেখানে সূর্যোদয় হয়, সেখান থেকে আসছে ।

সে আমার নাম জপ করে ।

যে মানুষ ঘট তৈরী করে সে ভিজে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটে ।

ঠিক একই রকম ভাবে এই বিশেষ লোকটি রাজাদের পদদলিত করে ।

২৬ “কে আমাদের এইসব ঘটনার আগেই বলেছিল?

তাকেই আমাদের ঈশ্বর বলা উচিত ।

তোমাদের মধ্যে কোন মূর্ত্তি কি এইসব বলেছিল?

না! সেই সব মূর্ত্তিদের কেউই কিছু বলতে পারে নি ।

সেই সব মূর্ত্তিরা কোন কথাই বলতে পারে নি ।

তারা তোমাদের কোন কথা শুনতেও পায় নি ।

২৭ আমি পূরভূ, সর্বপূরথম সিয়োনকে এইসব ঘটনার কথা বলি ।

আমি জেরুশালেমে এই বার্তা নিয়ে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলাম:

‘দেখ তোমাদের লোকরা ফিরে আসছে ।”’

২৮ আমি ঐসব মূর্ত্তিদের দেখেছিলাম ।

তারা কেউই কোন কিছু বলার মত

যথেষ্ট জ্ঞানী নয় ।

আমি তাদের প্রশ্ন করেছিলাম

কিন্তু তারা কোন উত্তর দিতে পারেনি ।

২৯ এইসব দেবতারা আসলে কিছু নয় ।

তারা কিছুই করতে পারে না ।

সেই সব মূর্ত্তিগুলি আসলে একেবারে মূল্যহীন ।

পূরভুর বিশেষ দাস

১ “আমি আমার দাসের দিকে তাকাই!

৪২ আমি তাকে সমর্থন করি ।

সে হচ্ছে সেই জন, যাকে আমি বেছে নিয়েছিলাম ।

আমি তাকে নিয়ে সম্ভ্রষ্ট।
 তার ওপর আমি আমার আত্মা রেখেছি।
 সে ন্যায়সঙ্গত ভাবে জাতিসমূহের বিচার করবে।
 ২ পথে-ঘাটে সে চিৎকার করবে না।
 সে তীব্র চিৎকার করবে না অথবা তার গলা লোকদের মধ্যে শোনা যাবে এমন করবে না।
 ৩ সে ভদ্র হবে, জলাশয়ের ধারে গজিয়ে ওঠা আগাছা সে কখনও ভাঙবে না।
 দুর্বল আগুনকেও সে কখনও নিভিয়ে দেবে না।
 সে ন্যায়ভাবে বিচার করবে এবং সত্যকে প্রকাশ করবে।
 ৪ পৃথিবীতে ন্যায় বিচার না আনা পর্যন্ত সে দুর্বল হবে না,
 অথবা নিষ্পেষিত হবে না।
 দূরবর্তী স্থানের লোকরা তার শিক্ষামালায় আস্থাবান হবে।”

পরভু শাসক, পরভুই বিশেষের সৃষ্টিকর্তা

৫ পরভু পরকৃত ঈশ্বর, তিনিই এইসব বলেছেন। পরভু আকাশ বানিয়েছেন। তিনি আকাশকে সারা বিশেষের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টিকর্তা। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীর ওপর যারা হেঁটে বেড়ায় তাদের প্রত্যেক লোককে তিনি একটি আত্মা দেন।
 ৬ “আমি তোমাদের পরভু, সঠিক কাজ করতে তোমাদের ডেকেছিলাম।
 আমি তোমাদের হাত ধরেছি।
 আমি তোমাদের রক্ষা করেছি এবং তোমাদের মাধ্যমে আমি লোকদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি।
 তুমি সমস্ত জাতিগুলির জন্য একটি আলোস্বরূপ হবে।
 ৭ তুমি অন্ধ লোকের চোখ খুলে দেবে এবং তারা সব কিছু দেখতে পাবে।
 বহুলোক কয়েদখানায় বন্দী; তুমি তাদের মুক্ত করে দেবে।
 বহুলোক বাস করে অন্ধকারে, জেলের থেকে বাইরে আসবার জন্য তাদের তুমি নেতৃত্ব দেবে।
 ৮ “আমিই পরভু।
 আমার নাম যিহোবা।
 আমার মহিমা আমি অপরকে দেব না।
 যে মহিমা আমার পাওয়া উচিত সেই পরশংসা মূর্তিদের আমি নিতে দেব না।
 ৯ শুরুতেই আমি বলেছিলাম, কিছু একটা ঘটবে।
 এবং ঈসব জিনিস ঘটেছিল।
 এবং এখন অন্য কিছু ঘটান আগেই,
 তোমাদের আমি ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে জানাব।”

ঈশ্বরের প্রশংসা গীত

১০ পরভুর উদ্দেশ্যে গাও নতুন গান।
 তোমরা দূর দেশের লোকরা,
 তোমরা দূর দেশের নাবিকরা,
 তোমরা সমুদ্রের প্রাণীরা,
 তোমরা দূরবর্তী জায়গার লোকরা পরভুর প্রশংসা কর!
 ১১ মরুভূমি ও শহর, পূর্ব ইসরায়েলের কেদরের গ্রামগুলি
 পরভুর প্রশংসা কর।
 শেলাবাসীরা আনন্দগীত গাও!
 পর্বতশৃঙ্গ থেকে তোমরা গেয়ে ওঠ।
 ১২ তারা পরভুকে মহিমামিবত করুক।
 দূর দেশের লোকরা পরভুর প্রশংসা করুক।
 ১৩ পরভু বলবান সৈন্যের মত চলে যাবেন!
 তিনি হবেন যুদ্ধ করতে পরস্তুত মানুষের মত।

তিনি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠবেন।

তিনি কাঁদবেন, উচ্চস্বরে চিৎকার করবেন এবং তার শত্রুদের পরাজিত করবেন।

ঈশ্বরের প্রচণ্ড ধৈর্য্যশীল

১৪ “দীর্ঘদিন ধরে আমি কিছুই বলিনি।

আমি নিজেকে সংযত করে রেখেছিলাম, বলিনি কোন কিছুই।

কিন্তু এখন আমি পরসব করতে যাচ্ছে এমন এক মহিলার মতো চিৎকার করে কাঁদব।

আমি জোরে জোরে সশব্দে প্রশ্বাস নেব।

১৫ আমি পাহাড়-পর্বত ধ্বংস করব।

আমি সেখানে জন্মানো সমস্ত গাছপালাকে শুকিয়ে দেব।

আমি নদীকে পরিণত করব শুকনো জমিতে।

আমি জলাশয়কে শুকিয়ে দেব।

১৬ তারপর আমি অন্ধদের নেতৃত্ব দেব এক অজানা পথে

যে সব স্থানে তারা কখনও যায়নি।

অন্ধদের নিয়ে যাব সেই সব স্থানে।

তাদের জন্য অন্ধকারকে আলোময় করে দেব।

রক্ষ জমিকে মসৃণ করে তুলব।

আমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সবই করব

এবং আমার লোকদের ছেড়ে যাব না!

১৭ কিন্তু কেউ কেউ আমাকে মেনে চলা বন্ধ করেছে।

ঐসব লোকদের সোনায় বাঁধানো মূর্তি আছে।

তারা ঐসব মূর্তিদের বলে, ‘তোমরাই আমাদের দেবতা।’

যে লোকরা তাদের মূর্তিগুলিতে আস্থা রাখে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং লজ্জা পাবে।

ঈশ্বরের কথা শুনতে নারাজ ইসরায়েল

১৮ “তোমরা, বধির লোকরা আমার কথা তোমাদের শোনা উচিত।

অন্ধ লোকরা, তোমাদের আমাকে দেখা এবং আমার দিকে তাকানো উচিত।

১৯ সারা পৃথিবীতে আমার সেবক (ইসরায়েলের লোকজন) সবচেয়ে অন্ধ।

যে বার্তাবাহককে আমি পৃথিবীতে পাঠিয়েছি সেই সবচেয়ে বধির।

যে লোকটির সঙ্গে আমি বন্দোবস্ত করেছিলাম, পরভুর দাস সে-ই সবচেয়ে বেশী অন্ধ।

২০ আমার দাস অনেক মহান জিনিষ দেখেছে,

কিন্তু সে সেসবের প্রতি মনোযোগ দেয় না।

সে কানে শুনতে পায়

কিন্তু সে মানতে চায় না।”

২১ পরভু চান তাঁর সেবকরা ভাল হোক।

পরভু চান তাঁর আশ্চর্যজনক শিক্ষামালাকে তারা শ্রদ্ধা করুক।

২২ কিন্তু লোকগুলিকে দেখো।

অন্য লোকরা তাদের পরাজিত করেছে এবং তাদের জিনিস চুরি করে নিয়েছে।

প্রতিটি যুবক ভীত।

তারা জেলে বন্দী।

লোকরা তাদের সব টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

তাদের রক্ষা করার কেউ নেই।

অন্যরা তাদের টাকা নিয়ে নিয়েছে।

“এই টাকা ফিরিয়ে দিয়ে যাও,” একথা বলার মতোও কেউ নেই।

২৩ তোমাদের কেউ কি ঈশ্বরের বাক্য শুনেছিল? না! কিন্তু তোমাদের উচিত কাছ থেকে তাঁর কথা শোনা, এবং যা ঘটেছে সে সম্পর্কে মনোযোগ দেওয়া। ২৪ যাকোব ও ইসরায়েল থেকে লোকদের ধনসম্পদ নিতে কে দিয়েছিল? পরভুই তাদের এসব

কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমরা পুরভুর বিরুদ্ধে পাপ কাজ করেছিলাম। তাই পুরভু আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে নিতে লোকদের অনুমতি দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলের লোকরা পুরভুর বিধির প্রতি মনোযোগ দেয় নি। পুরভু যে ভাবে চেয়ে ছিলেন সে ভাবে ইস্রায়েলের লোকরা জীবনযাপন করেনি।^{২৫} তাই পুরভু তাদের ওপর করুদ্ধ হন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুদ্ধ ঘটিয়েছিলেন। এমন হয়েছিল ঠিক যেন ইস্রায়েলের লোকরা আশুন দিয়ে ঘেরা ছিল। কিন্তু তারা কি ঘটছিল তা জানত না। ঘটনাটা ছিল তাদের পুড়ে যাওয়ার মতোই। কিন্তু যা ঘটছিল তারা তা বোঝার চেষ্টা করেনি।

ঈশ্বর সব সময় তার লোকদের সঙ্গে আছেন

৪৩ ^১ আমি যাকোব, পুরভু, তোমার সৃষ্টিকর্তা! ইস্রায়েল, পুরভুই তোমার সৃষ্টিকর্তা। এখন পুরভু বলেন, “ভীত হয়ো না। আমি তোমাকে রক্ষা করেছি। আমি তোমার নাম ধরে ডেকেছি। তুমি আমারই।^২ তুমি যখনই সমস্যায় পড়বে আমি তোমার পাশে থাকব। নদী পার হতেও তোমার কষ্ট হবে না। আশুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময়ও তুমি দক্ষ হবে না; অগ্নিশিখা তোমাকে আঘাত করবে না।^৩ কারণ আমি, পুরভু তোমার ঈশ্বর। আমি ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার রক্ষাকর্তা। আমি তোমার জন্ম মূল্য দিতে মিশরকে দিয়েছিলাম। আমি তোমাকে আমার করতে কৃশ ও সবা দিয়েছিলাম।^৪ তুমি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি তোমাকে সম্মান করি। আমি তোমাকে ভালবাসি এবং আমি সব দেশসমূহ এবং জাতিগুলি তোমাকে দেব যাতে তুমি বাঁচতে পার।

^৫ “সুতরাং ভীত হবে না! আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি একত্রিত করব তোমাদের শিশুদের এবং ফিরিয়েও দেব। আমি তাদের পুরাচয় ও পাশ্চাত্য থেকে এনে দেব।^৬ উত্তরকে আমি বলব: আমার লোকদের আমাকে দিয়ে দাও। দক্ষিণকে বলব: আমার লোকদের বন্দী করে রেখো না। দূরবর্তী স্থান থেকে আমার পুত্রকন্যাদের আমার কাছে ফেরৎ দিয়ে দাও।^৭ আমার সব লোকদের যাদের কাছে আমার নাম আছে, আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি ঐসব লোকদের নিজের জন্মই সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তারা আমারই।”

^৮ ঈশ্বর বলেন, “চোখ থাকা সৎহেতবও যারা অন্ধ তাদের বাইরে বার কর। কান থাকা সৎহেতবও যারা বিধির তাদের বাইরে বার কর।^৯ পুরহেতব মানুষের ও পুরহেতব দেশের একত্রিত হওয়া উচিত। হতে পারে, তাদের কারো মূর্ত্তি বলতে চেয়েছিল পুরথমে কি ঘটেছিল। তাদের উচিত তাদের সাক্ষীদের নিয়ে আসা। সাক্ষীদের উচিত সত্য কথা বলা। এটা দেখাবে যে তারা সঠিক।”

^{১০} পুরভু বলেন, “তোমরা লোকরা আমার সাক্ষী। তোমরা হচ্ছো সেই দাস, যাদের আমি বেছে নিয়েছিলাম। আমি তোমাদের বেছে নিয়েছিলাম যাতে তোমরা আমাকে জানতে পার এবং আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমি তোমাদের বেছে ছিলাম যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে ‘আমি হলাম ঈশ্বর।’ আমি সত্যিকারের ঈশ্বর। আমার আগে কোন দেবতা ছিল না এবং আমার পরে কোন দেবতা থাকবে না।^{১১} আমি নিজেই হলাম পুরভু। অন্য কোন পরিত্রাতা নেই, আমিই একমাত্র পরিত্রাতা।^{১২} আমিই একমাত্র ঈশ্বর যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমি তোমাদের রক্ষা করেছিলাম। এসব কথা আমি তোমাদের বলেছি। এমন নয় যে তোমাদের সঙ্গে কেউ ছিল যে একজন অপরিচিত লোক। তোমরা আমার সাক্ষী এবং আমি ঈশ্বর।” (পুরভু নিজেই এইসব কথা বলেছেন।)^{১৩} “আমি সব সময়ই ঈশ্বর। যখন আমি কিছু করি তখন আমার কাজের কেউই পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। এমন কি আমার ক্ষমতা থেকে কেউ কোন লোককে রক্ষা করতে পারবে না।”

^{১৪} পুরভু, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, তোমাদের ত্রাণকর্তা বলেন, “আমি বাবিলে তোমাদের জন্ম সেনা পাঠাব। সমস্ত তালাবদ্ধ ফটক আমি ভেঙে ফেলব এবং কল্দীয়দের গানগুলি বিলাপে পর্যবসিত হবে।^{১৫} আমিই তোমাদের পুরভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমি ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্তা। আমি তোমাদের রাজা।”

ঈশ্বর আবার তাঁর লোকদের বাঁচাবেন

^{১৬} পুরভু সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে সড়ক বানাবেন। নিজের লোকদের জন্ম এমনকি জলের মধ্যে দিয়ে তিনি রাস্তা গড়ে দেবেন। এবং পুরভু বলেন, ^{১৭} “যারা যুদ্ধযান, যোড়সওয়ার ও সেনাবলে বলীয়ান হয়ে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা পরাজিত হবে। তারা আর কখনও উঠতে পারবে না। তাদের বিনাশ ঘটবে। মোমবাতির শিখা যেমন করে নিভিয়ে দেওয়া হয় সেই ভাবে তাদের থামানো হবে।^{১৮} তাই শুরুতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা আর মনে কারো না। যা বহুকাল আগে ঘটে গেছে তা আর স্মরণ কারো না।^{১৯} কেন না এখন আমি নতুন কিছু করব। এখন তোমরা নতুন গাছের মতো বেড়ে উঠবে। তোমরা নিশ্চিত ভাবেই জান এটা সত্য। সত্যিই আমি মরুভূমিতে রাস্তা বানাব। শুষ্ক জমিতে সত্যিই আমি নদী তৈরী করব।^{২০} মরুভূমিতে জল জোগানোর

^{১৪}৪৩:৮ চোখ ... কর সম্ভবতঃ এটি ইস্রায়েলের সেই লোকদের বোঝায় যারা পুরভুর বাক্য বিশ্বাস করতে না। দ্রষ্টব্য যিশাইয় ৬:৯-১০.

পর বন্য জন্তুরা, যেমন শিয়াল এবং উটপাশী আমাকে সম্মান জানাবে। আমার বেছে নেওয়া লোকদের জন্য, আমার নিজের লোকদের জন্য আমি জলের ব্যবস্থা করব।^{২১} এই লোকদের তো আমিই সৃষ্টিকর্তা এবং এরা আমার পুরশংসা করে গান গাইবে।

২২ “যাকোব, তুমি আমার কাছে পরার্থনা করনি। কেন? কারণ তোমরা ইস্রায়েলের লোকরা আমার বিষয়ে ক্রান্ত হয়ে পড়েছ।
২৩ তোমরা তোমাদের মেথকে আমার জন্য উৎসর্গ করতে আন নি। তোমরা আমাকে সম্মান জানাও নি। তোমরা আমার জন্য বলি দাও নি। আমার উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্য আমি তোমাদের বাধ্য করিনি। আমি তোমাদের ধূপ জ্বালাতে বাধ্য করিনি।
২৪ তাই তোমরা আমাকে সম্মান জানাবার জন্য সামগ্ৰী ক্রয় করতে অর্থ ব্যয় করনি। হোমবলির চর্বি দিয়ে তোমরা আমাকে সম্ভষ্ট করনি। কিন্তু তোমরা তোমাদের পাপসমূহ দিয়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করেছিলে। তোমাদের কুকর্মসমূহ আমাকে খুব পরিশ্রান্ত করে তুলেছে।

২৫ “আমি, আমিই একমাত্র যে তোমাদের সব পাপ ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দিই। নিজেকে খুশি করতে এইসব আমি করি! তোমাদের পাপের কথা আমি মনে রাখব না।^{২৬} আমাকে মনে করিয়ে দিও (তোমাদের পুরশংসনীয় গুণের কথা)। আমাদের এক সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কোনটা ঠিক। তোমাদের কৃতকর্মের কথা আমাকে বলা উচিত এবং পরমাণ কর যে তোমরা ঠিক।
২৭ তোমাদের প্রথম পিতা পাপী। তোমাদের আইনজীবীরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে।^{২৮} আমি তোমাদের পবিত্র শাসকদের অপবিত্র করেছি। আমি যাকোবকে ধ্বংসের এবং ইস্রায়েলকে অভিশাপের শাস্তি দিয়েছি।”

প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর

৪৪ ^১ “যাকোব তুমি আমার সেবক। আমার কথা শোন। ইস্রায়েল, আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। আমি যা বলি তা তোমরা শোন।^২ আমি তোমাদের প্রভু। আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তোমরা যা হয়ে উঠেছো আমি তাই করে গড়ে তুলেছি। তোমরা যখন মাতৃ গর্ভে ছিলে তখন থেকেই আমি তোমাদের সাহায্য করে আসছি। আমার দাস যাকোব ভয় পেও না। যিশুরূপ তোমাকে আমি মনোনীত করেছি।

^৩ “তৃষ্ণার্গ লোকদের আমি জল দেব। শুষ্ক জমিতে আমি জল প্রবাহ বইয়ে দেব। তোমাদের শিশুদের মধ্যে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব, মনে হবে যেন তোমাদের সন্তানদের ওপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে।^৪ ঘাসের মধ্যে তারা বেড়ে উঠবে। তারা জলস্রোতের ধারে গজিয়ে ওঠা বাইশী গাছদের মতো হবে।

^৫ “একজন বলবে, ‘আমি প্রভুর।’ অন্য একজন ‘যাকোবের’ নাম ব্যবহার করবে। অন্য জন তার নাম সাক্ষর করবে এবং বলবে, ‘আমিই প্রভুর হাত।’ অন্য জন ব্যবহার করবে ‘ইস্রায়েল’ এই নামটি।”

^৬ প্রভু ইস্রায়েলের রাজা। প্রভু সর্বশক্তিমান ইস্রায়েলকে রক্ষা করবেন। প্রভু বলেন, “আমিই একমাত্র ঈশ্বর। অন্য কোন দেবতা নেই। আমিই আদি, আমিই অন্ত।^৭ আমার মতো অন্য কোন ঈশ্বর নেই। যদি কেউ থাকেন তাহলে সেই দেবতার কথা বলা উচিত। সেই দেবতার উচিত ছিল এখানে এসে পরমাণ করা যে তিনিও আমারই মতো। আমি যখন এই পুরাতন লোকদের সৃষ্টি করেছিলাম তখন কি ঘটেছিল সেই দেবতার আমাকে বলা উচিত। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তিনি যে তা জানেন তা পরমাণ করার জন্য ঐ দেবতার আমাকে কোন নিদর্শন দেওয়া উচিত।

^৮ “ভীত হয়ো না। উদ্বিগ্ন হয়ো না! আমি সর্বদাই তোমাদের বলেছি যে কি ঘটবে। তোমরাই আমার সাক্ষী! অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আমিই একমাত্র। অন্য কোন ‘শিলা’ নেই। আমি জানি আমিই একমাত্র!”

মূর্তিসমূহ মূল্যহীন

^৯ কেউ কেউ মূর্তি বানায়। কিন্তু তারা মূল্যহীন। লোকে সেই মূর্তিকে ভালোবাসে। কিন্তু সেইগুলি মূল্যহীন। সেই লোকগুলি মূর্তিগুলির সাক্ষী হলেও তারা দেখতে পায় না। তারা কিছুই জানে না, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য যথেষ্ট লজ্জিত হতে জানে না।

^{১০} কে তৈরী করেছিল এইসব মূর্তিগুলিকে? কে তৈরী করেছিল মূল্যহীন মূর্তিগুলি? ^{১১} শ্রমিকরা এসব দেবতাদের বানিয়েছে। তারা সবাই মানুষ; দেবতা নয়। সেই সব লোকেরা যদি এক সঙ্গে বসে এইসব বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে তাহলে তারা খুবই লজ্জিত হবে এবং ভয় পাবে।

^{১২} একজন শ্রমিক তার যন্ত্র ব্যবহার করে গরম কয়লা দিয়ে লোহা গরম করার কাজে। সেই লোকটি হাতুড়ি ব্যবহার করে ধাতু পেটানোর কাজে। এবং সেই ধাতুই মূর্তি হয়ে উঠেছে। এই লোকটি তার বাছুর শক্তি ব্যবহার করে, কিন্তু খিদে পেলে সে তার ক্ষমতা হারায়। যদি মানুষটি জলপান না করে তবে সে দুর্বল হয়ে যায়।

^{১৩} আর একজন শ্রমিক কাঠের ওপর সরল রেখায় দাগ টানবার জন্য ব্যবহার করেছে ওলন ও কম্পাস। এই দাগগুলি দেখে সে বুঝতে পারে কোথায় তাকে কাটতে হবে। তারপর কাঠ কাটার ক্রম দিয়ে কাঠ কেটে সে মূর্তি তৈরী করে। তারপর কম্পাসের মত অন্য একটি বিশেষ যন্ত্র ক্যালিপার্স দিয়ে সে মূর্তির মাপ ঠিক করে। এইভাবে শ্রমিকরা কাঠকে করে তোলে মানুষের মতো দেখতে। এই মানব মূর্তি কিছু করতে পারে না। শুধু ঘরে বসে থাকে।

১৪ একজন লোক এরস, তর্সা অথবা অলোন বৃক্ষ কেটে ফেলে। সেই লোকটি কোন গাছকেই বড় করতে পারে না। গাছগুলি নিজেদের ক্ষমতাতে বনাঞ্চলে বড় হয়। লোকে যদি কোন পাইন গাছ লাগায় তবে তা বৃষ্টির জলে বড় হয়।

১৫ তারপর লোকে সেই গাছকে আঙন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করে। লোকে গাছকে ছোট ছোট কাঠের টুকরোয় পরিণত করে। নিজেকে গরম রাখতে ও রান্নার জন্য সে কাঠটি ব্যবহার করে। কিছু কাঠ দিয়ে সে আঙন জ্বালে এবং রুটি সৈঁকে। তবুও সে ঐ একই কাঠের কিছু অংশ ব্যবহার করে একটি মূর্তি বানাবার জন্য এবং সে সেই মূর্তিটি পূজো করে। ঐ দেবতাটি মানুষের বানানো একটি মূর্তি, কিন্তু মানুষ তার সামনে নত হয়। ১৬ অর্ধেক কাঠ লোকে আঙন জ্বালার কাজে ব্যবহার করে। লোকে মাংস রান্না করতে আঙন ব্যবহার করে। তারপর সেটা খায় পেট ভরা পর্যন্ত। লোকে নিজেকে গরম রাখতে কাঠ জ্বালায়। লোকে বলে, “ভালো। আমি এখন উষ্ণ। আঙন থেকে আলো আসায় আমি দেখতেও পাচ্ছি।” ১৭ কিন্তু অল্প কিছু কাঠ অবশিষ্ট থাকে। তাই লোকে কাঠ দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তাকে দেবতা বলে। সে এই মূর্তির সামনে মাথা নত করে এবং তার পূজা করে। লোকে ঐ মূর্তির কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলে: “তুমিই আমার দেবতা। আমাকে রক্ষা কর!”

১৮ সেই লোকরা জানে না তারা কি করছে। তারা বুঝতেও পারে না। এটা তাদের চোখ থেকে রাখার মতো অবস্থা যাতে তারা দেখতে না পায়। তাদের হৃদয় বোঝার চেষ্টা করে না। ১৯ সেই সব লোক এসব ভেবেও দেখে না। এইসব লোকরা বোঝে না তাই তারা নিজেদের নিয়েও ভাবে না। “আমি আঙনে অর্ধেক কাঠ পোড়ালাম। আমি গরম কয়লা রুটি ও মাংস রান্না করতে ব্যবহার করলাম। সেই মাংস খেলামও। তারপর যে কাঠ বাঁচলো তাই দিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু বানালাম। আমি কাঠের খণ্ডের পূজা করছি।”

২০ সেই লোক জানে না সে কি করছে! সে বিভ্রান্ত, তাই তার মন তাকে ভুল পথে চালিত করছে। সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। নিজের ভুলও বুঝতে পারবে না। সে বলবে না, “আমি যে মূর্তিকে ধরে রেখেছি সেটা ভ্রান্ত দেবতা।”

পরভু, সত্যিকারের ঈশ্বর, ইসরায়েলকে সাহায্য করেন

২১ “যাকোব, এইসব স্মরণ করো!

ইসরায়েল স্মরণ করে দেখ তুমি আমার সেবক।

তোমার সৃষ্টিকর্তা আমি; তুমি আমার দাস।

তাই ইসরায়েল, তুমি আমাকে ভুলে যেও না।

২২ তোমার পাপ বিশাল মেঘের মত ছিল।

আমি সেই পাপ ধুয়ে দিয়েছি।

হাঙ্কা বাতাসে যেমন মেঘ অদৃশ্য হয়ে যায়

তেমনি তোমার পাপও চলে গিয়েছে।

তোমাকে আমি রক্ষা করেছি, উদ্ধার করেছি,

তাই আমার কাছে ফিরে এসো!”

২৩ হে সর্বগ, গান কর, কারণ পরভু মহৎ কাজগুলি করেছেন।

পৃথিবী, এমনকি পৃথিবীর নিম্নস্থলও আনন্দে চিৎকার কর!

পর্বতশৃঙ্গরা!

অরণ্যের সব গাছ গান গেয়ে উঠছে।

কেন? কারণ পরভু যাকোবকে রক্ষা করেছেন।

পরভু ইসরায়েলে তাঁর মহিমা প্রদর্শন করেছেন।

২৪ তোমরা এখন যা, সে সৃষ্টি পরভুর।

তোমরা মাতৃ-জঠরে থাকার সময়ই পরভু এইসব করেছেন।

পরভু বলেন, “আমি পরভু, সব কিছু বানিয়েছি!

আকাশকে আমি নিজেই টেনে বিছিয়েছি!

বিশ্বকে আমি একাই ছড়িয়ে দিয়েছি।

আমাকে সাহায্য করবার জন্য আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না।”

২৫ ভ্রান্ত ভাববাদীরা মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু পরভু তাদের দেখিয়ে দেন যে তাদের ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা। তিনি যাদুকরদের হত বুদ্ধি করে দেন। জ্ঞানী লোকদেরও তিনি বিভ্রান্ত করে দেন। যদিও তারা ভাবে তারা অনেক কিছু জানে কিন্তু পরভু তাদের বোকার মতো করে দেন। ২৬ পরভু লোকদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে তাঁর সেবকদের পাঠাবেন। পরভু সেই বার্তাকে সত্য করবেন! লোকদের কি করা উচিত তা জানতে তিনি বার্তাবাহকদের পাঠাবেন। এবং পরভু দেখান যে তাদের উপদেশটি ভালো।

যিহূদাকে পুনর্নির্মাণ করতে ঈশ্বর কোরসকে বেছে নেন

জেরুশালেমকে পর্তু বলেন, “লোকে আবার তোমার মধ্যে বাস করবে!”

পর্তু যিহূদার শহরগুলিকে বললেন, “তোমরা আবার পুনর্গঠিত হবে!”

ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরগুলিকে তিনি বললেন, “তোমাদের আমি আবার গড়ে তুলব।”

২৭ পর্তু গভীর জলাশয়কে বলেন, “শুকনো হয়ে যাও!

আমি তোমার জলপ্রবাহকেও শুকিয়ে দেব!”

২৮ পর্তু কোরসকে বলেন, “তুমি আমার মেঘপালক,

আমি যা চাইব তাই করবে তুমি।

জেরুশালেমকে তুমি বলবে, ‘তোমাকে আবার গড়া হবে।’

জেরুশালেমের মন্দিরে তুমি বলবে, ‘তোমার ভিতকে আবার নির্মাণ করা হবে!’”

ইস্রায়েলকে মুক্ত করতে ঈশ্বর কোরসকে বেছে নিলেন

৪৫^১ তাঁর মনোনীত রাজা কোরসের বিষয়ে পর্তু এই কথা বলেন,
“আমি কোরসের ডান হাত ধরবো।

রাজাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে, আমি তাকে সাহায্য করব।

কোরসকে নগরদ্বার আটকাবে না।

আমি ফটকগুলো খুলে দেব এবং কোরস প্রবেশ করবে।

২ কোরস তোমার সেনারা যাত্রা করবে এবং আমি যাব তোমার সম্মুখে।

আমি পর্বতকে সমতল করে দেব।

বেরাঞ্জের নগরদ্বার ভেঙে দেব।

দ্বারের লৌহ-দণ্ড কেটে দেব।

৩ যে সম্পদ অন্ধকারে রক্ষিত ছিল তা আমি তোমাকে দেব।

আমি তোমাকে সব গুণ্ডন দিয়ে দেব।

আমি এসব করব যাতে তুমি বুঝতে পার, আমিই পর্তু।

আমিই ইস্রায়েলের ঈশ্বর এবং আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকছি।

৪ আমি আমার দাস যাকোবের জন্ম এইসব করি।

আমি এইসব করি আমার নির্বাচিত লোক, ইস্রায়েলের লোকদের জন্ম।

কোরস নাম ধরে ডাকছি তোমাকে, তুমি জানো না আমাকে,

তবু আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকছি।

৫ আমিই পর্তু, আমিই একমাত্র ঈশ্বর।

আর কোন ঈশ্বর নেই।

আমি তোমাকে কাপড় পরাব।

কিন্তু এখনও তুমি আমাকে জানতে পারলে না!

৬ আমি এইসব করি, যাতে লোকে জানবে যে আমিই একমাত্র ঈশ্বর।

পূর্ব থেকে পশ্চিম, সব লোকরা জানবে যে আমিই পর্তু।

আর কোন ঈশ্বর নেই।

৭ আমি আলোর সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা অন্ধকারেরও।

আমি শান্তি সৃষ্টি করি, আমি সংকটসমূহ তৈরী করি।

আমিই পর্তু, আমি এইসব কিছু করি।

৮ “আকাশের মেঘগুলো বৃষ্টির মত

পৃথিবীর বুকে সুবিচার বর্ষন করুক।

পৃথিবী উন্মুক্ত হোক

এবং মুক্তি বেড়ে উঠুক।

এবং তার সঙ্গে ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাক।

আমি পর্তু, তাকে তৈরী করেছি।

ঈশ্বর নিজের সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন

৯ “এই লোকগুলিকে দেখো! তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তর্ক করছে। আমার সঙ্গে তাদের তর্ক লক্ষ্য কর। তারা ভাঙা মাটির পাতের এক একটি টুকরোর মত। একজন লোক নরম ভিজে মাটি দিয়ে পাত্র তৈরী করে এবং কাদা মাটি জিজ্ঞাসা করে না, ‘মানুষ তুমি কি করছো?’ যে জিনিষটি তৈরী হচ্ছে, সেটির, যে লোকটি তৈরী করছে তাকে প্রশ্ন করবার এবং বলার ক্ষমতা থাকে না, আমার কেন একটি হাতল নেই? ১০ একজন পিতা তার শিশুদের জীবন দেন। শিশুরা জিজ্ঞাসা করতে পারে না, ‘কেন তুমি আমাকে জীবন দিয়েছো।’ শিশুরা তার মাকে প্রশ্ন করতে পারে না, ‘কেন তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছো?’”

১১ পরভু ঈশ্বরের ইসরায়েলের পবিত্রতম। তিনি ইসরায়েলের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেন, “তোমরা কি আমাকে আমার সন্তানদের কথা জিজ্ঞাসা করছ, অথবা আমি নিজে হাতে যা তৈরী করেছি তা নিয়ে কি করতে হবে তা তোমরা আমায় আদেশ দিচ্ছ?”

১২ তাই দেখো! আমি পৃথিবীকে বানিয়েছি।
পৃথিবীর বাসিন্দা সব মানুষের সৃষ্টিকারী আমি।

নিজের হাত দিয়ে আকাশ বানিয়েছি।

এবং আমি আকাশের সমস্ত সৈন্যসমূহকে ॥আদেশ করি।

১৩ আমি কোরসকে তার ক্ষমতা দিয়েছি, তাই সে ভাল কাজ করবে।

আমি তার কাজ সহজ করে দেব।

কোরস আবার আমার শহর গড়ে তুলবে

এবং আমার লোকদের মুক্ত করবে।

সে আমার লোকদের আমার কাছে বিক্রী করবে না।

এইসব কাজের জন্য আমাকে কাউকে কোন মূল্য দিতে হবে না।

লোকরা মুক্ত হবে এবং আমাকে কাউকে উৎকোচ দিতে হবে না।

পরভু সর্বশক্তিমান এইসব কিছু বলেছেন।”

১৪ পরভু বলেন, “মিশর ও কূশ দেশ ধনী দেশ।

কিন্তু ইসরায়েল তুমি এইসব সম্পদ পেয়ে যাবে।

সবায়ীয়ার লম্বা লোকগুলি হবে তোমার অধিকারভুক্ত।

তারা গলায় শিকল ঝুলিয়ে তোমার পিছু পিছু হাটবে।

তারা তোমার সামনে মাথা নত করে প্রার্থনা করবে।

ইসরায়েল, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন এবং আর কোন ঈশ্বর নেই।”

১৫ ঈশ্বর তুমিই ঈশ্বর, তুমিই ইসরায়েলের পরিতরাতা!

লোকে তোমাকে দেখতে পায় না।

১৬ বছ লোক মূর্তিসমূহ তৈরী করে।

কিন্তু তারা হতাশ হয়ে,

লজ্জিত হয়ে চলে যাবে বছ দূরে।

১৭ কিন্তু ইসরায়েলকে পরভু রক্ষা করবেন।

পরিতরাণ চলবে চিরকাল,

কখনই, আর কখনই ইসরায়েল লজ্জিত হবে না।

১৮ পরভুই ঈশ্বর।

তিনিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

পরভু পৃথিবীকে তার জায়গায় ধরে রেখেছেন।

পৃথিবীকে তৈরি করার সময় তিনি তা খালি রাখতে চাননি।

পৃথিবীতে পরাণের সঞ্চর করেছেন তিনি!

“আমিই পরভু, অন্য কোন ঈশ্বর নেই।

১৯ আমি গোপনে কিছু বলি নি।

আমি খোলাখুলি কথা বলেছি।

আমি আমার কথাগুলি পৃথিবীর অন্ধকার স্থানে লুকিয়ে রাখি নি।
আমি যাকোবের লোকদের পরিত্যক্ত জায়গায় আমার খোঁজ করতে বলিনি।
আমিই প্রভু, আমি সত্যি কথা বলি,
আমার মুখ নিঃসৃত সব সত্যি।

প্রভু প্রমাণ করেন যে তিনিই একমাত্র ঈশ্বর

২০ “তোমরা অন্যায় জাতি থেকে পালিয়ে এসেছ। তাই একত্রিত হয়ে আমার সামনে এস। (এই মানুষগুলি ভ্রান্ত দেবতার মূর্তি বহন করেছিল। এইসব লোকরা অসার দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু তারা জানে না তারা কি করছে। ২১ এদের আমার কাছে আসতে বল। তারা তাদের মামলা উপস্থিত করুক এবং উপদেশ নিক।)

“অনেক দিন আগে যে ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে তোমাদের কে বলেছিল? অনেক দিন আগে থেকে কে তোমাদের এইসব জিনিসগুলির কথা বলে আসছে? আমি, এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর সেই সব বলে ছিলাম। আমিই একমাত্র ঈশ্বর। এখানে কি আমার মতো অন্য কোন ঈশ্বর আছে? অন্য কোন উৎকৃষ্ট ঈশ্বর আছে কি? অন্য কোন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর আছে কি যে তার লোকদের রক্ষা করতে পারে? না! অন্য কোন ঈশ্বর নেই। ২২ দূরবর্তী এলাকার লোকরা তোমরা মূর্তির অনুসরণ বন্ধ কর। নিজেদের রক্ষা করতে তোমাদের উচিত আমাকে অনুসরণ করা। আমিই ঈশ্বর। অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আমিই একমাত্র ঈশ্বর।

২৩ “আমি আমার নিজ ক্ষমতাবলে এই শপথ করছি এবং যখন আমি প্রতিশ্রুতি করি তখন তা সত্যি হবেই। আমি যা প্রতিশ্রুতি করেছি তা ঘটবেই এবং আমার প্রতিশ্রুতি পরতৈয়ক লোক আমার সামনে মাথা নত করবে। পরতৈয়ক লোক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে তারা আমাকে অনুসরণ করবে। ২৪ লোকে বলবে, ‘একমাত্র প্রভুর কাছ থেকেই ক্ষমতা ও ধার্মিকতা এসেছে।’”

২৫ তারা বলবে, “শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই বিচার এবং শক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।” কেউ কেউ প্রভুর ওপর করুদ্ধ। কিন্তু তারা তাঁর কাছে আসবে এবং তখন এইসব করুদ্ধ লোকরা লজ্জিত হবে। প্রভু ইসরায়েলের লোকদের ভাল কাজ করতে সাহায্য করবেন এবং তারা তাদের ঈশ্বরের জন্য খুব গর্বিত হবে।

মূর্তির দেবতারা অপদার্থ

১ বাবিলের বেল ও নবোর মূর্তি আমার সামনে মাথা নত করবে। এইসব ভ্রান্ত দেবতারা শুধু মাত্র মূর্তি।
৪৬ “লোকরা এই মূর্তিগুলি পশুর পিঠে চাপায়—এই মূর্তিগুলি আসলে ভারী বোঝা, বইতে হয় কেবল। মূর্তিরা কিছু করতে না পারলেও মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে। ২ এইসব মূর্তিদের মাথা নত হবে। তাদের সকলেরই পতন হবে। তারা কেউ পালানো পারবে না। বন্দীদের মত তাদের দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩ “যাকোবের পরিবার শোন! ইসরায়েলের যে সব লোক এখনও বেঁচে আছো শোন! আমি তোমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা যখন মাগের গর্ভে ছিলে তখন থেকেই আমি তোমাদের বইছি। ৪ তোমরা যখন ভূমিষ্ট হলে তখন থেকে বইছি এবং বৃদ্ধ অবস্থাতেও আমি তোমাদের বইবো। তোমাদের চুল যখন ধূসর রঙের হয়ে যাবে তখনও আমি বইবো। এখনও বইছি আমি। কারণ আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমি তোমাদের বয়ে নিয়ে যাবো। রক্ষাও করব।

৫ “কারণও সঙ্গে কি আমার তুলনা করতে পার? না! কোন ব্যক্তি আমার সমান নয়! তুমি কি কোনও লোক খুঁজে পাবে যে হবে আমার সদৃশ? ৬ কোন কোন লোক তাদের থলি থেকে সোনা বার করে। এবং তারা তাদের রূপো দাঁড়িপাল্লায় মাপে। সেই সব লোকরা মূর্তি বানাতে শিল্পীকে পয়সা দেয়। তারপর তারা এই মূর্তিগুলির সামনে মাথা নত করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে। ৭ লোকরা মূর্তিকে নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং তাকে বহন করে। ঐ মূর্তিটি অপরয়োজনীয়—লোককেই বহন করতে হয়। যখন লোকে মূর্তিটিকে মাটিতে প্রতীষ্ঠা করে, সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে নড়াচড়া করতে পারে না। যদি লোকরা মূর্তির পুরিত চিৎকার করে, সেটি উত্তর দেবে না। এটা লোককে তাদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারে না।

৮ “তোমরা পাপ করেছো। তোমাদের এইসব নিয়ে ভাবা উচিত। পুরানো দিনের কথা ভেবে শক্ত হও। ৯ অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ কর। স্মরণ কর আমিই সেই ঈশ্বর। অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আমার মত কেউ নেই।

১০ “শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। অনেকদিন আগে, আমি যা বলেছি তা কিন্তু সব এখনও ঘটেনি। আমার যা পরিকল্পনা তা কিন্তু ঘটবেই। আমি যা করতে চাই তাই কিন্তু করি। ১১ আমি পূর্বদিক থেকে একজন লোককে ডাকছি। সেই লোকটি ঈগলের মতো হবে। সে দূরের কোন দেশ থেকে আসবে এবং আমি যা করার সিদ্ধান্ত নেব সেগুলিই করবে। আমি তোমাদের বলছি, আমি কিন্তু এসব করবোই। আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমিই তাকে নিয়ে আসব!

১২ “তোমাদের কেউ কেউ মনে করে তোমাদের পুরচণ্ড ক্ষমতা আছে। কিন্তু তোমরা ভাল কাজ কর না। আমার কথা শোন!
১৩ আমি ভাল কাজ করব। খুব শীঘ্রই আমি আমার লোকদের রক্ষা করব। আমি সিয়োন ও আমার আশ্চর্যজনক ইস্রায়েলের
জন্য পরিত্রাণ আনব।”

বাবিলের পুরতি ঈশ্বরের বার্তা

৪৭ ^১ “পড়ে যাও আবর্জনায়ে এবং সেখানেই বসে পড়!
কল্দীয়দের (বাবিলের অপর নাম) কুমারী কন্যা।

কন্যা বসে পড় মাটিতে।

তুমি এখন আর শাসক নও!

লোকরা তোমাকে কোমলা ক্ষীণকায়া যুবতী মহিলা বলে মনে করবে না।

২ এখন তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

যাঁতাকলে খাদ্যশস্য থেকে তোমাকে আটা বানাতে হবে।

তোমার আবরণ সরিয়ে দাও, খুলে ফেল তোমার শৌখিন পোশাক।

তোমাকে তোমার দেশ ছাড়তে হবে।

তোমার পা দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত

তুমি তোমার ঘাঘরা তোল এবং নদী পার হয়ে যাও।

৩ পুরুষরা তোমার গোপন অঙ্গ দেখবে,

তোমাকে ব্যবহার করবে যৌনকর্মে।

বাজে কাজ করার জন্য মূল্য দিতে বাধ্য করবে তোমাকে,

কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না।

৪ “আমার লোকরা বলে, ‘ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন।

তঁার নাম হল: পুরত্ব সর্বশক্তিমান, ইস্রায়েলের পবিত্রতম।’”

৫ “তাই বাবিল, যেখানেই বসে থাকো, শান্ত হও।

কল্দীয়দের কন্যা, অন্ধকারে আশ্রয় নাও। কেন?

কারণ তোমাকে আর ‘রাজ্যগুলির রাণী’ বলে ডাকা হবে না।

৬ “আমি আমার লোকদের ওপর করুণা ছিলাম।

ঐ লোকরা আমার সম্পত্তি, কিন্তু আমি তাদের ওপর করুণা ছিলাম,

তাই আমি তাদের অসম্মান করেছি।

আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

তুমি তাদের শাস্তি দিয়েছ।

কিন্তু তুমি তাদের ক্ষমা পুরদর্শন করোনি—বৃদ্ধকেও তুমি কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছ।

৭ তুমি বললে, “আমি চিরকাল থাকব।

চিরকাল আমিই থাকব মহারাণী।’

সেই সব লোকের ওপর তুমি যে অপকর্ম করেছ, তাও তুমি লক্ষ্য করনি।

কি ঘটবে সে সম্পর্কেও ভাবনি।

৮ তাই, এখন, হে বিলাসলালিত রমণী আমার কথা শোন!

তুমি নিজেকে নিরাপদ ভেবে নিজের সঙ্গে কথা বলে চলেছ।

‘আমিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মহিলা। আর কেউই আমার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমি কখনও বিধবা হব না। আমার সর্বদা ছেলে মেয়ে থাকবে।’

৯ এই দুটি ঘটনা তোমার জীবনে ঘটবে।

পুরথমতঃ তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের হারাবে, তুমি হারাবে তোমার স্বামীকেও।

হ্যাঁ, এসবই তোমার জীবনে সত্যি সত্যিই ঘটবে।

তোমার যাদুবিদ্যা, তোমার কলাকৌশল তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

১০ তুমি বাজে কাজ করেও নিজেকে নিরাপদ মনে কর।

তুমি নিজে নিজে মনে কর, ‘আমার অপকর্ম কেউ দেখতে পায় না।’

তুমি মনে কর তোমার বিচক্ষণতা ও জ্ঞান তোমাকে বাঁচাবে।

তুমি মনে মনে ভাব, ‘আমিই অনন্যা। কেউ আমার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।’

১১ “কিন্তু বিপদ তোমার কাছে আসবে।

তুমি জান না কখন এটা ঘটবে, কিন্তু বিপর্যয় আসছে।

এই সঙ্কট বন্ধ করতে তুমি কিছুই করতে পারবে না।

তুমি এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হবে যে তুমি বুঝতেও পারবে না কি ঘটল।

১২ তুমি সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে

যাদুবিদ্যা আর ছলাকলা শিখলে।

তাই ছলাকলা আর যাদুবিদ্যা শুরু কর।

হয়তো এই কৌশল তোমাকে সাহায্য করবে।

তুমি হয়তো কাউকে ভয়চকিত করতে পারবে।

১৩ তোমার অনেক উপদেষ্টা রয়েছে।

তাদের অনেক উপদেশে তুমি কি ক্লাস্ত?

তোমার জেযাতিঘিরা যারা নক্ষত্র দেখে

তারা আসুক এবং তোমাকে সাহায্য করুক।

প্রতি মাসে তারা তোমাকে বলুক তোমার কি ঘটবে।

১৪ কিন্তু সেই লোকরা নিজেদের বাঁচাতেই সক্ষম হবে না।

খড়ের মতো তারা পড়বে।

তারা এত দ্রুত পড়ে যাবে যে রুটি বানানোর জন্য কোন কয়লা পড়ে থাকবে না।

পোড়ানোর জন্য কোন আগুন পড়ে থাকবে না।

১৫ যে সব ব্যাপারের জন্য তুমি এত কঠিন পরিশ্রম করলে তার প্রতিটি বিষয়ে এটি ঘটবে।

যে সব লোকদের সঙ্গে তুমি তোমার যৌবনকাল থেকে ব্যবসা করেছ,

তারাও তোমাদের ত্যাগ করে যাবে।

পরত্যাগকেই চলে যাবে তার নিজের পথ ধরে এবং তোমাকে রক্ষা করার জন্য কেউ থাকবে না।”

ঈশ্বর তাঁর পৃথিবী শাসন করেন

১ পরভু বলেন, “যাকোবের পরিবার আমার কথা শোন!

৪৮ তোমরা নিজেদের ‘ইস্রায়েল’ বল।

তোমরা এসেছো যিহূদার পরিবার থেকে।

প্রতিশ্রুতি করার জন্য তোমরা পরভুর নাম করো, তোমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা কর।

কিন্তু এসব করার সময়ও তোমরা সৎ ও আন্তরিক নও।”

২ “হুয়াঁ, তারা পবিত্র শহরের নাগরিক।

তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে।

সর্বশক্তিমান পরভু হল তাঁর নাম।

৩ “কি ঘটবে বহুদিন আগে

আমি তা বলে দিয়েছি।

এবং তারপর হঠাৎই আমি তা ঘটিয়েছি।

৪ আমি সেটা করেছিলাম কারণ আমি জানি তোমরা একরোখা জেদী।

আমি যা বলেছিলাম তার কোন কিছুকেই তোমরা বিশ্বাস করনি।

তোমরা ছিলে বড় একরোখা লোহার মত যাকে বাঁকানো যায় না, একরোখা ছিলে ব্রোঞ্জের মতো।

৫ তাই বহুদিন আগে আমি বলেছিলাম কি কি ঘটবে।

কোন কিছু ঘটার অনেকদিন আগেই আমি তোমাদের সেই সব জিনিসগুলি ঘটায় কথা বলেছিলাম।

আমি এটা করেছিলাম যাতে তোমরা বলতে না পার,

‘আমরা যে সব দেবতাদের তৈরী করেছি তারা এসব করেছে।’

আমি এগুলি করেছি, যাতে তোমরা বলতে না পারো ‘আমাদের প্রতিমা, আমাদের মূর্তি এইসব ঘটিয়েছেন।’”

তাদের শুদ্ধ করবার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শান্তি দেন

৬ “কি ঘটেছে তোমরা দেখেছো, শুনেছোও।

তাই এই খবরগুলি তোমাদের অন্যদেরও বলা উচিত।

এখন তোমাদের আমি নতুন জিনিসের কথা জানাব। যা

তোমরা এখনও শোন নি।

৭ এইসব ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, এইসব ঘটনা এখনই ঘটে যাচ্ছে।

আজকের আগে এসব কথা তোমরা শোন নি।

তোমরা তাই বলতে পারবে না যে আমরা এইসব ইতিমধ্যেই জেনেছি।

৮ ভবুও তোমরা আমার কথা শোননি!

তোমরা কোন কিছুই শেখোনি!

আমি যা বলেছি তোমরা তা শুনতে অস্বীকার করেছ।

আমি জানি শুরু থেকেই তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে।

জন্মাবার সময় থেকেই তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ।

৯ “কিন্তু আমি ধৈর্যশীল থাকব।

আমি এটা নিজের জন্যই করব।

করুদ্ধ না হওয়া এবং তোমাদের ধ্বংস না করার জন্য

লোকে আমার প্রশংসা করবে।

১০ “দেখো, আমি তোমাদের বিশুদ্ধ করব।

লোকে রূপোকে খাঁটি করে তুলতে আগুনের ব্যবহার করে।

কিন্তু আমি যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের খাঁটি করে তুলব।

১১ আমি নিজের জন্য এইসব করব, নিজের জন্য!

কারণ আমি আমার নামের অসম্মান হতে দিতে পারি না।

আমি অন্য আর কোন কিছুকেই আমার প্রশংসা ও মহিমা নিতে দেব না!

১২ “যাকোব আমি তোমাকে আমার লোক বলে ডেকেছি।

তাই আমার কথা শোন!

আমিই আদি!

আমিই অন্ত!

১৩ আমি নিজের হাতে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছি,

আমার ডান হাত সৃষ্টি করেছে আকাশ।

ডাকলেই তারা এক সঙ্গে

আমার সামনে চলে আসবে।

১৪ “তোমরা সবাই এসো এখানে, আমার কথা শোন!

কোনো মূর্তি কি বলেছে যে এগুলো ঘটবে? না!”

পরভূ যাকে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন

বাবিল ও কলদীয়দের প্রতি যা চাইবে তাই করবেন।

১৫ পরভূ বলেন, “আমি বলেছি তাকে আমি ডাকব।

আমি তাকে বয়ে আনব!

আমি তাকে সফল করে তুলব!

১৬ এখানে এস এবং আমার কথা শোন!

বাবিলের জাতি হিসেবে উত্থানের সময় আমি সেখানে ছিলাম।

এবং প্রথম থেকেই আমি স্পষ্ট কথা বলেছি,

যাতে লোকেরা বুঝতে পারে আমি কি বলেছি।”

তখন যিশাইয় বললেন, “এখন পরভূ, আমার সদাপরভূ আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর আত্মা তোমাদের এইসব কথা বলবে।”

১৭ পরভূ, পরিত্রাতা, ইস্রায়েলের পবিত্র একজন বলেন,

“আমিই পরভূ, তোমাদের ঈশ্বর।

আমি তোমাদের সেই সব জিনিষ শেখাই যা সহায়ক।

তোমাদের যে পথে যাওয়া উচিত সেই পথের আমি নেতৃত্ব দেব।

১৮ তোমরা যদি আমাকে মেনে চলতে

তাহলে তোমাদের জীবনে ভরা নদীর মতো শান্তি আসবে।

সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ভাল জিনিস

তোমাদের কাছে আসবে বার বার।

১৯ তোমরা যদি আমাকে মানতে,

তোমাদের অনেক শিশু সন্তান থাকত, তারা অসংখ্য বালু কণার মতো।

তোমরা যদি আমাকে মানতে, তোমরা ধ্বংস হতে পারতে না।

তোমরা আমার সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারতে।”

২০ আমার লোকরা বাবিল ত্যাগ করে!

আমার লোকরা কল্দীয়দের কাছ থেকে পালাও।

আনন্দের সঙ্গে লোকদের এই সংবাদ দাও।

পৃথিবীর দূর দূর স্থানে এই বার্তা পৌঁছে দাও!

লোককে বলে, “পরভূ তাঁর ভৃত্য যাকোবকে উদ্ধার করেছেন!”

২১ পরভূ তাঁর লোকদের মরুভূমির ওপর দিয়ে নিয়ে গেলেন কিন্তু তারা কখনও তৃষ্ণার্ত হয়নি।

কেন? কারণ পরভূ তাঁর লোকদের জন্য পাথর থেকে জলপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিলেন।

তিনি পাথরটি ভাঙলেন

এবং জল প্রবাহিত হতে লাগল!

২২ পরভূ আরও বলেছেন,

“শয়তান লোকদের জন্য কোথাও শান্তি থাকবে না!”

ঈশ্বর তাঁর বিশেষ সেবককে ডাকছেন

৪৯ ১ দূরবর্তী স্থানের সব লোকরা আমার কথা শোন।

পৃথিবীবাসী সবাই আমার কথা শোন!

আমি জন্মাবার আগেই পরভূ আমাকে তাঁর সেবা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আমি মাতৃজঠরে থাকার সময়েই পরভূ আমার নাম ধরে ডাক দেন।

২ পরভূ আমাকে তাঁর কথা বলতে ব্যবহার করেন!

তিনি আমার মুখে ধারালো তরবারির মতো তৈরী করেছেন।

তিনি আমাকে নিজের হাতে লুকিয়ে রেখে আমাকে রক্ষাও করেছেন।

পরভূ আমাকে একটি ধারালো তীরের মতো ব্যবহার করলেও,

তিনি আমাকে তাঁর তীরের খলিতে লুকিয়ে রাখেন।

৩ পরভূ আমাকে বললেন, “ইস্রায়েল ভূমি আমার ভৃত্য!

তোমার জন্ম আমি যা করি তার জন্ম আমি সম্মানিত হব।”

৪ আমি বললাম, “আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি।

আমি নিজেই ক্ষয় করেছি, কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় কাজ করি নি।

আমি আমার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছি।

কিন্তু আমি সত্যিকারের কিছুই করতে পারিনি।

তাই পরভূকেই ঠিক করতে হবে।

তিনি আমাকে নিয়ে কি করবেন।

ঈশ্বরই আমার পুরস্কারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।”

৫ পরভূ আমাকে আমার মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন,

যাতে আমি তাঁর দাস হতে পারি

এবং যাকোব ও ইস্রায়েলকে পথ প্রদর্শন করে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে পারি।

পরভূ আমাকে সম্মান দেবেন।

ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি আমার শক্তি পাব।

৬ পরভু আমাকে বলেন, “তুমি আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাস।
ইসরায়েলের লোকরা এখন বন্দী।
কিন্তু তাদের আমার কাছে আনা হবে।
যাকোবের পরিবারগোষ্ঠী আমার কাছেই ফিরে আসবে।
কিন্তু তোমার অন্য কাজ আছে, এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজ!
আমি তোমাকে সমস্ত জাতির আলো হিসেবে তৈরি করব।
বিশ্ববাসীকে রক্ষা করতে তুমিই হবে আমার পথ।”
৭ পরভু, ইসরায়েলের পবিত্র একজন, ইসরায়েলের পরিত্রাতা বলেন, “আমার দাস ঘৃণিত।
সে শাসকদের সেবা করে।
লোকে তাকে ঘৃণা করে।
কিন্তু রাজারা তাকে দেখবে এবং তাকে সম্মান জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াবে।
মহান নেতারা তার সামনে মাথা নত করবে।”
এইসব ঘটবে কারণ পরভু, ইসরায়েলের পবিত্রতম এইসব চান। এবং পরভুকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তিনিই সে জন যিনি তোমাকে বেছে নিয়েছিলেন।

পরিত্রাণের দিন

৮ পরভু বলেন,
“একটা বিশেষ সময় আসবে, যখন আমি আমার দয়া দেখাব।
তখন আমি তোমাদের প্রার্থনার জবাব দেব।
বিশেষ দিন আসবে যখন আমি তোমাদের রক্ষা করব।
আমি তোমাদের সাহায্য করব, আমি তোমাদের নিরাপত্তা দেব।
লোকের সঙ্গে আমার যে চুক্তি আছে তার প্রমাণ হবে তোমরা।
যে দেশ এখন ধ্বংসপরাণ্ড,
সেই দেশকে তোমরা তার নিজের জমি ফিরিয়ে দেবে।
৯ তোমরা কয়েদীদের বলবে:
‘কারাগার থেকে বেরিয়ে এসো।’
অন্ধকারে থাকা লোকদের তোমরা বলবে,
‘বেরিয়ে এসো অন্ধকার জগত থেকে!’
ভ্রমণ করতে করতে লোকে খাবে।
নিষ্ফলা পাহাড়েও তারা খাবার পাবে।
১০ লোকে ক্ষুধার্ত হবে না, লোকরা তৃষ্ণার্ত হবে না।
তাদের তপ্ত সূর্য ও বাতাস কষ্ট দেবে না।
কেন? কারণ ঈশ্বর তাদের আরাম দেবেন।
ঈশ্বর তাদের নেতৃত্ব দেবেন।
জলপ্রবাহগুলির কাছে তিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন।
১১ আমি আমার লোকদের জন্য সড়ক বানাব।
পাহাড়গুলিকে করা হবে সমতল এবং নীচু
রাস্তাগুলিকে করা হবে উঁচু।
১২ “দেখ! দূর দূর স্থান থেকে আমার কাছে লোকে চলে আসছে।
উত্তর ও পশ্চিম থেকে লোকরা আসছে।
মিশরের সীমীম দেশ থেকে লোক আসছে।”
১৩ স্বর্গ ও পৃথিবী সুখী হও!
পাহাড় চৌকিয়ে ওঠ আনন্দে!
কেন? কারণ পরভু তাঁর লোকদের আরাম দেবেন।
পরভু গরীব লোকদের প্রতি সদয় হবেন।
১৪ কিন্তু সিয়োন এখন বলে, “পরভু আমাকে ত্যাগ করেছেন।

আমার পুত্র আমাকে ভুলে গিয়েছেন।”

১৫ কিন্তু আমি বলি,

“কোন মহিলা কি নিজের শিশুকে ভুলতে পারে? না!

তার শরীর থেকে ভূমিষ্ট হওয়া শিশুকে ভুলতে পারে কোন নারী?

না! কোন নারী তার শিশুকে ভুলতে পারে না।

আমিও তোমাদের ভুলে যেতে পারি না।

১৬ এই দেখো, আমি নিজ হাতে তোমাদের নাম খোদাই করে রেখেছি!

তোমাদের কথা সব সময়ই ভাবি।

১৭ তোমাদের শিশুরা ফিরে আসবে, লোকরা তোমাদের পরাজিত করবে

কিন্তু তারা তোমাদের একাকী ফেলে যাবে।

১৮ তাকাও! নিজেদের চারিদিকে তাকাও!

তোমাদের সব ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়ে তোমাদের কাছে আসবে।”

পুত্র ভুলেন,

“নিজের জীবনে তোমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি করছি:

তোমাদের ছেলেমেয়েরা হবে রত্নের মতো, যেটা তোমরা গলায় বেঁধে রাখবে।

তোমাদের ছেলেমেয়েরা একজন বধুর গলার মূল্যবান হারের মতো হবে।

১৯ “এখন তোমরা পরাজিত ও তোমরা ধ্বংস হয়েছে।

তোমাদের দেশ ধ্বংস হয়েছে।

কিন্তু কিছু কাল পরে, তোমাদের দেশে তোমরা অনেক বেশী লোক পাবে

এবং যে সমস্ত লোক তোমাদের ধ্বংস করেছিল তারা অনেক দূরে সরে যাবে।

২০ তোমরা হারিয়ে যাওয়া শিশুর শোকে দুঃখিত ছিলে।

সেই শিশুরাই কিন্তু তোমাদের বলবে,

‘এই জায়গা বড় ছোট!

আমাদের বসবাসের জন্য বড় জায়গা দাও!’

২১ তারপর তোমরা নিজেরাই বলবে,

‘কে আমাদের এইসব শিশুদের দিয়েছে?

আমি বিচ্ছিন্ন ছিলাম, নির্জনে ছিলাম।

পরাস্ত হয়ে নিজেদের লোক থেকে দূরে ছিলাম।

তাই এই শিশুদের কে দিলেন?

দেখো, আমি একা পড়েছিলাম।

কোথা থেকে এই শিশুরা এসেছিল?’”

২২ আমার পুত্র, সদাপুত্র ভুলেন,

“দেখ, আমার হাত জাতিদের ওপর ঢেউ তুলবে।

আমি সব মানুষকে দেখাতে পতাকা তুলব।

তখন তারা তোমাদের শিশুদের নিয়ে আসবে!

তারা তোমাদের শিশুদের কাঁধে করে আনবে,

বাছ দিয়ে শিশুদের ধরে রাখবে।

২৩ তাদের সম্রাটরা শিক্ষক হবেন।

রাজকুমারীরা তাদের যত্ন করবে।

সেই সব রাজা ও রাজকুমারীরা তোমাদের সামনে শরদ্ধায় মাথা নত করবে।

তারা তোমাদের পায়ের পাতার ধুলিতে চুম্বন করবে।

তখন তোমরা বুঝবে যে আমিই পুত্র।

তারপর তোমরা জানবে, আমার ওপর আস্থাশীল হওয়া কোন লোকই হতাশ হবে না।”

২৪ যখন কোন বলবান সেনা যুদ্ধ জয় করে পুরচুর সম্পদ নিয়ে আসে,

তখন তোমরা তা ছিনিয়ে নিতে পারো না।

যখন কোন শক্তিশালী সেনা কোন বন্দীকে পাহারা দেয়,

তখন বন্দীটি পালিয়ে যেতে পারে না।

২৫ কিন্তু পুরভু বলেন,

“বন্দী পালিয়ে যাবে।

কেউ একজন বন্দীদের শক্তিশালী সেনার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে।

এইসব ঘটবে কারণ আমি তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করে দেবো।

আমিই তোমাদের শিশুদের বাঁচাবো।

২৬ তোমাদের যারা দাবিয়ে রেখেছিল

আমি তাদের নিজেদের মাংস খেতে বাধ্য করব।

দরাঙ্কারস পান করে মাতাল হবার মত তারা তাদের নিজেদের রক্ত খেয়ে মাতাল হবে।

তখন সবাই জেনে যাবে যে পুরভু তোমাদের পরিত্রাতা।

প্ৰত্যেকটি লোক জেনে যাবে যে যাকোবের শক্তিশালী ‘একজন’ তোমাদের রক্ষা করেছিলেন।”

নিজেদের পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছে ইসরায়েল

১ পুরভু বলেন,

৫০

“ইসরায়েলবাসীরা, তোমরা বল যে আমি তোমাদের মা, জেরুশালেমের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছি।

কিন্তু কোথায় সেই পুরমাণপত্র, যা সম্পর্ক ছিল হবার কথা পুরমাণ করে?

আমার ছেলেরা, আমি কি কারো কাছে অর্থ ঋণ করেছিলাম?

ঋণ শোধ করবার জন্য আমি কি তোমাদের বিক্রি করেছি?

না! তোমরা নিজেদের খারাপ কাজের জন্য বিক্রি হয়েছিলে।

তোমাদের খারাপ কাজের জন্য তোমাদের মা (জেরুশালেম) অনেক দূরে চলে গেছে।

২ আমি ঘরে এসে দেখি কেউ নেই।

আমি বার বার ডাকলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না।

তোমরা কি মনে কর,

আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারব না?

আমার সব সমস্যা থেকেই উদ্ধার করার ক্ষমতা আছে।

দেখ! আমি যদি নির্দেশ দিই সমুদ্র শুকিয়ে যাও, সমুদ্র তখনই শুকিয়ে যাবে।

জল না পেয়ে মরে যাবে মাছ, মাছদের শরীর পচে যাবে।

৩ আমি শোকের কালো কাপড়ের মতো আকাশকে অন্ধকার করে দিতে পারি।

আকাশকে অন্ধকারময় করে দিতে পারি।”

ঈশ্বরের দাস সতিয়ই ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল

৪ আমার পুরভু আমাকে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই আমি এখন এই দুঃখী লোকদের শিক্ষা দিই। প্রতিদিন সকালে তিনি শিক্ষকের মতো আমাকে দর্শন দিয়ে শিক্ষা দেন। ৫ আমার পুরভু সদাপুরভু আমাকে শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করেন। আমি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করি না। তাঁকে অনুসরণ করা আমি বন্ধ করব না। ৬ আমি লোকদের আমাকে আঘাত করতে দেব। আমি তাদের আমার দাড়ি থেকে চুল তুলে নিতে দেব। যখন তারা আমার নামে বাজে কথা বলবে, আমার গায়ে খুতু ফেলবে তখনও আমি নিজের মুখ লুকোব না। ৭ পুরভু আমার সদাপুরভু আমাকে সাহায্য করবেন। তাই তাদের বাজে কথা আমাকে আঘাত করবে না। আমি শক্তিশালী হব। আমি জানি আমি হতাশ হব না।

৮ পুরভু আমার সঙ্গে আছেন। তিনিই দেখাবেন আমি নির্দোষ। তাই কেউ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। কেউ যদি আমাকে ভুল পুরমাণ করতে চায় তবে তাকে আমার সামনে এসে যুক্তি দেখাতে হবে। ৯ তাকিয়ে দেখো, আমার পুরভু সদাপুরভু আমাকে সাহায্য করছেন। তাই আমাকে কেউ পাপী সাব্যস্ত করতে পারবে না। তাদের পুরানো মূল্যহীন কাপড়ের মতো অবস্থা হবে। পোকামাকড় তাদের খাবে।

১০ ঈশ্বরের প্রতি যারা শরদ্ধাশীল তারা পুরভুর দাসের কথা শুনবে। কি হবে তা না জেনেই পুরভুর দাস পুরভুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে। সে সতিয় সতিয় পুরভুর নামের ওপর আস্থা রাখে এবং সে তার ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে।

১১ “দেখ, তোমরা তোমাদের নিজেদের মত করে বাঁচতে চাও। তোমরা তোমাদের নিজেদের আঙনে আলো জ্বালাও। তাই নিজের পথেই থাকো। কিন্তু তোমরা শাস্তি পাবে। তোমরা তোমাদের আঙনের আলোতে পাড়ে যাবে। আমিই সেটা ঘাটো।”

ইস্রায়েলের অবরাহামের মত হওয়া উচিত

১ “তোমাদের মধ্যে যারা ভালো জীবনযাপন করতে এবং ভালো কাজ করতে চেষ্টা কর, যারা পুরভুর কাছে সাহায্যের জন্য যাও, তারা আমার কথা শোন। যে পাথরটা কেটে তোমরা হয়েছিলে, সেই পাথর, তোমাদের পিতা অবরাহামের কথা চিন্তা কর। ২ অবরাহামই তোমাদের পিতা, তাঁর দিকে তাকানো উচিত। তোমাদের জন্মদাতরী মাতা সারার দিকে তাকাও। অবরাহামকে যখন আমি ডেকেছিলাম তখন সে একা ছিল। তখন আমি তাকে আশীর্বাদ করেছিলাম এবং সে একটি মহান পরিবার গুরু করেছিল। ওর কাছ থেকে বহু লোক এসেছে।”

৩ একইভাবে, পুরভু সিয়োনের ওপরও কৃপা করবেন। সিয়োন ও তার লোকদের তিনি আরাম দেবেন। তিনি সিয়োনের জন্য মহান কাজ করবেন। পুরভু মরুভূমির পরিবর্তন করবেন। মরুভূমি এদনের বাগানের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে। সিয়োনের জমি ছিল পরিত্যক্ত কিন্তু তা পুরভুর বাগানের মত হয়ে উঠবে। সেখানকার লোকরা সুখী, খুব সুখী হবে। তারা তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। তারা ধন্যবাদ ও জয়সূচক গান গাইবে।

৪ “আমার লোকরা, আমার কথা শোন!

আমার বিধি আমার কাছ থেকে যাবে।

আমার বিচার হবে আলোর মত যেগুলো লোকদের দেখাবে কিভাবে বাঁচতে হয়।

৫ শীঘ্রই আমি আমার ন্যায় প্রকাশ করব, শীঘ্রই আমি তোমাদের রক্ষা করবো।

আমি আমার ক্ষমতা ব্যবহার করব এবং সব জাতিগুলিকে বিচার করব।

দূরবর্তী এলাকার লোকরা আমার প্রতিশ্রুতিতে আছে।

আমার ক্ষমতা তাদের রক্ষা করবে, এই ভরসায় তারা অপেক্ষায় আছে।

৬ স্বর্গের দিকে চোখ মেলাও!

চারিদিকে চোখ মেলে পৃথিবীকে দেখো!

ধোঁয়ার মেঘের মত আকাশ অদৃশ্য হয়ে যাবে।

পুরানো কাপড়ের মত পৃথিবী মূল্যহীন হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে পরভ্যেয়ে মারা যাবে,

কিন্তু আমার পরিত্রাণ চিরকালের জন্য থেকে যাবে।

আমার ধার্মিকতা কখনও শেষ হবে না।

৭ তোমরা যারা ধার্মিকতা বোঝ তাদের আমার কথা শুনতে হবে।

লোকরা, যাদের হৃদয়ে আমার বিধি রাখা আছে, আমার কথা তাদের শুনতে হবে।

যারা তোমাদের বিরোধিতা করে সেই খারাপ লোকদের তোমরা ভয় পেয়ো না।

অভিশাপ পেয়ে ভয় পেয়ো না।

৮ কেন? কারণ তাদের দশা হবে পুরানো কাপড়ের মতো।

তাদের পোকামাকড় খেয়ে নেবে।

তাদের পশমের মতো দশা হবে, কৃমি তাদের খেয়ে নেবে।

কিন্তু আমার ধার্মিকতা চিরকালের জন্য থেকে যাবে।

চিরকাল থাকবে পরিত্রাণ, চিরকাল করে যাব পরিত্রাণ।”

ঈশ্বরের আপন ক্ষমতা তাঁর লোকদের রক্ষা করবে

৯ পুরভুর বাহু (শক্তি) জেগে ওঠো। জেগে ওঠো!

শক্ত হও!

বহুদিন আগেকার মত, পুরাচীন কালের মতো তোমার শক্তি ব্যবহার কর।

তুমি হচ্ছেো সেই শক্তি যে রহবকে পরাজিত করেছিল।

তুমি সেই প্রকাণ্ড জলচরকে পরাস্ত করেছিলে।

১০ সমুদ্র শুকিয়ে যাবার কারণ হয়েছিলে তুমি!

তুমি গভীর জলাশয়ে জল শুকিয়ে দিয়েছিলে!

সমুদ্রের অভ্যন্তরে পথ গড়ে উঠেছিল তোমার জন্যই!

তোমার লোকরা নিরাপদে সমুদ্র পারাপার করেছিল।

১১ পুরভু নিজের লোকদের রক্ষা করবেন,

তারা আনন্দের সাথে সিয়োনে ফিরে যাবে।
 তারা খুব, খুব সুখী হবে।
 তাদের সুখ হবে চিরকালীন রাজমুকুটের মত।
 তারা আনন্দে গান গাইতে থাকবে।
 সব দুঃখ চলে যাবে অনেক দূরে।
 ১২ প্রভু বলেন, “আমিই সে-ই যে তোমাদের আরাম দেয়।
 তবুও তোমরা কেন লোকের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠ?
 তারা তো শুধু মাত্র মানুষ যাদের জন্য মৃত্যু আছে।
 তারা তো কেবলই মানুষ—ঘাসের মতোই মরে তারা।”
 ১৩ প্রভু হলেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা।
 নিজের ক্ষমতায় তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।
 নিজের ক্ষমতাতেই তিনি আকাশের সৃষ্টি করেছেন।
 কিন্তু তোমরা প্রভু ও তাঁর ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়েছ।
 তাই তোমরা সেই করুণ লোকদের ভয় পাও।
 তাদের পরিকল্পনা হল তোমাদের বিনাশ করা,
 কিন্তু তারা এখন কোথায় রয়েছে?
 ১৪ কয়েদের ভিতরে যেসব লোক ছিল তারা মুক্ত হবে।
 তারা মরবে না, তবে কারাগারে পচবে।
 তাদের জন্য থাকবে যথেষ্ট খাবার।
 ১৫ “আমি প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর।
 আমি সমুদ্রের নাড়া দিই এবং ঢেউ তৈরী করি।”
 প্রভু সর্বশক্তিমান তাঁর নাম।

১৬ “আমার দাসগণ, যে কথা আমি তোমাদের বলতে চাই, সেই কথাগুলো আমি তোমাদের দেব। আমি তোমাদের আমার নিজের হাত দিয়ে আড়াল করবো এবং তোমাদের নিরাপত্তা দেব। আমি স্বর্গের পরিধি বাড়াতে এবং পৃথিবীর ভিত বানাতে তোমাদের ব্যবহার করব। ‘তোমরা আমারই লোক’” একথা সিয়োনকে বলবার জন্য আমি তোমাদের ব্যবহার করব।

ইস্রায়েলকে ঈশ্বর শান্তি দিলেন

১৭ জাগো! জাগো!
 জেরুশালেম উঠে দাঁড়াও!
 প্রভু তোমার ওপর প্রচণ্ড করুণা ছিলেন।
 তাই তোমরা শান্তি পেয়েছিলে।
 এক পেয়াল্লা বিষ তোমাদের পান করতে হয়েছিল এবং তোমরা পান করেছিলে।
 তোমাদের সে রকমই শান্তি ছিল।

১৮ জেরুশালেমের লোক জন অনেক। কিন্তু তারা কেউ তার নেতা হতে পারেনি। জেরুশালেম যে সন্তানদের পালন করেছে তাদের মধ্যে কেউই তাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য নেতা হয়ে ওঠেনি। ১৯ জেরুশালেমের সমস্যা এসেছিল দুভাবে। খাদ্যের বন্টন এবং চুরি, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ।

কেউ তোমাদের কষ্টের দিনে সাহায্য করতে আসেনি। কেউ তোমাদের ক্ষমা করেনি। ২০ তোমাদের লোকরা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তারা মাটিতে পড়ে গিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ে। তারা পথের আনাচে-কানাচে পড়েছিল। তাদের দশা হয়েছিল জালে পড়া হরিণের মতো। যতদিন পর্যন্ত তারা প্রভুর শান্তি আর নিতে পারছিল না ততদিন তারা ছিল প্রভুর করুণা শান্তির কবলে। তারা তাঁর কাছ থেকে আর তিরস্কার নিতে পারছিল না।

২১ দরিদ্র জেরুশালেমবাসী, এই কথাটা শোন। তোমরা দরাঙ্কারস পান না করলেও তোমরা মাতালদের মতো দুর্বল।

২২ তোমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, তাঁর লোকদের জন্য লড়াই করেন। তিনি তোমাদের বলেন, “দেখ, আমি তোমাদের দেশ থেকে ‘বিষের পানপাতর’ বার করে নিয়ে যাচ্ছি। আমার কেরাধের পানপাতর থেকে তোমাদের আর পান করতে হবে না।” ২৩ এখন আমি আমার কেরাধ ব্যবহার করব যারা তোমাদের আঘাত করেছিল, তাদের ওপর। আঘাত করব তাদের ওপর যারা তোমাদের হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তারা তোমাদের বলেছিল, ‘আমাদের সামনে মাথা নত কর এবং আমরা তোমাদের মাথার ওপর

দিয়ে হেঁটে যাব।' তারা তোমাদের মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল। তারপর তারা তোমাদের পিঠের ওপর দিয়ে ময়লার মতো হেঁটে গিয়েছিল। তোমরা তাদের পায়ে হাঁটা পথের মতো ছিলে।”

ইস্রায়েল রক্ষা পাবে

১ জেগে ওঠো! জেগে ওঠো!
২ তোমাদের চমৎকার পোশাকগুলি পর!

নিজেদের শক্তি পরিধান করো।

পবিত্র জেরুশালেম উঠে দাঁড়াও!

সেই সব অশুচি লোক এবং যাদের সুলভ হয় নি, তারা আর তোমার কাছে আসবে না।

৩ আবর্জনা ঝেড়ে ফেল! তোমরা সুন্দর পোশাক পর!

সিয়োনের কন্যা জেরুশালেম তুমি বন্দী ছিলে।

তোমার গলায় বাঁধা শিকল থেকে নিজেকে মুক্ত কর।

৪ পরভু বলেন, “তোমরা টাকার জন্য বিক্রি হওনি।

তাই তোমাদের মুক্ত করতেও টাকার প্রয়োজন হবে না।”

৫ পরভু আমার সদাপরভু বলেন, “আমার লোকরা প্রথমে মিশরে গিয়েছিল। তারা সেখানে গিয়ে ক্রীতদাস হয়ে যায়। পরে অশুর তাদের ক্রীতদাস করে রাখে।” ৬ পরভু বলেন, “এখন দেখো কি ঘটে! অন্য জাতি আমার লোকদের ক্রীতদাস করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার লোকদের নেবার জন্য এই জাতি কোন মূল্য দেয়নি। এই জাতি আমার লোকদের ওপর শাসন করে এবং তা নিয়ে বড়াই করে। তারা সব সময় আমাকে অপমান করে।”

৭ পরভু বলেন, “আমার লোকরা আমার নাম জানবে। সেই দিন তারা উপলব্ধি করবে যে আমিই সে যে তাদের সঙ্গে কথা বলছি। সে হল আমি!”

৮ এটা একটা খুবই চমৎকার ব্যাপার যে পাহাড় থেকে বার্তাবাহক সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। বার্তাবাহকের ঘোষণাটিও চমৎকার, “সেখানে শান্তি বিরাজ করছে। রক্ষা পাচ্ছে আমরা। তোমাদের ঈশ্বর আমাদের রাজা!”

৯ নগরের দ্বাররক্ষীরা চিৎকার করছে।

তারা একত্বিত হয়ে পুনরায় আনন্দে মেতেছে!

কেন? কারণ তারা সকলেই সিয়োনে পরভুর পরত্যাগবর্তন দেখেছে।

১০ জেরুশালেম তোমার ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িতে আবার সুখ আসবে।

তোমরা সবাই একসঙ্গে আনন্দিত হবে।

কেন? কারণ পরভু আবার জেরুশালেমের প্রতি উদার হবেন।

পরভু তাঁর লোকদের উদ্ধার করবেন।

১১ পরত্যাগ জাতির ওপর পরভু তাঁর পবিত্র ক্ষমতা দেখাবেন।

পরত্যাগ জাতি দূরে থেকেও দেখতে পাবে ঈশ্বরের তাঁর লোকদের রক্ষা করছেন।

১২ তোমাদের বাবিল ত্যাগ করা উচিত!

উচিত ঐ স্থান ত্যাগ করা!

যাজকরা তোমরা তোমাদের উপাসনার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এসো।

নিজেদের বিশুদ্ধ করে তোল।

অশুদ্ধ জিনিস স্পর্শ করবে না।

১৩ তোমরা বাবিল ত্যাগ করবে।

তবে তাড়াহুড়ো করে বাবিল ত্যাগ করার জন্য ওরা তোমাদের বাধ্য করবে না।

তোমাদের পালিয়ে যেতে কেউ বাধ্য করবে না।

তোমরা হেঁটে হেঁটে চলে যাবে এবং পরভুও তোমাদের সঙ্গে হাঁটবেন।

পরভু তোমাদের সামনে থাকবেন এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের তোমাদের পিছনে থাকবেন। §§

ঈশ্বরের দুর্দশাগরস্ত দাস

১৩ “আমার দাসকে দেখো। সে জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাদানে খুবই সফল হবে। সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে লোকে তাকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবে।” ১৪ কিন্তু আমার দাসকে দেখে অনেকের খুব মনোকষ্ট হবে। সে এত বাজে ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল যে অনেকেরই তাকে মানুষ বলে চিনতে কষ্ট হবে। ১৫ এমনকি অনেক লোক বিহবল হয়ে যাবে এবং একটা কথাও বলতে পারবে না। রাজারা তাকে দেখে বিহবল হয়ে গিয়ে একটি কথাও বলতে পারবেন না। তারা আমার দাসের গল্প শোনেনি, কিন্তু কি ঘটেছিল তা দেখেছিল। সেই গল্প তারা শুনতে না পেলেও বুঝতে পারবে কি ঘটেছিল।”

১ কে সত্যিই বিশ্বাস করেছিল, আমাদের ঘোষণার কথা? কে সত্যিই গ্রহণ করেছিল প্রভুর শান্তি?
 ২ সে প্রভুর সামনে, ছোট গাছের মত বড় হতে লাগল। সে ছিল শুকনো জমিতে গাছের শিকড়ের বড় হওয়ার মতো। তাকে দেখতে বিশেষ কিছু লাগত না। তার কোন বিশেষ মহিমা ছিল না। যদি আমরা তার দিকে তাকাতাম তবে তাকে ভালো লাগার মত বিশেষ কিছুই চোখে পড়ত না। ৩ লোকে তাকে ঘৃণা করেছিল, তার বন্ধুরা তাকে ত্যাগ করেছিল। তার প্রচুর দুঃখ ছিল। অসুস্থতার বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল। লোকেরা তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকত। আমরা তাকে ঘৃণা করতাম। আমরা তার কথা চিন্তাও করিনি।

৪ কিন্তু সে আমাদের অসুখগুলোকে বয়ে বেড়িয়েছিল। সে আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। এবং আমরা মনে করেছিলাম ঈশ্বর তাকে শান্তি দিচ্ছেন। তার কোন কৃতকর্মের জন্য ঈশ্বর তাকে শান্তি দিচ্ছেন বলে আমরা মনে করেছিলাম।

৫ কিন্তু আমাদেরই ভুল কাজের জন্য তাকে আহত হতে হয়েছিল। আমাদের পাপের জন্য সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। আমাদের পুরাপুর শান্তি সে পেয়েছিল। তার আঘাতের জন্য আমাদের আঘাত সেরে উঠেছিল। ৬ আমরা সবাই হারিয়ে যাওয়া মেঘের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আমরা সবাই আমাদের নিজেদের পথে গিয়েছিলাম যখন প্রভু আমাদের সব শান্তি তাকে দিয়ে ভোগ করাচ্ছিলেন।

৭ তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সে আত্মসমর্পণ করেছিল। সে কখনও প্রতিবাদ করেনি। মেঘকে যেমন হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে সে নাগালিশ করে না তেমনি সেও চুপচাপ ছিল। মেঘ যেমন তার পশম কাটার সময় কোন শব্দ করে না, সেও তেমনি তার মুখ খোলে নি। ৮ মানুষ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে নিয়েছিল এবং তার প্রতি ন্যায্য বিচার করেনি। তার ভবিষ্যৎ পরিবার সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি। কারণ সে জীবিতদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আমার লোকদের পাপের জন্য সে শান্তি পেয়েছিল। ৯ তার মৃত্যু হয়েছিল এবং ধনীদেব সঙ্গে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল। তাকে দুই লোকদের সঙ্গে সমাহিত করা হয়েছিল যদিও সে কোন হিংসুর কাজ করেনি। সে কখনও কাউকে প্রতারণা করেনি।

১০ প্রভু তাকে মেরে পিষে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। যদি সে দোষমোচনের বলি হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করে, সে তার সন্তানের মুখ দেখবে এবং দীর্ঘ দিন বাঁচবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় তার হাতে সফল হবে। ১১ তার আত্মা বহু কষ্ট পেলেও সে অনেক ভালো জিনিস ঘটা দেখতে পাবে। সে যেসব জিনিস শিখেছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হবে।

প্রভু বলেন, “আমার ভালো দাসটি অনেক মানুষকে ধার্মিক করবে। সে তাদের অপরাধের দরুণ শান্তি ভোগ করবে।” ১২ এই কারণে আমি তাকে অনেক লোকের মধ্যে পুরস্কৃত করব। যে সব লোকেরা শক্তিশালী তাদের সঙ্গে সমস্ত জিনিসে তার অংশ থাকবে। আমি এটা তার জন্য করব কারণ সে লোকের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে মারা গিয়েছিল। তাকে একজন অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু সত্যটা হল সে অনেক লোকের পাপ বহন করে ছিল। এবং এখন সে পাপী লোকদের সপক্ষে কথা বলছে।”

ঈশ্বর তাঁর লোকদের ঘরে ফিরিয়ে আনলেন

১ “মহিলারা সুখী হও!
 ৫৪ তোমাদের কোন সন্তান নেই

কিন্তু তোমাদের সুখী হওয়া উচিত।”

প্রভু বলেন,

“যে মহিলা একা আছে

সে বিবাহিত মহিলার চেয়েও বেশী সন্তান পাবে।”

২ “তোমাদের তাঁবু বড় কর।

দরজা বড় করে খুলে রাখো।

নিজেদের ঘর বড় করবার কাজ বন্ধ রেখো না।

তোমাদের তাঁবু শক্ত কর।

৩ কেন? কারণ তোমাদের দরুণ বৃদ্ধি হবে।

তোমাদের শিশুরা অন্যান্য জাতিদের থেকেও মানুষ পাবে।

তোমাদের শিশুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরেও বসবাস করবে।

৪ ভীত হয়ো না!

তোমরা হতাশ হবে না।

তোমাদের বিরুদ্ধে লোকে বাজে কথা বলবে না।

তোমরা কখনও বিব্রত হবে না।

যখন ছোট ছিলে তোমরা লজ্জা পেতে।

কিন্তু এখন তোমরা সেই লজ্জা ভুলে যাবে।

স্বামী হারিয়ে তোমরা যে লজ্জা পেয়েছিলে

সেই লজ্জার কথা তোমরা আর স্মরণ করবে না।

৫ কেন? কারণ তোমাদের স্বামী সেই একজন (ঈশ্বর) যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।

তঁার নাম সর্বশক্তিমান প্রভু।

তিনি ইসরায়েলের পরিত্রাতা, তিনি ইসরায়েলের পবিত্রতম।

তঁাকেই গোটা পৃথিবীর ঈশ্বর বলে ডাকা হবে।

৬ “তোমরা ছিলে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার মত!

তোমরা মনে প্রাণে খুব দুঃখী থাকলেও

প্রভু তোমাদের তঁার মানুষ হবার ডাক দেন।

তোমরা ছিলে স্বামী পরিত্যক্তা যুবতী স্ত্রীদের মতো।

কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের ডাক দিয়েছেন।”

৭ ঈশ্বর বলেন, “আমি তোমাদের অল্প সময়ের জন্য ত্যাগ করেছিলাম।

আমি তোমাদের নিজের আসনে আবার একত্রিত করব।

আমি তোমাদের মহৎ উদারতা দেখাবো।

৮ আমি করুদ্ধ হয়েছিলাম, তাই অল্প কালের জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

তবে এখন সদয় হয়ে চিরকালের জন্য তোমাদের আরাম দেব।”

তোমাদের পরিত্রাতা প্রভু এইসব বলেছেন।

৯ ঈশ্বর বলেন, “নোহর সময়ের কথা স্মরণ কর, আমি পৃথিবীকে বন্যা দিয়ে শাস্তি দিই।

কিন্তু আমি নোহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পুনরায় বন্যা দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করব না।

ঠিক সে রকম তোমাদের কথা দিচ্ছি, তোমাদের ওপর আর করুদ্ধ হব না এবং তোমাদের আর কখনও বাজে কথা বলব না।”

১০ প্রভু বলেন, “পর্বত অদৃশ্য হতে পারে।

পাহাড় চূর্ণ হতে পারে।

কিন্তু আমার দয়া তোমাদের থেকে দূরে যাবে না।

তোমাদের শান্তি দেবো

এবং এই শান্তি কখনও শেষ হবে না।”

প্রভু তোমাদের ক্ষমা প্রদর্শন করে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

১১ “তুমি গরীব শহর!

শত্রুরা বাড়ের মত তোমার ওপর আছড়ে পড়েছিল।

কোন ব্যক্তি তোমাদের আরাম দেয় নি।

তোমাদের দেওয়ালে পাথর গাঁথবার জন্য

আমি একটি সুন্দর মূল্যবান অলঙ্কার মিশ্রিত হামান ব্যবহার করব।

এবং শিলান্যাসের সময় ব্যবহার করব নীলকান্তগি পাথর।

১২ প্রাচীরের মাথায় যে পাথর থাকবে তা বানানো হবে পান্না দিয়ে।

ফটকে ব্যবহার করব উজ্জ্বল রত্ন।

তোমার চারি দিকের প্রাচীরে ব্যবহার করব মূল্যবান রত্ন।

১৩ তোমার শিশুরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করবে এবং তিনি তাদের শিক্ষা দেবেন।

শিশুদের জন্য থাকবে প্রকৃত শান্তি।

১৪ তোমাদের ধার্মিকতা দিয়ে গড়া ও প্রতিষ্ঠা করা হবে।

হিংসা ও বিদেবষ থেকে তুমি থাকবে নিরুপদ্রব।

ভয়ের কিছু থাকবে না।

কিছুই তোমাকে আঘাত করতে আসবে না।

১৫ আমার কোন সেনাদল তোমাকে আক্রমণ করবে না।

যদিও বা করে তবে তুমি তাদের পরাস্ত করবে।

১৬ “দেখো, আমি কামারকে সৃষ্টি করেছি। সে আঙুনে ফুঁ দিয়ে তাকে উত্তপ্ত করে। তারপর সে আঙুন ব্যবহার করে গরম লোহার সাহায্যে নিজের ইচ্ছেমত যন্ত্র বানায়। ঠিক সে ভাবেই আমি সৃষ্টি করেছি ‘ধ্বংসকারকদের’ জিনিস ধ্বংস করার জন্য।

১৭ “মানুষ তোমাকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র বানাবে। কিন্তু সেই অস্ত্রগুলি তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। কেউ কেউ তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। তবে যে যে লোক তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের ভুল বলে প্রমাণ করা হবে।”

প্রভু বলেন, “প্রভুর দাসরা কি পায়? আমার কাছ থেকে আসা ভালো জিনিস তারা পায়!

সত্যিকারের সন্তোষজনক “খাদ্য” দেন ঈশ্বর

১ “আমার তৃষ্ণার্ত মানুষরা এসে জল পান করো।
 ৫৫ নিজেদের অর্থ না থাকলেও বিষম্ব হয়ো না।

যতক্ষণ না ক্ষুধা-তৃষ্ণ মেটে ততক্ষণ খাও এবং পান কর।

খাদ্য ও দ্রাক্ষারসের জন্য কোন অর্থ লাগবে না।

২ সত্যি খাদ্য নয় এমন জিনিষের জন্য তোমরা কেন অর্থ নষ্ট করবে?

তোমাদের সন্তুষ্ট করে না এমন জিনিষের জন্য কেন কাজ করবে?

আমার খুব কাছে এসে শোন, তোমরা খুব ভালো খাবার খাবে।

তোমাদের আত্মা সন্তুষ্ট হবার মতো খাদ্য তোমরা ভোগ করবে।

৩ আমার কাছে এসে শোন আমি কি বলছি,

তাহলে তোমাদের আত্মা বাঁচবে।

আমি তোমাদের সঙ্গে চিরকালের মত একটা চুক্তি করব।

দায়দের মত তোমাদের সঙ্গেও আমি চুক্তি করব।

দায়দের কাছে আমি পরিশ্রুতি করেছি চিরকাল আমি ওকে ভালবাসব।

চিরকাল আমি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।

তোমরা এই চুক্তির ওপর আস্থাশীল থাকতে পারো।

৪ দায়দকে আমি অন্যান্য জাতির জন্য সাক্ষী বানিয়েছি।

আমি তাকে পরিশ্রুতি দিয়েছি বহু জাতির শাসক ও সেনাপতি বানিয়ে দেব।”

৫ তোমাদের অচেনা স্থানেও অনেক জাতি আছে।

তোমরা সেই সব জাতিদের ডাকবে।

তারা তোমাদের না চিনলেও

তোমাদের কাছে ছুটে যাবে।

এসব ঘটবে কারণ তোমাদের প্রভু এইসব চান।

এসব ঘটবে কারণ ইসরায়েলের পবিত্র একজন তোমাদের সম্মান করেন।

৬ তাই তোমাদের উচিত বেশী দেরি না করে

প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

তিনি এখন কাছে আছেন

তোমাদের উচিত এখনই তাঁকে ডাকা।

৭ দুই লোকদের দুই কাজ পরিত্যাগ করতে হবে।

তাদের কু-চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে।

তাদের প্রভুর কাছে ফিরে আসতে হবে।

ঈশ্বর তাদের ওপর করুণা করবেন।

সেই লোকদের প্রভুর কাছে ফিরে আসা উচিত;

কারণ আমার ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

লোকে ঈশ্বরকে বুঝতে পারে না

৮ পরভু বলেন, “তোমাদের চিন্তা আর আমার চিন্তা এক নয়।

তোমাদের রাস্তা আমার রাস্তার মত নয়।

৯ পৃথিবীর থেকে স্বর্গ অনেক উঁচুতে।

ঠিক সে রকমই তোমাদের থেকে আমার পথও অনেক উঁচু এবং চিন্তাও অনেক উঁচুতে বিচরণ করে।”

পরভু নিজে নিজেই একথা বলেন।

১০ “বৃষ্টি ও বরফ কণা আকাশ থেকে পড়ে

এবং তা আর আকাশে ফিরে যায় না, যতক্ষণ না তারা মাটি স্পর্শ করে মাটিকে ভেজায়।

তখন মাটি গাছকে অঙ্কুরিত করে বড় করে তোলে।

এই গাছগুলি কৃষকদের জন্য বীজ বানায় আর লোকে এই বীজ ব্যবহার করে খাবার রটি বানায়।

১১ ঠিক সে ভাবেই আমার মুখ নিঃসৃত বাণী

নিজেকে বাস্তবায়িত না করে ফিরে আসে না।

আমি যা করতে চাই আমার কথা তাই করে।

আমি যা করতে পাঠাই আমার কথা সফল ভাবে তাই করে ফিরে আসে।

১২ “তোমরা আনন্দের সঙ্গে চলে যাবে

এবং শান্তিতে ফিরে আসবে।

পাহাড়-পর্বত তোমাদের সামনে আনন্দে গান গেয়ে উঠতে শুরু করবে।

মাঠের সব গাছ হাততালি দিয়ে উঠবে।

১৩ যেখানে যেখানে ঝোপঝাড় ছিল সেখানে সেখানে বেড়ে উঠবে বিশাল বিশাল দেবদারু গাছ।

আগাছার স্থানে গজিয়ে উঠবে গুলমৌদি গাছ।

এইসব ঘটনা পরভুকে বিখ্যাত করে তুলবে।

এইসব ঘটনা প্রমাণ করবে যে পরভু শক্তিশালী এবং এই প্রমাণ কখনই নষ্ট হবে না।”

সব জাতিই পরভুকে অনুসরণ করবে

৬৬ পরভু এইগুলি বলেছেন, “সব লোকের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হও। সঠিক কাজ করো। কেন? কারণ আমার পরিত্রাণ শীঘ্র তোমাদের কাছে আসবে। গোটা বিশ্ব দেখবে আমার ধার্মিকতা। ২ যে এই রকম করবে সে আনন্দিত হবে এবং একজন লোক অবশ্যই এটাকে ধরে রাখবে। যে ঈশ্বরের বিশ্রামের দিনের বিধি মানবে সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। যে কোন কুকর্ম করবে না সেও সুখী হবে।”

৩ কিছু লোক যারা ইহুদী নয় তারা পরভুর সঙ্গে যুক্ত হবে। ঐ লোকদের বলা উচিত নয়, “পরভু আমাদের তাঁর লোক হিসেবে গ্রহণ করবেন না।” ঐ বিশেষ কতকগুলি ক্রীতদাস যাদের নপুংসক করা হয়েছে তাদের বলা উচিত নয়, “আমি একটা শুকনো কাঠের টুকরো মাত্র, আমার কোন সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই।”

৪ এই নপুংসকদের একথা বলা উচিত নয়। কারণ পরভু বলেন, “এই নপুংসকদের মধ্যে অনেকে আমার বিশ্রামের দিনের বিধি মেনে চলে। তারা আমার পছন্দের কাজ করে। তারা সত্যিই আমার চুক্তি মেনে চলে। ৫ তাই তাদের জন্য আমি মন্দিরে স্মারক স্থাপন করব। তাদের নাম আমার শহরে স্মরণ করা হবে। হ্যাঁ, আমি এইসব নপুংসকদের ছেলেমেয়েদের চেয়েও ভাল জিনিস দেব। আমি তাদের এমন একটি নাম দেব যা চিরকাল থেকে যাবে। আমার লোকদের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা হবে না।”

৬ “ইহুদী নয় এমন কেউ কেউ পরভুর সঙ্গে যোগ দেবে। তারা এইসব করবে পরভুর সেবার জন্য এবং তারা পরভুর নামকে ভালবাসে বলে তারা পরভুর সঙ্গে যোগ দেবে তার দাস হওয়ার জন্য। তারা বিশ্রামকে বিশেষ উপাসনার দিন হিসাবে রাখবে এবং আমার চুক্তি বিধি মেনে চলবে।” ৭ পরভু বলেন, “আমি তাদের আমার পবিত্র পর্বতে নিয়ে আসব। আমার পরার্থনাগৃহে তাদের সুখী করে তুলব। তাদের নৈবেদ্য ও উৎসর্গে আমি খুশি হব। কেন? কারণ আমার মন্দিরকে বলা হবে সব জাতির পরার্থনাগৃহ।” ৮ পরভু, আমার সদাপরভু এইসব বলেছেন।

ইসরায়েলের লোকদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হবে, কিন্তু পরভু তাদের আবার একত্রিত করবেন। পরভু বলেন, “আমি এই লোকদের আবার একত্রিত করব।”

৯ অরণ্যের বন্য পশুরা এসে খাও!

১০ এই রক্ষীরা (ভাববাদী) সবাই অন্ধ।

তারা নিজেরাই জানে না যে তারা কি করছে।
 তারা সেই নীরব কুকুরের মতো, যারা ঘেউ ঘেউ করতে পারে না।
 তারা মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।
 হায়! তারা ঘুমোতে ভালবাসে।
 ১১ তারা ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো,
 তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না।
 মেঘপালকরা জানে না তারা কি করছে।
 পথ ভোলা বিভ্রান্ত মেঘদের মতোই তাদের অবস্থা।
 তারা লোভী।
 তারা নিজেরাই নিজেদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে।
 ১২ তারা এসে বলল,
 “আমরা কিছুটা দ্রাক্ষারস পান করব।
 আমরা কিছুটা সুরা পান করব।
 একই জিনিস করবো আগামী কালও।
 একমাত্র দ্রাক্ষারসই পান করে যাব আরো বেশী করে।”

ইসরায়েল ঈশ্বরকে অনুসরণ করে না

৫৭ ^১ সব ভালো লোকরা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেনি।
 সন্তুষ্ট ভাল লোকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ জানে না কেন।
 এর কারণ হল মন্দ কাজ, যার জন্য ধার্মিক লোকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
 ২ কিন্তু শান্তি আসবে।
 এই লোকরা নিজেদের মৃত্যু শয্যায় বিশ্রাম খুঁজে নিতে পারবে।
 ঈশ্বর যে ভাবে চান তারা সেই ভাবেই জীবনযাপন করবে।
 ৩ “তোমরা, ডাইনির বাচ্ছারা, এখানে এসো।
 এই যে ব্যাভিচারীর ও গণিকাদের বাচ্ছারা!
 তোমরা এখানে এসো!
 ৪ তোমরা পাপী ও মিথ্যাবাদী শিশু।
 তোমরা আমাকে নিয়ে মজা কর।
 তোমরা আমাকে মুখ ভেঙাও।
 আমাকে দেখে জিত ভেঙাও।
 ৫ প্রতিটি সবুজ গাছের নীচে
 তোমরা মূর্তির পূজা করতে চাও।
 তোমরা শিশুদের হত্যা কর
 এবং তাদের উৎসর্গ কর পাথুরে জায়গায়।
 ৬ তোমরা নদীর মসৃণ পাথরকে পূজা করতে ভালবাস।
 তোমরা তাদের পূজা করতে তাদের ওপর দ্রাক্ষারস ঢালো।
 তোমরা তাদের জন্য পশুবলি দাও, কিন্তু তোমরা যা পাবে তা হল শুধু এই পাথরগুলো।
 তোমরা কি মনে কর এতে আমি সুখী হই?
 না! এইসব আমাকে সুখী করে না!
 ৭ তোমরা প্রতিটি পাহাড় পর্বতে শয্যা পেতেছ।
 যেগুলি হল মূর্তির উপাসনা ক্ষেত্র।
 ৮ তোমরা সেখানে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করে
 ঐসব মূর্তিগুলোর পূজা করে আমার বিরুদ্ধে পাপ কর।
 তোমরা ঐ মূর্তিদের ভালোবাসো;
 ওদের উলঙ্গ দেহ দেখে মজা পাও।
 তোমরা আমার সঙ্গে থাকলেও

এখন তোমরা আমাকে ত্যাগ করেছো ঐ মূর্তিগুলোর কাছে থাকার জন্য।

আমাকে স্মরণ করার জন্য যে সব জিনিস তোমাদের সাহায্য করত
সেসব তোমরা লুকিয়ে রেখেছো।

তোমরা ঐসব জিনিসগুলিকে দরজার পিছনে লুকিয়ে রেখেছ।

তারপর তোমরা সেই মূর্তিগুলোর সঙ্গে একটি চুক্তিবদ্ধ হয়েছো।

৯ তোমাদের মূর্তি মোলেকের জন্য তোমরা তোমাদের প্রসাধনী তেল

এবং অন্যান্য জিনিস ব্যবহার কর যাতে তোমাদের সুন্দর দেখায়।

তোমরা তোমাদের বার্তাবাহকদের দূর দেশে পাঠিয়েছিলে।

তোমরা এমনকি তাদের পাতালেও পাঠিয়েছিলে, এটা তোমাদের মৃত্যুর স্থল।

১০ এইসব জিনিসগুলি করতে তুমি কঠোর পরিশ্রম করেছো।

কিন্তু তোমরা কখনও ক্লান্ত হওনি, তোমরা নতুন শক্তি পেয়েছো।

কারণ তোমরা ঐসব জিনিসগুলিকে উপভোগ করেছিলে।

১১ তোমরা আমাকে স্মরণ করনি,

তোমরা আমাকে লক্ষ্য করনি।

তাহলে, কার জন্য তোমরা চিন্তায় ছিলে?

কার ভয়ে ভীত ছিলে?

কেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলে?

দেখ, আমি অনেকদিন ধরে শান্ত রয়েছি

কিন্তু তোমরা আমাকে শরদ্ধা করনি।

১২ আমি তোমাদের বলতে পারতাম তোমাদের ‘ভালকাজ’ ও ‘ধর্মীয় কাজ’ এর বিষয়ে।

বলতে পারতাম কিন্তু ঐসব অপূরয়োজনীয়।

১৩ যখন তোমাদের সাহায্যের দরকার হত

তখন তোমরা মূর্তির সামনে, যাদের তোমরা তোমাদের চারপাশে জড়ো করেছ, কান্নাকাটি করতে।

তাদের তোমাদের সাহায্য করতে দাও।

কিন্তু আমি বলি, বাতাস তাদের অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে।

আকস্মিক বায়ুপূরবাহে তারা সব চলে যাবে দূরে বহুদূরে।

কিন্তু আমার প্রতি আস্থাশীল লোকরা

আমার প্রতিশ্রুতি মতো দেশ পেয়ে যাবে।

আমার পবিত্র পর্বত তাদের জন্য থাকবে।”

পূরু তঁর লোকদের রক্ষা করবেন

১৪ রাস্তা পরিষ্কার করো! রাস্তা পরিষ্কার করো!

আমার লোকদের রাস্তা থেকে বাধা সরাও।

১৫ ঈশ্বর ওপরে, আরো ওপরে।

তিনি থাকবেন চিরকাল।

তঁর নাম পবিত্র।

ঈশ্বর বলেন, “আমি অনেক উঁচু ও পবিত্র স্থানে বাস করলেও

যারা দুঃখীত ও বিনীত তাদের সঙ্গেও আমি থাকি।

যাদের আত্মা অনিষ্টকারী তাদের আমি নতুন জীবন দেব।

যাদের মনে দুঃখ রয়েছে আমি তাদের নতুন জীবন দেব।

১৬ আমি চিরকাল যুদ্ধ করব না।

সব সময় আমি করুণ্ড থাকব না।

আমি যদি সব সময় করুণ্ড থাকি

তাহলে মানুষের আত্মা, যে জীবন আমি তাদের দিয়েছি সেটা আমার সামনে মরে যাবে।

আমি তাদের তো নতুন জীবন দিয়েছি।

১৭ এই লোকরা খারাপ কাজ করেছিল বলে

আমিই করুণা হয়েছিলাম।

তাই আমি ইস্রায়েলকে শান্তি দিয়েছিলাম

এবং ইস্রায়েল আমাকে ত্যাগ করেছিল।

সে তার ইচ্ছে মতো

যেখানে খুশি চলে গিয়েছিল।

১৮ ইস্রায়েল কোথায় গিয়েছিল আমি দেখেছি, তাই আমি ইস্রায়েলকে ক্ষমা করব।

আমি ইস্রায়েল এবং যারা তার জন্ম বিলাপ করে তাদের নেতৃত্ব এবং আরাম দেব।

১৯ আমি তাদের নতুন শ্বদ শেখাব ‘শান্তি।’

আমি আমার কাছের ও দূরের লোকদের শান্তি দেব।

আমি তাদের ক্ষমা করে দেবো!”

পর্তু নিজে নিজেই এই কথা বলেন।

২০ কিন্তু দৃষ্ট লোকরা ঠিক একটি করুণা সমুদ্রের মতো।

তারা শান্ত ও শান্তিপূর্য হতে পারে না।

তারাও সমুদ্রের মতো করুণা।

এবং সমুদ্রের মতো তারাও কাদাকে আলোড়িত করে।

২১ আমার ঈশ্বর বলেন,

“দৃষ্ট লোকদের শান্তি নেই।”

ঈশ্বরকে মেনে চলার কথা লোকদের বলতে হবে

১ যত জোরে পারো চিৎকার করো! নিজেকে থামিয়ে না।

৫৮ শিঙার মতো ঢেঁচিয়ে ওঠো।

মানুষকে তাদের ভুল কাজের কথা বলে দাও।

যাকোবের পরিবারকে তাদের পাপের কথা জানিয়ে দাও!

২ তারা আমার খোঁজে প্রতিদিন আসে

এবং আমার পথ শিখতে চায়,

যেন তারা সঠিক পথের জাতি,

যারা তাদের ঈশ্বরের বিধি অনুসরণ করা বন্ধ করেনি।

তারা আমার কাছে তাদের ন্যায্য বিচার চায়।

তারা ঈশ্বরকে কাছে পাবার ইচ্ছা করে।

৩ এখন তারা বলে, “আপনাকে সম্মান জানাতে, আমরা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আপনি কেন আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন না? আমরা আপনাকে সম্মান জানাতে আমাদের শরীরকে আঘাত করছি। আপনি কেন আমাদের লক্ষ্য করছেন না?”

কিন্তু পর্তু বলেন, “উপবাসের দিনগুলিতে তোমরা তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো। এবং তোমরা তোমাদের ভৃত্যদের কষ্ট দাও; নিজের শরীরকে নয়।^৪ তোমরা ক্ষুধার্ত, কিন্তু খাদ্যের জন্ম নয়। তোমাদের খিদে তর্ক আর যুদ্ধ করার জন্ম, রক্তির জন্ম নয়। তোমরা তোমাদের শয়তান হাত দিয়ে লোককে আঘাত করার জন্ম ক্ষুধার্ত। তোমরা যখন খাওয়া বন্ধ করো সেটা আমার জন্ম নয়। তোমরা আমার প্রশংসার জন্ম তোমাদের কর্তৃস্ববর ব্যবহার করো না।^৫ তোমরা কি মনে কর এসব বিশেষ দিনে আমি চাই তোমরা উপবাস করে নিজের শরীরকে কষ্ট দাও? তোমরা কি মনে কর, আমি তোমাদের দুঃখী দেখতে চাই? তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদের একটি ঘাসের মত মাথা নোয়াতে চাই? তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদের শোকবস্ত্র পরাতে চাই? তোমরা কি মনে কর যে আমি চাই লোকরা ছাইয়ের ওপরে বসে তাদের দুঃখ দেখাক? খাবার না খেয়ে তোমরা তোমাদের বিশেষ দিনে তাই করো। তোমরা কি ভাবো যে সত্যিই পর্তু এসব চান?

৬ “আমি তোমাদের জানাবো কোন ধরণের বিশেষ দিন আমি চাই, এটা লোকদের মুক্ত করার দিন। আমি একটা দিন চাই যেদিন তোমরা লোকদের তাদের বোঝার ভার থেকে মুক্তি দেবে। আমি চাই একটা দিন, যে দিন তোমরা লোককে কষ্ট মুক্ত করবে। আমি চাই একটা দিন যেদিন তোমরা মানুষের বোঝা নামিয়ে দেবে।^৭ আমি চাই তোমরা তোমাদের খাদ্য ভাগ করে নেবে ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে। আমি চাই তোমরা গৃহহীনদের খুঁজে নিজের ঘরে নিয়ে এসে রাখো। কোন মানুষকে বস্ত্রহীন দেখলে তাকে নিজের পোশাক দেবে। তারাও তোমাদের মত, তাদের দেখে নিজেকে লুকিয়ে রেখে না।”

৮ তোমরা যদি এইসব করো তবে তোমাদের আলো ভোরের আলোর মতো কিরণ দিতে শুরু করবে। তখন তোমাদের সব ক্ষত নিরাময় হবে। তোমাদের “ধার্মিকতা” (ঈশ্বর) তোমাদের সামনে দিয়ে হাঁটবে, এবং পুরভুর মহিমা* তোমাদের পেছন পেছন চলবে। ৯ তখন তোমরা পুরভুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে। পুরভু তোমাদের পুরস্কার জবাব দেবেন! তোমরা পুরভুর জন্য চিৎকার করবে এবং তিনি বলবেন, “আমি এই খানে।”

তোমাদের উচিত অনেযর সমস্যা ও বোঝা বানানো বন্ধ করা। তোমাদের অন্যকে আঘাত করে বা দোষারোপ করে কথা বলা বন্ধ করা উচিত। ১০ ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য দুঃখী হয়ে তাদের খাদ্য দেওয়া উচিত। যারা সমস্যায় পড়েছে তাদের পুরয়োজন মতো তোমাদের সাহায্য করা উচিত। তাহলে অন্ধকারের মধ্যে তোমরা আলোর দিশা পাবে এবং তোমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। দুপুরের সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল হবে তোমরা।

১১ পুরভু তোমাদের সর্বদা নেতৃত্ব দেবেন। শুকনো জমিতেও তিনি তোমাদের আত্মাকে সম্ভ্রষ্ট করবেন। পুরভু তোমাদের হাড়কে শক্তি দেবেন। তোমরা যথেষ্ট জল পাওয়া বাগানের মতো। তোমরা হবে সর্বদা জলে ভরা বর্ণার মতো।

১২ বহু বছর ধরে ধ্বংস হলেও তোমরা তোমাদের শহরগুলি পুনর্গঠন করবে এবং বহু বছর ধরে থেকে যাবে। তোমাদের বলা হবে “যারা বেড়া মেরামত করে” এবং “যারা রাস্তাসমূহ ও বাড়িগুলি তৈরী করে।”

১৩ ঈশ্বরের বিশ্রামের বিরুদ্ধে পাপ বন্ধ করলেই এইসব ঘটবে। তোমাদের বন্ধ করতে হবে বিশেষ দিনে নিজেদের খুশির জন্য কাজকর্ম। তোমাদের বিশ্রামের দিনকে সুখের দিন বলা উচিত। পুরভুর বিশেষ দিনকে তোমাদের সম্মান জানানো উচিত। অন্যায় দিনে তোমরা যেসব কথা বলো ও যেসব কাজ করো সেই সব বিশেষ দিনে তোমাদের তা বন্ধ রাখা উচিত। ১৪ তখন তোমরা পুরভুকে তোমাদের পরতি সদয় হতে বলতে পারবে এবং তিনি তোমাদের পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবেন। তোমাদের পিতা যাকোবকে তিনি যা যা দিয়েছিলেন তোমাদেরও তাই দেবেন। পুরভু নিজেই এইসব বলেছেন।

দুই লোকদের তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করা উচিত

১ দেখো, তোমাদের রক্ষা করার জন্য পুরভুর ক্ষমতাই যথেষ্ট। তোমরা যখনই তাঁর সাহায্য চাইবে তখনই তিনি তা শুনতে পান। ২ কিন্তু তোমাদের পাপ ঈশ্বরের থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। পুরভু তোমাদের পাপ দেখে তোমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যান। ৩ তোমাদের হাত নোংরা এবং রক্তে ভেজা। তোমাদের আঙ্গুলগুলি অপরাধ দিয়ে আচ্ছাদিত। তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলো। তোমাদের জিহ্বা কু-কথা বলে। ৪ কেউ অনেযর নামে সত্যি কথা বলে না। একে অনেযর বিরুদ্ধে আদালতে লড়াই করে এবং নিজেদের মামলা জিততে ভূয়ো তর্কের ওপর নির্ভর করে। একে অনেযর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে। তারা সব সমস্যায় ভরা এবং তারা শয়তানির জন্ম দেয়। ৫ তারা বিষাক্ত সাপের ডিমের মতো শয়তানির জন্ম দেয়। তোমরা যদি ঐ ডিমগুলির একটিও খাও তবে মৃত্যু অনিবার্য এবং যদি একটি ডিম ভাঙো তাহলে বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে আসবে।

মিথ্যাবাদীদের কথা মাকড়সার জালের মতো। ৬ এই জাল কাপড় বানানোর কাজে ব্যবহার করা যায় না। তোমরা এইসব জাল দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে পার না।

কিছু লোক দুই কাজ করে এবং অন্য লোকদের আঘাত করার জন্য তাদের হাত ব্যবহার করে। ৭ তারা তাদের পাপ শয়তানির পিছনে দৌড়বার কাজে ব্যবহার করে। যারা কোন ভুল কাজ করেনি তাদের হত্যা করার জন্য তারা তাড়াহুড়া করে। তারা শুধুই দুই চিন্তা করে। হিংস্রতা, চুরি-জোচুরি হল তাদের একমাত্র বাঁচার পথ। ৮ তারা জানে না শান্তির পথ। তাদের মধ্যে একজনও সং নয়। তারা খুব অসাধু জীবনযাপন করে। এবং যারা এইসব লোকদের মতো জীবনযাপন করে তারা সারা জীবন কখনও শান্তি পায় না।

ইসরায়েলের পাপ সমস্যা নিয়ে আসে

৯ সব সত্যতা ও ধার্মিকতা অদৃশ্য হয়েছে।

আমাদের কাছাকাছি রয়েছে কেবলই অন্ধকার।

তাই আমরা আলোর জন্য অপেক্ষা করি

কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা অন্ধকার পাই,

আমরা আশা করি উজ্জ্বল আলো আসবে, কিন্তু আমরা অন্ধকারে পথ চলি।

১০ আমরা চোখহীন মানুষের মতো।

অন্ধ লোকদের মত আমরা দেওয়ালে ধাক্কা খাই।

*৫৮:৮ পুরভুর মহিমা ঈশ্বরের একটি রূপ, যেটি মানুষের কাছে আবির্ভূত হতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। এটি ছিল একটি উজ্জ্বল চমকে আলোর মত।

আমরা রাতের মতো হেঁচট খেয়ে পড়ে যাই।

এমনকি দিবালোকেও দেখতে পাই না।

দিন দুপুরে মরা মানুষের মতো পড়ে যাই।

১১ আমরা সবাই খুব দুঃখিত,

ঘুঘু ও ভল্লুকের মতো দুঃখের শব্দ করি।

আমরা মানুষের ন্যায়বোধের জন্য অপেক্ষা করছি।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন ন্যায়বোধের লক্ষণ নেই।

আমরা রক্ষা পাবার জন্য অপেক্ষা করছি।

কিন্তু পরিত্রাণ এখনও অনেক দূরে।

১২ কেন? কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি

অনেক অনেক খারাপ কাজ করেছি।

আমাদের পাপ দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা ভুল করেছি।

আমরা জানি এসব করে আমরা দোষী হয়েছি।

১৩ আমরা পাপ করে

পরভূর কাছ থেকে সরে গিয়েছি।

আমরা তাঁর থেকে দূরে চলে গিয়েছি,

তাঁকে ত্যাগ করেছি।

আমাদের পাপ প্রমাণ করে যে আমরা দোষী।

আমরা জানি যে এইসব কাজ করে আমরা দোষ করেছি।

আমরা পাপ করেছি এবং পরভূর বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে ত্যাগ করেছি।

আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খারাপ কাজের পরিকল্পনা করেছি।

আমরা এইসব জিনিসগুলির কথা ভেবেছি

এবং মনে মনে তার পরিকল্পনা করেছি।

১৪ আমরা বিচারবোধশূন্য হয়ে পড়েছি।

ন্যায়বোধ চলে গেছে অনেক দূরে।

সত্য রাস্তায় হেঁচট খেয়ে পড়েছি।

ধার্মিকতাকে শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

১৫ সত্য অন্তর্হিত হয়েছে।

যারা ভাল করতে চায় তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে।

পরভূ লক্ষ্য রাখলেও তিনি কোন ন্যায় দেখতে পাচ্ছেন না।

পরভূ এইসব পছন্দ করেন না।

১৬ পরভূ দেখে অবাক হচ্ছেন যে

মানব জাতির সবপক্ষে বলবার জন্য কেউ দাঁড়াচ্ছে না।

তাই পরভূ তাঁর নিজের ক্ষমতা ও ধার্মিকতা দ্বারা বিজয়ী হচ্ছেন।

তিনি সমর্থন পাচ্ছেন, তাঁর নিজের মহৎত্বের দ্বারা।

১৭ পরভূ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

তিনি পনেন ধার্মিকতার বর্ম,

মুক্তির শিরস্ত্রাণ,

শান্তির পোশাক-সমূহ

ও তাঁর দৃঢ় আগ্রহশীলতার আবেরণ।

১৮ পরভূ নিজের শত্রুদের প্রতি করুদ্ধ,

অতএব তিনি তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

পরভূ তাঁর শত্রুদের ওপর করুদ্ধ।

তাই তিনি দুরবর্তী এলাকার লোকদের শাস্তি দেবেন।

১৯ পশ্চিমের লোকরা পরভূকে ভয় পাবে এবং পরভূর নামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

পূর্বের লোকরা তাকে ভয় পাবে এবং তারা পরভূর মহিমাকে শ্রদ্ধা করবে।

পরভূ ঈশ্বরের বাতাসের জোরে বহমান খরসেরাতা নদীর মতো দ্রুত আসবেন।

২০ তখন সিয়োনে একজন পরিত্রাতা আসবে।

তিনি যাকোবের লোকদের কাছে আসবেন যারা পাপ কাজ করেও ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছে।

২১ পরভূ বলেন, “এসব লোকদের সঙ্গে আমি একটা চুক্তি করব। আমি পরিত্শুকৃতি করছি যে, আমার আত্মা ও আমার বাক্য যেগুলি আমি তোমাদের মুখে দিচ্ছি সেগুলো তোমাদের ত্যাগ করবে না। সে সব তোমাদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের মধ্যেও থেকে যাবে। সেইসব তোমাদের মধ্যে এখন থেকে চিরকাল থেকে যাবে।”

ঈশ্বর আসছেন

৬০ ১ “জেরুশালেম, আমার আলো উঠে পড়!
তোমার আলো (ঈশ্বর) আসছেন।

তোমার উপর পরভুর মহিমা প্রতিভাত হবে।

২ অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছে।

লোকরা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কিন্তু পরভূ তোমার উপর তাঁর কিরণ বিকীর্ণ করবেন।

তাঁর মহিমা তোমার উপর দেখা যাবে।

৩ সব জাতি তোমার আলোর কাছে আসবে।

রাজারাতো তোমার উজ্জ্বল আলোর (ঈশ্বর) কাছে আসবেন।

৪ তোমার চারপাশে দেখো!

দেখ, লোকরা তোমার চারপাশে জড়ো হচ্ছে

এবং তোমার কাছে আসছে।

তোমার পুত্রদের সঙ্গে দূর দূরান্ত থেকে কনয়ারাত আসছে।

৫ “ভবিষ্যতে এসব ঘটবে এবং সেই সময় তুমি তোমার লোকদের দেখতে পাবে।

তোমার মুখে সুখের বহিঃপ্রকাশ থাকবে।

পরথম তুমি ভীত হলেও

পরে উচ্ছসিত হয়ে উঠবে।

সাগর পারের সমস্ত ধনসম্পদ তোমার সামনে রাখা হবে।

জাতিসমূহের ধনসম্পদও তোমার কাছে পৌঁছবে।

৬ মিদিয়ন ও ঐফা থেকে উটের দল

তোমার জমি পার হবে।

শিবা থেকে দীর্ঘ উটের সারি আসবে তোমার কাছে।

তারা বয়ে আনবে সোনা ও ধূপ।

তারা পরভুর প্রশংসা করে গান গাইবে।

৭ লোকরা কেদরের সমস্ত মেষকে একত্রিত করে তোমাকে এনে দেবে।

নবায়োত থেকে তারা মেঘও আনবে।

তুমি সেগুলি আমার বেদীতে নৈবেদ্য হিসাবে দেবে।

এবং আমি তা গ্রহণ করব।

আমি আমার মন্দির

আরও সুন্দর করে বানিয়ে তুলবো।

৮ লোকের দিকে তাকাও।

আকাশে দ্রুত পার হয়ে যাওয়া মেঘের মতো তারা তোমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তারা হল খুব দ্রুত বাসায় উড়ে যাওয়া ঘূষু পাখীদের মত।

৯ দূরবর্তী এলাকায় লোকরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজগুলি জলযাত্রার জন্য পরস্তুত।

এই জাহাজগুলি তোমাদের ছেলেমেয়েদের দূরদেশ থেকে আনার প্রতিক্ষায় রয়েছে।

তারা তাদের ঈশ্বর ইস্রায়েলের পবিত্র একজনকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য

সোনা এবং রূপো নিয়ে আসবে।

পরভু তোমাদের জন্য চমৎকার কাজ করবেন।
 ১০ অন্য দেশের ছেলেমেয়েরা তোমাদের প্রাচীরগুলো আবার গড়ে তুলবে।
 তাদের রাজারা তোমাদের সেবা করবে।
 “আমি যখন তোমাদের উপর করুদ্ধ ছিলাম, তখন আমি তোমাদের শান্তি দিয়েছিলাম।
 কিন্তু এখন তোমরা আমার স্বপক্ষে,
 এবং আমি তোমাদের জন্য করুণাময় হব।
 ১১ তোমার ফটক সব সময় খোলা থাকবে।
 সেগুলি দিনরাত কখনই বন্ধ হবে না।
 সব জাতি ও রাজারা তোমাকে তাদের সম্পদ দেবে।
 ১২ কোন জাতি বা দেশ যদি তোমার সেবা না করে তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।
 ১৩ লিবানোনের সব মহৎ দ্রব্যই তুমি পাবে।
 লোকেরা তোমাকে পাইন, ফার ও সাইপ্রাসের মতো মূল্যবান গাছ দেবে।
 এই গাছগুলি জেরুশালেমে আমার জেরুশালেমস্থিত উপাসনাগৃহকে
 আরও সুন্দর করে তৈরি করতে ব্যবহৃত হবে।
 এই জায়গাটা আমার সিংহাসনের সামনে চৌকির মতো হবে।
 এবং আমি এই জায়গাটিকে যথেষ্ট সম্মান দেব।
 ১৪ অতীতে যারা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে
 তারা এখন তোমার সামনে মাথা নত করবে।
 অতীতে যারা তোমাকে ঘৃণা করত
 তারা এখন তোমার পায়ে মাথা নত করবে।
 তারা তোমাকে ডাকবে, ‘পরভুর নগরী,’ ‘ইসরায়েলের পবিত্র একজনের সিয়োন।’
 ১৫ “তুমি আর কখনও পরিত্যক্ত হবে না।
 তুমি পুনরায় ঘৃণার পাত্র হবে না, তুমি কখনও শূন্য হবে না।
 আমি তোমাকে চিরকালের জন্য মহান করে দেব।
 তুমি চিরকালের জন্য এখন থেকেই সুখী হবে।
 ১৬ জাতিগুলি তোমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই দেবে।
 তুমি হবে মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশুর মতো।
 কিন্তু তুমি রাজার ধন ‘পান’ করবে।
 তখন তুমি বুঝবে যে তিনি আমি, পরভু, যিনি তোমাকে রক্ষা করেন।
 তুমি জানতে পারবে যাকোবের মহান ঈশ্বর তোমার পরিত্রাতা।
 ১৭ “এখন তোমার তামা রয়েছে।
 আমি তোমাকে সোনা এনে দেব।
 এখন তোমার লোহা রয়েছে।
 আমি তোমাকে দেব রূপা।
 আমি তোমার কাঠকে তামায় পরিণত করব।
 আমি তোমার পাথরকে লোহাতে পরিণত করব।
 আমি তোমার শান্তিকে শান্তিতে রূপান্তরিত করব।
 এখন তোমাকে লোকেরা কষ্ট দিলেও
 পরে তারাই তোমার জন্য ভাল ভাল কাজ করবে।
 ১৮ তোমার দেশে আর কখনও হিংসাত্মক ঘটনার খবর থাকবে না।
 লোকে আর তোমাকে বা তোমার দেশকে
 আক্রমণ করবে না।
 তুমি তোমার প্রাচীর সমূহের নাম দেবে ‘পরিত্রাণ’
 এবং তোমার ফটকগুলির নাম দেবে ‘প্রশংসা।’
 ১৯ “দিনের বেলায় সূর্য আর কখনও তোমার আলো হবে না।
 রাতের আর কখনও চাঁদ তোমার আলো হবে না।

কারণ পরভূই তোমার চিরকালের আলো।
 তোমার ঈশ্বরই তোমার জ্যোতি।
 ২০ তোমার সূর্য কখনও অস্তমিত হবে না।
 তোমার চাঁদ আর কখনও অন্ধকার হবে না।
 কারণ পরভূ চিরকালের জন্য তোমার আলো হবেন
 এবং শোকের সময় শেষ হবে।
 ২১ “তোমার সব লোক ভাল হবে।
 তারা পৃথিবীকে চিরকালের জন্য পাবে।
 তাদের আমি সৃষ্টি করেছি।
 তারা আমার নিজের হাতে
 গড়ে তোলা চমৎকার বৃক্ষ।
 ২২ সব চাইতে ছোট পরিবার হবে বড় পরিবারগোষ্ঠী।
 ক্ষুদ্রতম পরিবার হবে শক্তিশালী জাতি।
 সঠিক সময়ে,
 আমি পরভূ দরুত চলে আসব।
 আমি এইসব ঘটনাগুলো ঘটাব।”

পরভূর স্বাধীনতার বার্তা

৬১ ১ পরভূর দাস বলেন, “পরভূ, আমার সদাপরভূ, তাঁর আত্মা আমার মধ্যে দিয়েছেন। গরীবদের সঙ্গে কথা বলবার
 জন্য, তাদের ভগ্নহৃদয়ের ক্ষতে বন্ধনী জড়াবার জন্য এবং দুঃখীকে আরাম দেবার জন্য পরভূ আমাকে মনোনীত
 করেছেন। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন নির্যাতিতদের ও বন্দীদের জানাতে যে, তারা মুক্ত হচ্ছে। ২ ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন
 তাঁর উদারতা কখন দেখা যাবে সে সময়ের কথা ঘোষণা করার জন্য। দুঃস্থ লোকদের তাদের শাস্তির সময় ঘোষণা করার জন্য
 পরভূ আমাকে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন দুঃখীদের স্বস্তি দিতে। ৩ ঈশ্বর আমাকে সিয়োনের বিমর্ষ লোকদের
 কাছে পাঠিয়েছেন। আমি তাদের তা ভোগ করার জন্য পরস্তুত করে তুলব। আমি তাদের মাথার ছাই দূরে সরিয়ে দেব। আমি
 তাদের রাজমুকুট দেব। আমি তাদের দুঃখকে সরিয়ে দিয়ে সুখের তেল দেব। আমি তাদের দুঃখ দূর করব এবং উপাচারের
 বস্ত্র দেব। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন এইসব লোকদের ‘ভাল বৃক্ষ’ এবং ‘পরভূর বিস্ময়কর চারা গাছ’ হিসেবে নাম দিতে।”

৪ সেই সময় যে সব পুরানো শহরগুলি ধ্বংস হয়েছিল তা আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। সেই শহরগুলি পুরাতন সৃষ্টির
 সময়ের মত আবার নতুন হয়ে উঠবে। শহরগুলি বহুকাল আগে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু আবার তা নতুন করে গড়ে উঠবে।

৫ তখন তোমার শত্রুরা তোমার কাছে এসে মেঘদের যত্ন নেবে। তোমার শত্রুদের শিশুরা তোমার মাঠে ও বাগানে কাজ
 করবে। ৬ তোমাকে বলা হবে ‘পরভূর যাজক।’ ‘আমাদের ঈশ্বরের দাস।’ পৃথিবীর সব জাতিদের ধনসম্পদ তুমি পাবে এবং
 এর জন্য তুমি গর্বিত হবে।

৭ অতীতে, লোকে তোমাকে লজ্জায় ফেলত এবং তোমার কাছে খারাপ কথা বলত। তুমি অন্য লোকদের চেয়ে অনেক বেশী
 লজ্জিত হয়েছিলে। তাই তুমি অন্যদের তুলনায় তোমার ভুখণ্ডে দিবগুণ সুবিধা পাবে। তুমি চিরকালের জন্য সুখ পাবে। ৮ এসব
 কেন ঘটবে? কারণ আমি পরভূর ধার্মিকতা ও ন্যায়বোধকে ভালবাসি। আমি চুরি করা এবং অন্যায় মন্দ কাজকে ঘৃণা করি।
 তাই আমি লোকদের তাদের প্ৰাপ্য পুরস্কার দেব। আমি চিরকালের মতো আমার লোকদের সঙ্গে একটি চুক্তি করব। ৯ সব
 জাতির প্রতিনিধি লোক আমার লোকদের জানবে। যারাি তাদের দেখবে, জানতে পারবে যে পরভূই তাদের আশীর্বাদ করেছেন।

ঈশ্বরের দাস মুক্তি আনে

১০ পরভূ আমাকে খুব সুখী করেছেন।
 আমার সমগ্র সৎতবা আমার ঈশ্বরে সুখী।
 ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণের বস্ত্র পরিয়েছেন।
 এটা হচ্ছে যেমন একজন বিয়ের বর নিজেকে মালা দিয়ে সাজায় সেই রকম।
 ঈশ্বর আমার ওপর ধার্মিকতার আবেগ বস্ত্র পরিয়েছেন।
 যেন বিয়ের বধু বিবাহের চমৎকার পোশাক পরেছে।
 ১১ পৃথিবীই গাছদের জন্মানোর কারণ।
 লোকরা বাগানে বীজ লাগায় এবং বাগান তাদের বড় করে তোলে।

একই রকম ভাবে পরভু ধার্মিকতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবেন।
পরভু সমস্ত জাতির সামনে প্রশংসাকে বৃদ্ধি করবেন।

জেরুশালেম: ধার্মিকতায় পূর্ণ একটি শহর

৬২

১ “সিয়োনকে আমি ভালবাসি,

তাই আমি তার জন্য কথা বলে যাব।

জেরুশালেমকে আমি ভালবাসি, তাই আমি কথা বন্ধ করব না।

যতক্ষণ না ধার্মিকতা উজ্জ্বল আলোর মতো কিরণ দেয়

ততক্ষণ আমি কথা বলে যাব।

অগ্নিশিখার মত পরিত্রাণ জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত আমি কথা বলব।

২ তখন সব জাতি তোমার ধার্মিকতা দেখতে পাবে।

সমস্ত রাজারা তোমাকে সম্মান দেখাবে।

তখন তোমার নতুন নাম হবে।

পরভু নিজেই সেই নাম দেবেন।

৩ পরভু তোমার জন্য গর্বিত হবেন।

তুমি হবে পরভুর হাতের সুন্দর মুকুটের মত।

৪ তোমাকে আর কেউ ‘তযাজ্য লোক’ বলবে না।

তোমার ভূমিকে কেউ ‘ধবংসস্থান’ বলবে না।

তারা তোমাকে বলবে, ‘ভালোবাসার লোক।’

তোমার দেশকে বলা হবে, ‘কনে।’

কেন? কারণ ঈশ্বর তোমাদের ভালবাসেন।

তোমাদের দেশ বিবাহিত হবে।

৫ যখন কোন যুবক কোন যুবতীকে ভালবাসে

তখন সে তাকে বিয়ে করে এবং যুবতীটি বিয়ের পর তার স্ত্রী হয়।

একই পথে তোমার জমি হবে তোমার শিশুদের।

একজন লোক তার নতুন স্ত্রীকে পেয়ে খুব খুশী হয়।

একই রকম ভাবে, ঈশ্বরও তোমাদের নিয়ে খুব সুখী হবেন।”

৬ জেরুশালেম, তোমার প্রাচীরে আমি রক্ষী মোতায়েন করব।

সেই রক্ষীরা নীরব থাকবে না।

তারা দিন রাত প্রার্থনা করবে।

রক্ষীরা, তোমরা পরভুর প্রতি প্রার্থনা অব্যাহত রেখো।

তোমরা অবশ্যই তাকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

কখনই প্রার্থনা থামাবে না।

৭ যতক্ষণ না পরভু জেরুশালেমকে লোকের প্রশংসার শহর করে তুলছেন ততক্ষণ তুমি প্রার্থনা চালাবে।

পরভু একটি প্রতিশ্রুতি করেছেন।

পরভু প্রমাণ হিসেবে তাঁর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

এবং প্রতিশ্রুতি পালনে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

৮ পরভু বলেছেন, “আমি আর কখনও তোমার খাদ্য শত্রুদের দেবো না।

আমি প্রতিশ্রুতি করছি তোমার তৈরি দ্রাক্ষারস শত্রুরা আর নেবে না।

৯ যে সব লোকরা শস্য সংগ্রহ করবে তারাই তা খাবে এবং এইসব লোকরা পরভুর প্রশংসা করবে।

যে সব লোকরা দ্রাক্ষা সংগ্রহ করবে তারাই দ্রাক্ষা থেকে উৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করতে পারবে এবং এই সবই আমার পবিত্রস্থানে ঘটবে।”

১০ ফটক দিয়ে এসো!

পথটাকে লোকদের জন্য পরিষ্কার করো।

রাস্তা প্রস্তুত করো।

রাস্তার পাথর সরিয়ে দাও।

মনুষ্যজাতির জন্য প্রতীক হিসাবে ধ্বংসটি ওড়াও।
 ১১ শোন, প্রভু দূরবর্তী দেশগুলির লোকদের বলেছেন,
 “সিয়োনের লোকদের বল:
 ‘দেখ, তোমাদের পরিতরাতা আসছেন।
 তিনি তোমাদের পুরস্কার আনছেন।
 তিনি সেই পুরস্কার সঙ্গে করে আনছেন।”
 ১২ তাঁর লোকদের বলা হবে “পবিত্র লোক।”
 “প্রভুর রক্ষা করা মানুষ।”
 জেরুশালেমকে বলা হবে, “আকাজ্জিত শহর।”
 “সেই শহর যা পরিত্যাগ করা হয়নি।”

প্রভু তাঁর লোকদের বিচার করেন

১ ইদোম থেকে কে আসছে?

৬৩ তিনি আসছেন বসরা শহর থেকে।

এবং তাঁর বস্ত্র উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত।

তাকে তাঁর বস্ত্রের মহিমামানবত দেখাচ্ছে।

তিনি তাঁর মহান ক্ষমতাবলে মাথা উঁচু করে হাঁটছেন।

তিনি বলেন, “তোমাদের রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে

এবং আমি সত্য কথা বলব।”

২ “কেন আপনার বস্ত্র লাল?”

দ্রাক্ষাফল থেকে যারা দ্রাক্ষারস বানায় তাদের মত লাল!”

৩ তাঁর জবাব, “আমি দ্রাক্ষারস বানাবার জায়গায়,

যেখানে দ্রাক্ষাফল পা দিয়ে চটকিয়ে রস বার করা হয়, সেখানে হেঁটেছি।

আমাকে কেউ সাহায্য করেনি।

আমি করুণ্ড ছিলাম এবং দ্রাক্ষার ওপর দিয়ে হেঁটে যাই।

সেই রস আমার কাপড়ের ওপর ছলকে পড়েছিল, তাই এখন আমার বস্ত্র নোংরা।

৪ আমি লোককে শান্তি দিতে একটা সময় বেছে নিয়েছি।

এখন আমার লোকদের রক্ষা করার সময় এসেছে।

৫ আমি চারি দিকে তাকালাম।

কিন্তু আমাকে সাহায্য করার মত কাউকে দেখলাম না।

আমি এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে কেউ আমাকে সমর্থন করল না।

তাই আমি আমার লোকদের রক্ষা করতে আমার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলাম।

আমার নিজের কেরাখ আমাকে সমর্থন করেছিল।

৬ যখন আমি করুণ্ড ছিলাম, তখন মানুষের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছি।

আমি যখন রাগে উন্মত্ত ছিলাম আমি তাদের শান্তি দিয়েছি এবং তাদের রক্ত মাটিতে ফেলেছি।”

প্রভু তাঁর লোকদের প্রতি সদয় ছিলেন

৭ আমি স্মরণ করব যে প্রভু উদার।

আমি তাঁকে প্রশংসা করবার কথা স্মরণ করব।

ইসরায়েলের পরিবারকে প্রভু অনেক ভাল জিনিস দিয়েছেন।

প্রভু আমাদের ওপর খুব সদয়।

প্রভু আমাদের ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন।

৮ প্রভু বলেন, “এরা সবাই আমার লোক।

এরা সত্যই আমার শিশু।”

†৬৩:৩ রস অথবা “শক্তিশালী পানীয়” অথবা “রক্ত।”

তাই প্রভু এদের রক্ষা করেছেন।

৯ তাদের সমস্ত বিপদে, তিনিও তাদের সাথে উদ্ভিগ্ন ছিলেন।

প্রভু এইসব লোকদের ভালবাসতেন এবং তাদের জন্য দুঃখ বোধ করতেন।

তাই প্রভু তাদের রক্ষা করেন।

তাই তিনি তাদের রক্ষা করতে তাঁর বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন।

তিনি তাদের উঠিয়ে বয়ে নিয়ে যান

এবং চিরকালের জন্য তাঁদের যত্ন নেন।

১০ কিন্তু মানুষ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে।

তারা তাঁর পবিত্র আত্মাকে দুঃখী করে তুলেছিল।

তাই প্রভু তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রভু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১১ কিন্তু প্রভু এখনও স্মরণ করেন বহুকাল আগে কি ঘটেছিল।

তিনি স্মরণ করেন মোশি ও তাঁর লোকদের।

প্রভু সেই একজন যিনি মানুষকে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছেন।

প্রভু তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দেবার কাজে মেঘপালকদের ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু মোশির মধ্যে তাঁর আত্মা সঞ্চরকারী প্রভু এখন কোথায়?

১২ প্রভু তাঁর ডান হাত দিয়ে মোশিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

প্রভু মানুষকে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে হাঁটার জন্য

জলকে দুভাগ করে দেন।

এইসব মহৎ কাজ করে প্রভু নিজেকে

বিখ্যাত করে তোলেন।

১৩ গভীর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে প্রভু তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ঘোড়ারা যেমন করে মরুভূমি পার হয়,

তেমনি করে লোকরা পড়ে না গিয়ে হেঁটেছিল।

১৪ মাঠে বিচরণের সময় গরু যেমন পড়ে যায় না

তেমনি সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ও লোকেরা পড়ে যায়নি।

লোকদের বিশ্রামস্থলের দিকে প্রভুর আত্মা নিয়ে যায়।

সর্বদাই লোকেরা সেখানে নিরাপদে ছিল।

প্রভু সেই পথেই তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আপনি নেতৃত্ব দিয়ে নিজের নামকে চমৎকৃত করে তুলেছেন।

তাঁর লোকদের সাহায্য করতে ঈশ্বরের জন্য একটি প্রার্থনা

১৫ প্রভু, স্বর্গ থেকে নিজে তাকিয়ে দেখুন।

এখন কি ঘটে চলেছে?

আপনি স্বর্গস্থিত আপনার পবিত্র আবাস থেকে আমাদের দেখুন।

আমাদের প্রতি আপনার সেই গভীর পেরম কোথায়?

আপনার ভিতর থেকে বার হয়ে আসা শক্তিশালী কর্মকাণ্ড কোথায়?

আমার জন্য আপনার ক্ষমা কোথায়?

আমার থেকে কেন আপনার উদার পেরম সরিয়ে রেখেছেন?

১৬ দেখুন, আপনি আমাদের পিতা!

অব্রাহাম আমাদের জানে না।

ইসরায়েল (যাকোব) আমাদের স্বীকার করে না।

প্রভু, আপনি আমাদের পিতা!

আপনি আমাদের ঈশ্বর যিনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন।

১৭ প্রভু, কেন আপনি আমাদের আপনার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন?

কেন আপনি আপনাকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন করে তুলেছেন?

পরভু আমাদের কাছে ফিরে আসুন।

আমরা আপনার দাস।

আমাদের কাছে এসে আমাদের সাহায্য করুন।

আমাদের পরিবারসমূহ আপনার অধিকারভুক্ত।

১৮ আপনার পবিত্র লোকেরা মাতুর কিছু সময়ের জন্য তাদের জায়গায় বাস করত।

তখন আমাদের শত্রুরা আপনার পবিত্র মন্দিরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

১৯ বহুকাল ধরে আমরা সেই লোক ছিলাম যারা আপনার দ্বারা শাসিত ছিলাম না।

যাদের আপনার নামে ডাকা হয়নি।

কেন আপনি আকাশ ছিন্ন করে নেমে আসেন না?

তাহলে পর্বতগুলি আপনার সামনে কাঁপবে।

৬৪ ১ আপনি যদি আকাশ ছিঁড়ে খুলে ফেলে পৃথিবীতে এসে পড়েন

তবে সব পরিবর্তন হয়ে যাবে।

পাহাড় আপনার সামনে গলে যাবে।

২ জ্বলন্ত গুল্মলতার মতো পাহাড় পুড়বে।

আগুনের ওপর জলের মতো পাহাড় সেক্ষ হবে।

তখন আপনার শত্রুরা আপনার বিষয়ে জানতে পারবে।

তারা যখন আপনাকে দেখবে তখন পরতৈয়ক জাতিই ভয় পাবে।

৩ কিন্তু সত্যিই আমরা এসব চাই না।

আপনার সামনে পাহাড় গলে যাবে।

৪ আপনার লোকেরা সত্যিই আপনার কথা শোনেনি।

আপনার লোকেরা কখনও আপনার কথা শোনেনি।

কেউ কখনও আপনার মতো একজন ঈশ্বর দেখেনি।

আপনিই একমাত্র, আর কোন ঈশ্বর নেই।

যদি লোকেরা ধৈর্য সহকারে আপনার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে

তবেই আপনি তাদের জন্য মহান কাজ করবেন।

৫ যারা ভাল কাজ করে তাদের সঙ্গেই আপনি থাকেন।

যে পথে আপনি চান সেই পথেই তারা জীবনযাপন করেন।

কিন্তু অতীতে আমরা পাপ করেছি

এবং তাই আপনি ক্রুদ্ধ ছিলেন।

কিন্তু এখন আমরা কিভাবে রক্ষা পাবো?

৬ আমরা সবাই পাপের জন্য নোংরা হয়ে উঠেছি।

এমন কি আমাদের ভাল কাজও অশুদ্ধ।

আমাদের ভালো কাজগুলো রক্তে রঞ্জিত পোশাকের মত।

আমরা সবাই মরা পাতার মত।

আমাদের পাপ আমাদের বাতাসের মতো বয়ে নিয়ে চলেছে।

৭ আমরা আপনার উপাসনা করি না।

আমরা আপনার নামে বিশ্বাস রাখি না।

আমরা আপনাকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত নই।

তাই আপনি আপনার মুখ আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন।

আপনি আমাদের পাপের জন্য আমাদের গলিয়ে দিয়েছেন।

৮ কিন্তু পরভু আপনি আমাদের পিতা।

আমরা মাটির পিণ্ডের মতো এবং আপনি মৃৎশিল্পী।

আপনার হাত আমাদের সৃষ্টি করেছে।

৯ পরভু, আমাদের ওপর ক্রোধ পুষে রাখবেন না।

আমাদের পাপ চিরকাল মনে রাখবেন না।

আমাদের দিকে দয়া করে তাকান!

আমরা আপনারই লোক।

১০ আপনার পবিত্র শহরগুলি পরিত্যক্ত।

সেই শহরগুলি এখন মরুভূমির মতো।

সিয়োনও একটা মরুভূমি! জেরুশালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত!

১১ আমাদের পূর্বপুরুষরা আপনার পবিত্র মন্দিরে আপনার উপাসনা করেছে।

আমাদের মন্দির ছিল চমৎকার কিন্তু সেই মন্দির পুড়ে গিয়েছে।

আমাদের সমস্ত মূল্যবান বিষয় সম্পদগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১২ এইসব জিনিস কি আপনাকে আমাদের প্রতি আপনার ভালবাসা দেখানো থেকে দূরে রাখবে?

আপনি কি নীরবতা চালিয়ে যাবেন?

আপনি কি আমাদের চিরকাল শান্তি দেবেন?

লোকরা ঈশ্বর সম্পর্কে জানবে

৬৫

১ পরভূ বলেন, “যারা আমার কাছে উপদেশ নিতে আসেনি আমি তাদেরও সাহায্য করেছি। আমাকে যারা পেয়েছে তারা কেউ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল না। আমি একটা জাতির সঙ্গে কথা বলেছিলাম যারা আমার নামে নামাঙ্কিত নয়। আমি বলেছিলাম, ‘আমি এখানে! আমি এখানে!’

২ “যারা আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিল এমন লোকদের গৃহহণ করার জন্য আমি সারাদিন পরমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তারা আমার কাছে আসুক—আমি তাদের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তারা আমার কাছ থেকে দূরে ছিল। তারা অসৎ পথে জীবনযাপন চালিয়ে গিয়েছিল। তাদের হৃদয় যা করতে চেয়েছিল তারা তাই করেছিল। ৩ তারা আমার সামনে আমাকে সর্বদা করুদ্ধ করেছিল। তারা তাদের বিশেষ বাগানে পশুগুলি দিত ও খুনো জ্বালাত। ৪ তারা কবরস্থানে বসে থাকত। তারা মৃত মানুষদের কাছ থেকে ভাল বার্তা পাবার জন্য প্রতীক্ষায় থাকত। মৃতদের সঙ্গে তারা বসবাস করত। তারা শুয়োরের মাংস খেত। তাদের ছুরি ও কাঁটাচামচ বাজে মাংস খেয়ে নোংরা হয়ে গিয়েছিল। ৫ কিন্তু তারা অন্যদের বলত, ‘আমার কাছে আসবে না! আমি যতক্ষণ না তোমাদের পরিষ্কার করছি ততক্ষণ তোমরা আমাকে স্পর্শ করবে না।’ এরা আমার চোখে ষোঁয়ার মত এবং এদের আগুন সর্বদাই জ্বলে।”

ইস্রায়েলকে শান্তি পেতেই হবে

৬ “দেখ, এখানে হিসাব আছে। মেটাতে হবে। হিসাব অনুযায়ী তুমি তোমার পাপের জন্য দোষী। এই হিসাব না মেটানো পর্যন্ত আমি শান্ত হব না এবং তোমাকে শান্তি দিয়েই হিসাব পরিশোধ করব।” ৭ তোমার ও তোমার পিতার পাপ সবই সমান। পরভূ বলেন, “পর্বতের ওপর ধূপ জ্বালাবার সময় তোমাদের পিতারা পাপ করেছে। তারা ঐ পর্বতগুলোর ওপর আমায় অবমাননা করেছে। এবং আমিই প্রথম যে তাদের শান্তি দিয়েছিলাম। আমি তাদের উচিত প্রাপ্য শান্তি দিয়েছিলাম।”

৮ পরভূ বলেন, “দ্রাক্ষাতে যখন নতুন সুরা থাকে মানুষ তখন তা বার করে নেয়। কিন্তু তারা দ্রাক্ষাগুলিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে না। তারা এইসব করে কারণ দ্রাক্ষা এরপরেও ব্যবহার করা যায়। আমি আমার দাসদের প্রতি ঠিক একই জিনিস করব। তাদের আমি পুরোপুরি ধ্বংস করবো না। ৯ যাকোবের (ইস্রায়েল) কিছু লোককে আমি রক্ষা করব। যিহূদার কিছু মানুষ আমার পাহাড় পাবে। আমার দাসরা সেখানে বাস করবে। আমি পছন্দ করে ঠিক করব কারা ওখানে বাস করবে। ১০ তখন পলেষ্টীয় সংলগ্ন শারোণ উপত্যকা হবে মেঘদের মাঠ। জেরুশালেমের উত্তরের দশ মাইল আখোর উপত্যকা হবে গরুর পালের বিশ্রামস্থল। এইসব হবে আমার লোকদের জন্য—যেসব লোকরা আমার খোঁজ করে।

১১ “কিন্তু তোমরা পরভূকে ত্যাগ করেছো, তাই তোমরা শান্তি ভোগ করবে। তোমরা আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের কথা ভুলে গিয়েছো। তোমরা ‘ভাগ্য’ ও ‘অদৃষ্ট’ মূর্তিগুলোকে পূজা করতে শুরু করেছিলে। তোমরা তাদের নৈবেদ্য দিয়েছিলে। ১২ কিন্তু আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছি। তোমরা তরবারির দ্বারা শেষ হবে। তোমরা সবাই খুন হবে। কেন? কারণ আমি তোমাদের ডাকলেও তোমরা উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলে! আমি কথা বললেও তোমরা শোন নি। আমি যে সব কাজকে অপকর্ম বলেছিলাম তোমরা সেগুলিই করেছো। আমি যা পছন্দ করি না তাই তোমরা করবে বলে ঠিক করেছিলে।”

১৩ তাই পরভূ, আমার সদাপরভূ বলেন,

“যদিও আমার দাসরা থাকে,

তোমরা ক্ষুধার্ত থেকে যাবে।

আমার দাসরা পান করতে পারলেও

তোমরা তৃষ্ণার্ত থাকবে।

আমার দাসরা সুখী হলেও

তোমরা দুষ্ট লোকরা লজ্জিত হবে।

১৪ আমার দাসরা আনন্দে মাতোয়ারা হবে

কিন্তু তোমরা দুঃখে কেঁদে ভাসাবে।

তোমাদের হৃদয় ভেঙ্গে যাবে

এবং তোমরা খুবই দুঃখিত হবে।

১৫ তোমাদের নাম আমার দাসদের কাছে বাজে শব্দের মতো শোনাবে।”

আমার পুত্রভূ ঈশ্বর তোমাদের হত্যা করবেন।

আর তাঁর দাসদের দেবেন নতুন নাম।

১৬ লোকে এখন পৃথিবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে।

কিন্তু ভবিষ্যতে তারা আশীর্বাদ চাইবে আস্থাবান ঈশ্বরের কাছে।

এখন যারা পৃথিবীর নাম নিয়ে কোন প্রতিশ্রুতি করেছে

তারা ভবিষ্যতে ঈশ্বরের নামে প্রতিশ্রুতি করবে।

কেন? কারণ, অতীতের সমস্যার কথা সবাই ভুলে যাবে।

তারা আমার চক্ষুর অন্তরালে আছে।

একটি নতুন সময় আসছে

১৭ “আমি নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গ তৈরী করব।

লোকরা অতীতের কথা মনে রাখবে না।

সেই সব কথা তারা মোটেই চিন্তা করবে না।

১৮ আমার লোকরা সুখী হবে এবং এখন থেকে চিরকাল তারা আনন্দ করবে।

কেন? আমি তাই করব, জেরুশালেমকে আমি তৈরী করব আনন্দ নগরী

এবং সেখানকার লোকদের আমি করব খুব সুখী।

১৯ “তারপর জেরুশালেমের জন্ম আমিও সুখী হব।

আমি আমার নিজের লোকদের জন্ম সুখী হব।

শহরে আর কোন কান্না অথবা কান্নার শব্দ

এবং দুঃখ থাকবে না।

২০ দু-চারদিনের আয়ু নিয়ে কোন শিশু জন্মাবে না।

অল্প সময় বেঁচে থেকে কেউই মরবে না।

প্রতিটি শিশু ও বৃদ্ধ বহু বহু বছর বাঁচবে। ১০০ বছর বেঁচে থাকার পরও যে কোন ব্যক্তিকে যুবকদের মত লাগবে।

একজন লোক যদি ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত না বাঁচে লোকে তাকে অভিশপ্ত মানুষ বলে বিবেচনা করবে।

২১ “শহরে কেউ যদি বাড়ি বানায় সে সেই বাড়িতে বসবাস করতে পারবে।

কেউ যদি বাগানে দ্রাক্ষা চাষ করে তবে সে সেই দ্রাক্ষা ফল খেতে পারবে।

২২ আর কখনও এমন হবে না যে একজন বাড়ী তৈরী করবে

আর অন্য জন তাতে বাস করবে।

আর কখনও এমন হবে না যে একজন বাগান তৈরী করবে

আর অন্য জন তার ফল খাবে।

আমার লোকরা গাছের মত দীর্ঘ জীবন পাবে।

আমার মনোনীত লোকরা যা কিছু করবে তা উপভোগ করবে।

২৩ একটি মৃত শিশুকে জন্ম দেবার জন্ম

মহিলারা আর কখনও প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করবে না।

শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মহিলারা প্রসব যন্ত্রণায় আর ভীত হবে না।

পুত্রভূ আমার সব লোকদের ও তাদের শিশুদের আশীর্বাদ করবেন।

২৪ তারা চাইবার আগেই জানতে পারবে তাদের চাহিদা

এবং তারা চাইবার আগেই সাহায্য পাবে।

২৫ নেকড়ে বাঘ এবং মেঘশাবক একসঙ্গে খাবে।

সিংহ ছোট্ট বলদের সঙ্গে একসঙ্গে বিচালি খাবে।

আমার পবিত্র পর্বতে সাপ থাকলেও সে কাউকে কামড়াবে না।
এমনকি কারও ভয়েরও কারণ হবে না।”
এইসব প্রভু বলেছেন।

ঈশ্বর সব জাতির বিচার করবেন

১ প্রভু যা বলেছেন তা হল,
“আকাশ আমার সিংহাসন।

আর পৃথিবী হল আমার পাদানি।

তাই তোমরা কি মনে কর আমার জন্য একটা বাড়ি বানাতে পারবে?

না, পারবে না।

তোমরা কি আমার জন্য একটি বিশ্রামস্থল বানাতে পারবে?

না! পারবে না!

২ আমি নিজেই এইসব সৃষ্টি করেছি।

যা কিছু এখানে রয়েছে তা সবই আমার সৃষ্টি,” প্রভু নিজে থেকে বলেছেন এইসব কথা।

“আমাকে বল, আমি কোন ধরণের লোকদের জন্য চিন্তা করি?

আমি গরীবদের প্রতি যত্নবান।

যারা খুব দুঃখী আমি যত্ন নিই তাদের।

আর যারা আমার কথা মান্য করে আমি তাদেরও যত্ন করি।

৩ কোন কোন লোক বলির জন্য যাঁড় হত্যা করে

কিন্তু তারা মানুষকেও নির্যাতন করে।

তারা মেঘবলি দিলেও

কুকুরের ঘাড় মটকে দেয়!

তারা শস্য নৈবেদ্য দিলেও

শুয়োরের রক্তও নৈবেদ্য দেয়।

সেই মানুষগুলি ধূপ জ্বালালেও

ভালবাসে মূল্যহীন মূর্তিগুলোকে।

তারা নিজেদের পথে চলতে ভালবাসে

এবং ভালবাসে তাদের ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলোকে।

৪ তাই আমি ঠিক করেছি ওদের নিজেদের কৌশলই ব্যবহার করব।

মানে আমি বলতে চাইছি ওরা যে সব জিনিসকে ভয় পায় সেই সব জিনিস ব্যবহার করেই ওদের শাস্তি দেব।

আমি ওদের ডেকেছিলাম।

কিন্তু ওরা শোনে নি।

আমি কথা বলেছিলাম।

ওরা শোনে নি।

তাই আমি তাদের প্রতি একই জিনিস করব।

আমি যাকে খারাপ বলি তারা সেই সব জিনিসই করেছিল।

আমার যা অপছন্দ ওরা সেই কাজই করতে মনস্থ করেছিল।”

৫ তোমরা যারা প্রভুর আদেশ মান্য কর

তাদের উচিত প্রভুর কথা শোনা।

“তোমাদের ভাইরা তোমাদের ঘৃণা করেছিল।

তোমরা যেহেতু আমাকে অনুসরণ করেছিলে সেহেতু তারা তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

তোমাদের ভাইরা বলেছিল, “প্রভুকে সম্মান জানাবার সময় আমরা তোমাদের কাছে আসব।

তখন তোমাদের সঙ্গে আমরাও সুখী হব।”

ঐ বাজে লোকগুলি শাস্তি পাবে।”

শান্তি ও একটি নতুন জাতি

৬ শোন! শহর ও মন্দির থেকে একটা জোরালো শব্দ আসছে। সেই শব্দ শত্রুদের পরভুর শান্তি প্রদানের। পরভু নিজের শত্রুদের পরাপ্য শান্তি দিচ্ছেন।

৭-৮ “যন্ত্রণা ভোগ করার আগে একজন মহিলা শিশুর জন্ম দিতে পারে না। যাকে জন্ম দিচ্ছে তাকে দেখার আগেই একজন মহিলা অবশ্যই যন্ত্রণা ভোগ করে। একই ভাবে কোন লোক কি এক দিনে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হতে দেখেছে? কোন লোক কি এক দিনে একটি নতুন জাতির সৃষ্টি হতে দেখেছে? পরসব যন্ত্রণার মত ঐ দেশটিরও প্রথম যন্ত্রণা থাকবে। জন্ম যন্ত্রণার পরই দেশটি তার ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ একটি নতুন জাতির জন্ম দেবে।^৯ একইভাবে কোন নতুন জিনিসকে জন্মগ্রহণের অনুমতি না দিয়ে আমি কাউকে যন্ত্রণা দেব না।”

পরভু বলেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কোন নতুন জিনিসকে জন্ম দেওয়া ব্যতিরেকে আমি তোমাদের পরসব যন্ত্রণা দেব না।” ঈশ্বর বলেন,

১০ জেরুশালেম সুখী হও।

জেরুশালেমকে যারা ভালবাসে তারা সুখী হও।

দুঃখ জনক ঘটনা জেরুশালেমে ঘটেছে।

তাই তোমাদের কেউ কেউ বিষণ্ণ।

কিন্তু এখন তোমাদের খুশি হওয়া উচিত।

১১ কেন? কারণ তার স্তন থেকে দুধ বেরিয়ে আসার মতো তোমরা করণ্য পাবে।

সেই “দুধ” সত্যি তোমাদের সম্ভষ্ট করবে।

তোমরা সেই দুধ পান করে তার সমৃদ্ধিতে নিজেদের সম্ভষ্ট করবে।

১২ পরভু বলেন, “দেখো!

আমি তোমাদের শান্তি দেব, শান্তি আসবে নদীর মতো।

পৃথিবীর সব জাতির কাছ থেকে আসবে ঐশ্বর্য।

ঐশ্বর্য আসবে বন্যার জলের মতো।

তোমরা শিশুর মতো সেই ‘দুধ’ পান করবে।

আমি তোমাদের কোলে তুলে নেব, হাঁটুতে বসিয়ে দোল খাওয়াব।

১৩ মা যেমন তার ছেলেকে আরাম দেয়, আমি তোমাদের সেই ভাবে আরাম দেব

এবং তোমরা জেরুশালেমে আরাম পাবে।”

১৪ তোমরা যা দেখবে তাতেই আনন্দ পাবে।

তোমরা ঘাসের মত মুক্ত এবং বড় হবে।

পরভুর দাসরা দেখতে পাবে তাঁর ক্ষমতা

কিন্তু শত্রুরা দেখতে পাবে পরভুর ক্রোধ।

১৫ তাকাও, পরভু আগুন নিয়ে আসছেন।

ঝড়ের মতো পরভুর রথ আসছে।

পরভু সেই সব লোকের ওপর তাঁর শান্তি প্রদান করবেন।

যখন তিনি করুদ্ধ, তখন তিনি ওইসব লোকদের আগুনের শিখা দিয়ে শান্তি দেবেন।

১৬ পরভু লোকদের বিচার করবেন।

তারপর তিনি লোকদের আগুন আর তরবারি দিয়ে ধ্বংস করবেন।

বহু মানুষেরই তিনি বিনাশ ঘটাবেন।

১৭ সেই সব লোকরা তাদের বিশেষ বাগানগুলিতে পূজোর আগে নিজেদের শুদ্ধ করবার জন্য স্নান করে। নিজেদের বিশেষ বাগানে তারা একে অন্যকে অনুসরণ করে। যখন তারা তাদের মূর্তির পূজা করবে তখন পরভু ঐসব লোকদের ধ্বংস করবেন। ঐসব লোকরা সূর্যের ও ঈদ্রের মাংস এবং অন্যান্য নোংরা জিনিস খায়। তবে তারা সবাই একসঙ্গে ধ্বংস হবে। পরভু স্বয়ং একথা বলেছেন।

১৮ “ঐসব লোকদের চিন্তায় ও কাজে রয়েছে অপকর্ম। তাই আমি আসছি ওদের শান্তি দিতে। আমি সব জাতির সব মানুষকে একত্রিত করব। সব লোকরা একসঙ্গে এসে আমার ক্ষমতা দেখবে। আমি কাউকে কাউকে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে রাখব এবং তাদের রক্ষা করব।^{১৯} যারা রক্ষা পেয়েছে তাদের কয়েক জনকে আমি তর্শীশ, লিবিয়া, লূদ, তুরুল, গরীস ও অন্যান্য দূরবর্তী দেশসমূহে পাঠাব। ঐসব লোকরা কখনও আমার সম্বন্ধে শোনেনি। তারা কখনও আমার মহিমা দেখেনি। তাই রক্ষা পাওয়া

ওই সব লোকরা অন্যান্য জাতিগুলিকে আমার মহিমার কথা জানাবে। ২০ তারাই তোমাদের ভাইবোনদের অন্যান্য সমস্ত জাতি থেকে নিয়ে আসবে। তারা তোমাদের ভাইবোনদের আনবে জেরুশালেমে, আমার পবিত্র পর্বত সিয়োনে। তোমাদের ভাইবোনরা আসবে ঘোড়া, গাধা, উট, যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট ছোট যান প্রভৃতিতে চেপে। প্রভুর মন্দিরে ইস্রায়েলের মানুষরা যেমন উপহার নিয়ে যায় তেমনি তোমাদের ভাই-বোনরা উপহার হয়ে আসবে। ২১ আমি বেছে কাউকে যাজক এবং কাউকে যাজকদের সাহায্যকারী বানাবো।” পরভু স্বয়ং একথাগুলি বলেছেন।

নতুন সর্বর্গসমূহ এবং নতুন পৃথিবী

২২ “আমি একটি নতুন পৃথিবী তৈরী করব এবং এই নতুন পৃথিবী ও নতুন সর্বর্গ থাকবে অনন্তকাল। একই ভাবে তোমাদের নাম ও তোমাদের শিখরা আমার সঙ্গে থাকবে সর্বক্ষণ। ২৩ সব লোকরা প্রার্থনার দিনে আমার উপাসনা করতে আসবে। তারা প্রতি মাসের প্রথম দিন এবং বিশ্রামের দিন আমার উপাসনা করতে আসবে।

২৪ “ঐসব লোকরা থাকবে আমার পবিত্র শহরে এবং তারা শহরের বাইরে গেলেই আমার বিরুদ্ধে পাপ কাজে লিপ্ত মানুষদের মৃতদেহ দেখতে পাবে। সেই দেহে কৃমি থাকবে এবং সেই কৃমিরা কখনও মরবে না। আগুন পুড়িয়ে দেবে দেহগুলিকে এবং ঐ আগুন কখনও নিভবে না।”